ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী ও গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী এবং বৈষ্ণবদিগের সাধনা।

পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ।

বিবিধ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

গোস্বামী প্রভুদিগের ও ভাবকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী প্রণীত

ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট ৺ গোবিন্দজিউর মন্দির হইতে

প্রকাশিত ও ৩নং কমলা প্রিণ্টিং প্রেশ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত

দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১ শাল।

শ্রীমতী কামিনীমণি দাসীর দ্বারা বিনামূল্যে সহস্র পুস্তক বিতরিত।

(মূল্য ১৲ মাত্র

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া,
বচনং গদ গদ রুদ্ধয়া।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃকদা,
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

বিজ্ঞাপনং।

অধুনা পুস্তকপ্রণয়ন বা সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পূরণ পাণ্ডিত্যের সহচর হইয়া উঠিয়াছে। কার্য্যও অতি সহজ বটে! যে কথা কহিতে জানে, তাহার পুস্তক প্রণয়নে বাধা বিপত্তি ঘটে না। মুখ নিঃসৃত পণ্ডিত্যইত পুস্তক? আর ত কিছুই নহে। সে যাহা হউক এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ও কলহের নিদান্। আমি পাণ্ডিত্য হেতু এই পুস্তকের অবতারণা করি নাই। অকারণ অনভিজ্ঞের গালি বর্ষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণ উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা শিষ্টতা ও সরলতায় অলঙ্কৃত ছিলেন। আমরা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। আমরা মূর্খ আবার গর্ব্বিত, পুনশ্চ নানা গুণের গুণমণি। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদিগের ঔদাসীন্য সহ্য হইল না; উত্তর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আমাদিগের বংশ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা কথার আলোচনা শুনিতে পাই! তাহার পর বীরভদ্রী থাক্, ভঙ্গ ও ছিন্ন কুলীনদিগের পক্ষে হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কুলভঙ্গ করিয়া মর্য্যাদা প্রাপ্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন; এবং "ধরাকে সরা দেখেন।" যাহারা স্বভাবে অবস্থিত, তাহাদিগকে উপহাস করেন। কেহ বলেন শ্রীনিত্যানন্দের বংশ নাই; শিষ্য পুত্রেরাই তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত। কেহ বলেন তিনি শাক্ত ছিলেন, ভেকে লুকনীকে বিবাহ করেন, ও তাহারই গর্ভজাত সন্তান নিত্যানন্দ বংশ। কেহ বলেন, নিত্যানন্দ জাহ্নবীকে বিবাহ করেন বটে, কিন্তু তাহার গর্ভে গঙ্গানাম্নী এক কন্যা মাত্র জন্মিয়াছিল। শ্রীমতী বসুধার পুত্র বীরভদ্র ইহাও কেহ কেহ বলেন। আবার ভঙ্গ কুলীনগণ আপন আপন কূলে জলাঞ্জলী দিয়া, বীরভদ্রীতে বড়ই দুর্গন্ধ অনুভব করেন, এবং উপহাস করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। তাহার কারণ উপস্থিত ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ আপন জাতি কুলের কোন খবর রাখেন না। কাজেকাজেই বংশজগণ সুবিধা পায়। বহু বিবাহ পুস্তকে, জ্ঞানী ও স্থির বুদ্ধি বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়

লিখিয়াছেন। "কিন্তু যাহাহউক এ সমস্ত কোন কথার উপরই আমাদের আস্থা নাই।" একথা যথার্থ, তিনি ইহার বিশেষ জ্ঞাত না হইয়া একজনকে গালি দিতে কি করিয়া স্বীকার হইবেন; সেইজন্য প্রবাদের উপর নির্ভর করেন নাই। কিন্তু একস্থানে কিঞ্চিৎ ভ্রমে পড়িয়া লিখিয়াছেন। "তবে এই বংশে যিনি বিবাহ করেন, তিনি কুলচ্যুত হইয়া এই দলভুক্ত হন।" কিন্তু ইহা তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল যে, বীরভদ্রী কুলচ্যুতির কারণ কিনা। এবং শুদ্ধ শ্রোত্রীয়গণ কুলনাশক কিনা। এস্থলে সত্য কথা বলিতে হইলে বীরভদ্রী থাক প্রাপ্ত হয়" বলিলেই চলিত। তাহা চিন্তা না করিয়া কুলচ্যুতি ঘটইয়াছেন কেন ইহা বুদ্ধির অগোচর।

গ্রন্থকারস্য।

পূর্ব্বভাগ।

সাধনা।

তর্ত্তুং সংসৃতি বারিধিং ত্রিজগতাং নৌর্ণাম যস্য প্রভো, যেনেদং সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংস্থতম্। যশ্চৈতন্যঘনপ্রমাণ বিধুরো বেদান্তবেদ্যো বিভুস্তং বন্দে সহজপ্রকাশ মমলং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং পরম্।

যেনাম সংসার বারিধি তরণে ত্রিজগতের এক মাত্র নৌকা, যাহার দ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত, জাত এবং যাহাতে স্থিত, যিনি চৈতন্য ঘন, অপ্রমেয়, বেদান্তবেদ্য ও বিভু। সেই সহজ প্রকাশ পরাৎপর বিমল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দনা করিতেছি।

কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিতে হইলে একটী কর্ত্তার প্রয়োজন। কর্ত্তা অনেক হইলে কার্য্য পণ্ড হয়। কি মহৎ কি সামান্য একের অধিক কর্ত্তা কার্য্যনাশক। এমন কোন একটী কর্ত্তা আছে, যাহা দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। প্রবাহের ন্যায় কার্য্য সকল চলিতেছে, কিন্তু ভ্রম প্রমাদ নাই। প্রতি বন্ধক নাই। প্রাণি মাত্রেই জন্ম গ্রহণ কালে তাহার অদৃষ্ট সঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাও বিদ্যা বা জ্ঞান প্রভাবে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। জন্মলগ্নের গ্রহসংস্থান দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। মনুষ্য নির্ভুল নহে ভ্রম প্রমাদ সেই কারণেই কখন কখন হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারাও স্থূল দশা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ঐসকল অদৃষ্টসুলভ সুখ দুঃখ জ্ঞাত হইলেও তাহার প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অদৃষ্ট যে পথে লইয়া যাইবে, সেইরূপ সুযোগ ও প্রাপ্ত হইবে সুতরাং সেই পথই তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। অদৃষ্ট কোন বাধা বিপত্তি মানিবেনা। কোন জ্ঞানবান্, ধনবান্, বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাধা দিতেও সক্ষম হইবে না।

আমরা দেখি কোন ব্যক্তির উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, বা সেরূপ কোন গুণও তাহার নাই, পিতৃ সম্পত্তিও নাই, কিন্তু রাজতুল্য সুখে

নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহা এক প্রকার অহৈতুকীর ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়। কাহার যথেষ্ট বিদ্যা আছে, উপার্জ্জনের কৌশলও আছে, গুণ আছে, কারণও আছে, উপার্জ্জনের শক্তিও আছে, বুদ্ধি দ্বারা অপরের সম্পত্তি রক্ষা করিতেছে, উপার্জ্জনের দ্বারা বৃদ্ধি করিতেছে, কিন্তু তাহাকে অতিনিঃস্ব অবস্থায় অতিকষ্টে নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। কেহ বা দরিদ্রার উদরে জন্ম গ্রহণ করিল, ২।৪ মাস মধ্যে শৈশবে অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া রাজ্য. সম্মান ও সুখের প্রবাহে আজীবন ভাসিল। কেহ ঐরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়াও দুঃখের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলনা মানবলীলা সম্বরণ করিল। কেহ উচ্চকুলে নিন্দিত ও দরিদ্র। কেহ নীচকুলে সম্মানিত ও কুবের তুল্য ধনবান্ ও দেবতুল্য সুখী। ইহা পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টা সাধ্য নহে। তবে কেন এরূপ হয়? জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ব্যতীত ইহার উত্তর নাই।

যোনিজ অযোনিজ দেহ কর্ম্মের ফল।

জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল মনুষ্যাদি জন্মের প্রধান কারণ। জন্মস্থান বিশেষে উপাদানের ও বিশেষ হয়। সংযোগ ভিন্ন কোন জন্য পদার্থ উৎপন্ন হয় না। আবার ঐরূপ সংযোগের নাশে জন্য পদার্থের ও নাশ হয়। শরীর সংযোগে উৎপন্ন। কিন্তু উপাদানাতিরিক্ত ভৌতিক দ্রব্যের ঐরূপ সংযোগ শরীর নহে। পরং যেরূপ সংযোগের দ্বারা কার্য্য নাশ হয়না, সেই সংযোগই উৎপত্তির সহায়। এই দেহে ক্লেদ আছে, তাপ আছে আকাশাদির সম্বন্ধও আছে। এই সমস্ত সত্বেও পৃথিবীই ইহার উপাদান ও সমবায়ি কারণ। অন্যান্য ভূত সকল নিমিত্ত কারণ। অনু প্রভৃতির সংযোগ দেহের উৎপাদক, এবং ঐরূপ সংযোগের নাশ দেহের নাশক।

শরীর দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ। জরায়ুজ এবং অণ্ডজ যোনিজ দেহ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ দেহ আযোনিজ। যোনিজ বা অযোনিজ দেহ পাপ ও পুণ্য উভয় ফলের দ্বারা জন্মে। বরুণ লোকাদিতে যে দেহ ধারণ হয় তাহা পুণ্য ফলে। বায়ুলোকে পুণ্যফলে বায়বীয় দেহ উৎপন্ন হয়। আবার পাপ ফলেও বায়বীয় দেহ ঘটে। সূর্য্যলোকে তৈজস দেহধারণ পুণ্যের ফল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতেছে। ধর্ম্মপ্রভাবে দেবশরীর উপযোগী পরমাণু সমষ্টি মিলিত হইয়া অযোনিজ দেহ সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম শরীরের সহিত আত্মাও সেই দেহেই সম্বন্ধ করে। এই পরমাণু পুঞ্জ ভিন্নজাতীয়ে সংলগ্ন হয় না। এইরূপে অযোনিজ দেহ প্রাপ্তি হয়।

যোনিজ দেহ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের ফল। পূর্ব্ব পাপপুণ্য ভোগের অবসান হইলে ভ্রষ্ট হয়। তখন জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে স্ত্রীর গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথম বুদ্বুদ হইতে ক্রমে মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। সেই সময় হইতে মলমূত্র পরিবেষ্টিত গর্ভ মধ্যে অধোমুখে অবস্থিতি করে। সপ্তম মাসের পর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করে। তবে ঐ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান নহে।

ভূমিষ্ঠ হইলে জাগতিক, অর্থাৎ মনুষ্য যোগ্য জ্ঞান শিশুকে অধিকার করে। ঐ বিপর্য্যয় হেতু শৈশবে অজ্ঞান থাকে। যৌবনে বনিতান্ধ থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে কিঞ্চিৎকাল অবসর প্রাপ্ত হইয়া যদি বুদ্ধি দ্বারা এই জগৎ ও আত্মপরিচয় জ্ঞাত হইতে পারে, তবেই মুক্তিভাগী হয়। নচেৎ প্রলোভনদণ্ডে পরিচালিত হইয়া সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। কাল উপস্থিত হইলে বিনানুরোধে লইয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে অরিষ্ট সকল প্রকাশ পাইতে থাকে।

মৃত্যু।

মূর্চ্ছা বিশেষ। সামান্য মূর্চ্ছায় পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্তি হয়, নচেৎ দেহত্যাগ জন্য মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুমূর্চ্ছার পর সূক্ষ্ম শরীরের আতিবাহিক অবস্থা হয়। ইহা প্রত্যক্ষও হয়। প্রেত ষড়্‌বিধ সামান্য পাপী, মধ্য পাপী, স্থূল পাপা, সামান্য ধর্ম্মা মধ্য ধর্ম্মা ও উত্তম ধর্ম্মা। স্থূলপাপী মহাপাতকী। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে ইহাদের মহাপাতক জনিত রোগে মৃত্যু হয়। এইরূপ মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দায়াদগণ ও রোগী ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্ত্তি সকল দেখেও বিকট শব্দও শুনিতে পায়। মুমূর্ষু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, ও স্বপ্নাবেশে পরজন্মের ছায়া দেখিয়া চীৎকার বা ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভোগাবসানে পুনশ্চ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেও ঐ মহাপাতকের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্য্যন্তথাকে। কোন শিশু, অনাবৃত লিঙ্গ জন্মগ্রহণ করে। ইহা অতি কুৎসিৎ মাতৃগমন জনিত মহাপাতকের চিহ্ন। কেহ নাসিকা বা কর্ণে ছিদ্র লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ চিহ্ন গুরুদ্রোহ রূপ মহাপাতকজনিত হয়। এই প্রকার নানা পাতকের নানাপ্রকার চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। মধ্য ও সামান্য পাপীর পাতকবিশেষে ফলেরও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে।

যাহারা উত্তম ধর্ম্মা পুণ্যশীল, তাহাদের মৃত্যু অত্যন্ত সুখকর বলিয়া হাস্যবদনও কষ্টের কোনরূপ চিহ্ন ও লক্ষিত হয় না। মমতা-শূন্য হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মায় আত্ম-

সমর্পণ করিয়া উত্তমঅঙ্গের ছিদ্র দিয়া বা ব্রহ্মরন্ধ্র উদ্ঘাটিত করিয়া চলিয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণত্যাগকরে। কেবল বস্ত্রত্যাগের ন্যায় এইস্থূল শরীর পরিত্যাগ, ও বস্ত্রান্তর গ্রহণের ন্যায় কায়ান্তর গ্রহণ মাত্র উপলব্ধি হয়। সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় ও সূর্য্যমণ্ডলের প্রকাশ হয়। তাহাদের রাত্রিকালে বা সন্ধ্যার সময় মৃত্যু হয় না। যাহারা মধ্য ধর্ম্মী তাহারা মৃত্যুমূর্চ্ছার পর, ব্যোমবায়ু পরিচালিত হইয়া ওষধিপ্রধান চৈত্ররথাদি বনে কিন্নরাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। তথায় সুফল ভোগান্তর প্রচ্যুত হইয়া, খাদ্যের সংশ্লেষে ব্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রেতঃ সংক্রমে নারী গর্ভে প্রবেশান্তর জন্মগ্রহণ করে। মৃত মাত্রেই ক্রমে বা অক্রমে মৃতিমূর্চ্ছাবসানে বাসনানুরূপ এই নিয়ম অনুভব করে। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর "আমি মরিয়াছি" এইরূপ জ্ঞান হয়। দাহকার্য্যের পর পিণ্ডাদি প্রাপ্ত হইলে, "আমার শরীর হইয়াছে" এইরূপ জ্ঞান হয়। তাহারপর যম যমদূত, স্বর্গ, যমালয়, "ঐ আমাকে যমপুরে লইয়া যাইতেছে" এইরূপ উপলব্ধি হয়। উত্তম পুণ্যশালী প্রেতগণ স্বকর্ম্মলব্ধ বিমানাদি উপভোগ অনুভব করিতে থাকে। পাপিষ্ঠেরা বোধ করে হিম, কণ্টক, গর্ত্ত, শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্য অপবিত্রস্থান সকল, বিষ্ঠা, মূত্র এই সমস্ত অনুভবে দ্বারা ভোগ করে। মরণে প্রত্যেকেরই পারলৌকিক ফল ভোগ হয়। ফলতঃ জীব যদি অধিকাংশ পুণ্য ও স্বল্প পাপ করে, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীর লাভ করিয়া পারলৌকিক ভোগ করে। অধর্ম্ম বহুল ব্যক্তির সেরূপ না হইয়া, যাতনাময় দেহলাভ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যমযাতনা শেষ হইলে পুনশ্চ ভাগমত ভৌতিক দেহ প্রাপ্ত হইলে পর, পাপ ও পুণ্যফল ভোগ হয়। আতিবাহিক অবস্থায় অনুভবাত্মক ফলভোগ করে। দেহ ভিন্ন দৈহিক ফলভোগ হয় না। চেতনা পুনর্জ্জন্মের বীজী ভূত বাসনা বিশিষ্ট থাকায়, পুনর্ব্বার দেহ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। সেই কারণই পুনর্জ্জন্ম হয়। ইহাই জীবনামে কথিত হয়। উহা গগনেই থাকে, শূন্যই ইহার বাসস্থান। ব্যবহারিকগণ ইহাকেই প্রেত বলে। ভৌতিকাংশের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কিন্তু

ঐরূপ সংযোগীর বিষমাংশে ক্ষয় উপস্থিত হইলে মৃত্যু হয়। ঐরূপ দেহে চেতনা থাকে না। ভৌতিকাংশের সমতা হইলে ব্যাধি মুক্ত হয় নতুবা মৃত্যু ঘটে।

সাধারণ চক্রে একটী বিশিষ্ট শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অন্ততঃ দশজন না হইলে এইরূপ চক্র হয় না। একদিবস এই চক্রে কোন এক মহাপাতকী উপস্থিত হয়। আমরা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর পাইলাম,—অহো কি অনন্ত অসীম যন্ত্রণা। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার যন্ত্রণা? ওঃ নাহিজল নাহিস্থল নাহিদিক্ বিদিক্, ঘোরতম চারিধার, অযুত অযুত ফণিফণা ভয়ঙ্কর। তীব্র গরল করিছে উদ্গার, দহে দেহ, মৃত্যুকষ্ট জ্যেষ্ঠ নহে তুলনায় ইহার। আহা গেলাম গেলাম? প্রশ্ন—কতকাল এরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতেছ? বহুকাল, কিসে অব্যাহতি, উপায় কি আছে কিছু। প্রশ্ন—কে যাতনা দিতেছে,

তোমার অব্যাহতির উপায় তুমি জান না? যে চারিজন বিকট ছায়া মূর্ত্তি আমাকে লইয়া আসিয়াছে তাহারাই যন্ত্রণা দিতেছে। প্রশ্ন হইল হরিনাম কর? আমার অধিকার নাই। কোন দয়াবান্ কৃপা করিলে এযন্ত্রণা শেষ হয়। প্রশ্ন, কিরূপে দয়াবান্ দয়া করিবেন? আমার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও সাধুসেবা করিয়া তাহাদের শুভ কামনা লাভ; সেইজন্য এইচক্রে আশ্রয়ভিক্ষার্থ আসিয়াছি। স্বীকার করিলে সেই মহাপাতকী চলিয়া গেল। এইরূপে আতিবাহিক অবস্থায় অনুভব সিদ্ধ যন্ত্রণা ভোগকরে। ইহা দশ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বিষয়। এই অনুভবাত্মক যন্ত্রণা কতকাল ভোগ হইবে তাহা অজ্ঞাত। ভোগ অবসানে ভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হইলে, দৈহিকাদি ত্রিবিধ যন্ত্রণাভোগ হইবে। সময় না হইলে পিণ্ডদানেও কোন ফল দর্শেনা। এবং গয়া কার্য্যে সুবিধা বা প্রবৃত্তি ও জন্মে না। কাল পূর্ণ হইলে সকলি সুবিধা জনক হয়। ইহা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়।

বাসনাহেতু শরীর।

জন্ম মৃত্যুর কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও জীবের অজ্ঞাত বলিয়া দৈবাধীন বলে। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে পুনশ্চ কর্ম্মফল ভোগ আরম্ভ হয়। নিরবকাশহেতু নিত্যবৎ অনুমেয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। এই দেহপিণ্ড অনিত্য, চঞ্চল, অনাধার ও রসোদ্ভব। যেমন অন্নসকল প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইয়া সায়ং কালেই নষ্ট ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অন্নপুষ্ট দেহের নিত্যতা কোথায়? কেবল অদৃষ্ট সঞ্চয় জন্য অবসর প্রদান হেতু মনুষ্য জন্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন। এই সামান্য কালের মধ্যে শুভাদৃষ্ট অর্জ্জন করিতে পারিলে অভ্যুদয় হয়। নচেৎ পুনঃ পুনঃ দুঃখান্তরে পতিত হইতে হয়। প্রলোভনে প্রতারিত হওয়া পাপ জনক পরিণাম। জন্মে জন্মে ত্রিবিধ পাপ সঞ্চয় হয়। পশুজন্মে শারীরিক দুঃখই ভোগ হয়। মনুষ্য জন্মে ত্রিবিধ দুঃখভোগ হয়। বায়ুর সহিত যেমন গন্ধ থাকে, মৃত্যুর পর আত্মার সহিত বাসনাও সেইরূপে থাকিয়া যায়। বাসনা অর্থে ইচ্ছা। ঐ বাসনা আবার কর্ম্মানুরূপ জন্মে। গর্ভবাস কালেও কর্ম্ম নিয়ত থাকে। জন্মেও সেইরূপ গীতি হয়। আধি, ব্যাধি, ক্লেশ, জরা, ও মৃত্যুরূপ বিপর্য্যয় গর্ভবাসানুসারেই হয়। বাসনা দ্বিবিধ শুদ্ধ ও মলিন। শুদ্ধ বাসনার দ্বারা অদৃষ্টের অভাব হেতু পুনরাবৃত্তির ও অভাব হয়। মলিনবাসনা পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ জন্মের কারণ। মলিন বাসনা অজ্ঞানের আকর এবং অহং জ্ঞানের মূলীভূত কারণ। সেইজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে জন্মকারিণী ও শুদ্ধ বাসনাকে জন্মহারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেমন ভৃষ্টবীজের দ্বারা অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সেইরূপ অদৃষ্ট অভাব হেতু আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। মলিনবাসনা পুনঃ পুনঃ সংসারে আনয়ন করে। সংসার প্রলোভন মাত্র ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই।

মন শান্ত ও নিরীহ হইলে, স্বকীয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য উৎপন্ন বা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে কোন ফলদর্শে না। অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞান

হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। যেমন বন্ধ্যার স্বামিসহবাস ব্যর্থ হয়। তদ্রূপ নিরীহ মনের কার্য্য দ্বারা সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, বিষয় ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়। বিষয় ভোগও ঘটে। সেই ভোগ জন্যই সংস্কার উৎপন্ন হয়। তাহাই বাসনা। এইরূপ বাসনাই জন্মান্তরের মূল কারণ। মন শান্ত হইলে কিছুতেই তাদৃশবাসনা দ্বারা সংস্কার জন্মে না। সংস্কার অভাবে জন্মান্তরেরও অভাব হয়। এইরূপ বিষয় ভোগ হওয়া বা না হওয়া উভয়ই সমান। মন প্রত্যক্ষের কিঙ্কর। মন নিরীহ ও শান্ত হইলে, তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। যেমন যন্ত্রী না চালাইলে যন্ত্র চলেনা, তদ্রূপ মন না চালাইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংস্কার উৎপাদক কর্ম্মসকল নিবৃত্তি হয়। মন হইতে বিষয়ের আবির্ভাব হয়। সুতরাং বিষয় বাসনা না হইলে মনও সঞ্চালিত হয় না। বায়ুর যেমন সঞ্চালন শক্তি আছে। সেইরূপ বিষয় বাসনার অন্তরেও বাহ্যিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভূত জগৎসংস্কাররূপে বিরাজিত রহিয়াছে। এই বাসনাই পুনরাবৃত্তির হেতু। বায়ুর সহিত সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ উভয়ই থাকে। সুগন্ধ শুদ্ধ ও দুর্গন্ধ মলিন।

শরীর দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম।

স্থূল পঞ্চভৌতিকদেহ স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ফল। ইহা পিতা মাতা দ্বারাই সংসাধিত হয়। এই শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। এই দেহ অন্তকালে মৃত্তিকা, ভস্ম, অথবা শৃগাল কুকুরাদির বিষ্ঠারূপে পরিণত হইবে। যে যতই চেষ্টা বা যত্ন করুক, এই শরীরকে কেহই অজর অমর করিতে পারিবে না। কেবল মাত্র কিছু সময় জন্য স্থায়ী হয়। অন্তে গত্যন্তর নাই। প্রাসাদবাসী রাজা ও কুটীরবাসী দরিদ্র সকলেরই সমান গতি। এই অবস্থায় নির্ধন বা ধনবানে কোন প্রভেদ নাই। কোন দার্শনিক ইহাকে দ্বাদশ আয়তন বা ভোগায়তন বলেন। কারণ এই দেহেই ভোগ হয়। আতিবাহিক অবস্থায় দৈহিক ভোগ হয় না।

সূক্ষ্মশরীর ভৌতিক।

ভৌতিক পদার্থ মাত্রের সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। স্থূলের সহিত আমরা কার্য্য করিতে পারি, সূক্ষ্মের সহিত পারি না। সূক্ষ্ম অবস্থার রূপ বা প্রত্যক্ষ নাই, ইহা এক প্রকার নিত্য এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। যেমন ক্ষিতির সূক্ষ্মাবস্থা পরমাণু। জলের সূক্ষ্মাবস্থা বাষ্প। বাষ্প বা পরমাণু আমরা দেখিতে পাই না, কিঞ্চিৎ স্থূল ভাবাপন্ন হইলে বাষ্প ধূমের ন্যায় ও পরমাণু রেণুর ন্যায় দেখি। এইরূপ সমস্ত ভূতেরই সূক্ষ্ম অংশ আছে, ইহার দ্বারা গঠিত শরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহতগতি সূক্ষ্মদেহ, শীলা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। এবং ইহলোকও পরলোকগামী। সূক্ষ্ম-শরীর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদিরূপ স্থূল শরীর ধারণ করে। কখনও স্বর্গীয় কখনও নারকী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শরীরে সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়। কিন্তু বিনাশ হয় না। কল্পারম্ভকালে যত গুলি জন্মিয়াছে তাহারাই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। কল্পান্তের পর পুনশ্চ প্রয়োজন অনুসারে জন্মিবে।

পঞ্চ মহাভূতের সম্বন্ধ।

ভূমি।

ভূমি হইতে জীবের চর্ম্মমাংসাদি সমন্বিত শরীর সংস্থান সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ভূমি, লোক সকলকে ধারণ করিতেছে। পৃথিবী এই জীব জগৎ পালন করিয়া থাকে। এই ভূমিই আবার ধ্বংশের প্রধান কারণ। ইহার অমাত্ম নাসিকা। ইহার দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন হয়। ইহার গুণ ঘ্রাণ গ্রহণ। পৃথিবী হইতে ইহা উৎপন্ন। পর্থিবাংশপ্রধানমনুষ্য রাজা হয়।

অপ্।

অপ্—জল, শরীরের শুক্র, মজ্জা, মেধ, এবং ত্বক্, সন্ধিস্থিত স্নেহ, ও রুধির প্রবাহ উৎপন্ন কারে। অমৃতবৎ পদার্থে শরীর পোষণ করে। জলীয় অংশ অপসৃত হইলে, তৃষ্ণা জন্মে, রক্ত তারল্য অভাবে মৃত্যু ঘটে। এই জন্য ইহার নাম জীবন। জিহ্বা ইহার অমাত্য বুদ্ধির প্রেরণায় বাক্য উচ্চারণ করে। আস্বাদ গ্রহণ ইহার গুণ, ইহার নাম বাগিন্দ্রিয়। অপ্ ইহার জনক। জলীয়াংশপ্রধান মনুষ্য দেহে, লক্ষ্মী, তৃপ্তি, যঃশ, ও কীর্ত্তি নিয়ত থাকে।

তেজঃ।

তেজঃ—তেজঃ চৈতন্যসহগামী ও জীবনীশক্তির অনুমাপক। তেজঃ অভাবে মৃত্যু হয়। চক্ষুর্দ্বয় ইহার অমাত্য।

চক্ষু দ্বারাই চরাচর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ গ্রহণ ইহার গুণ, বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে। তৈজসাংশ প্রধান শরীরে, প্রতাপ, শৌর্য্য, বীর্য্য, উৎসাহ, আত্মনির্ভরতা থাকে।

বায়ু।

মরুৎ—বায়ু কার্য্যকারণভেদে পঞ্চবিধ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, ও সমান। উর্দ্ধ্ব গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ। অধোগমনশীল পায়ুস্থানীয় বায়ু অপান। সর্ব্বনাড়ী গমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুর নাম উদান। ভুক্ত অন্ন-জলাদিসমীকরণকারী বায়ু সমান। এতদ্ভিন্ন মহর্ষি কপিল বলেন নাগ, কুর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় নামে বায়ু আছে। ইহাদের কার্য্য উদ্গিরণ, চক্ষুউন্মীলন, ক্ষুধারউদ্রেক, জৃম্ভণ ও পুষ্টি সাধন। এই নাগাদি প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্ভুক্ত। তাহা কার্য্যেই স্পষ্ট বোধ হয়। গমনাদি ক্রিয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর স্বভাব, সেই জন্য রজঃ-অংশের অনুমান হয়। বায়ু হইতে শুভাশুভ ও জীবন ধারণ হয়। বায়ু সকল শারীর কার্য্যের সমাধান কর্ত্তা। ত্বক্ ইহার অমাত্য। স্পর্শ ইহার গুণ মহাপ্রভাব বায়ুর প্রভাবে জীবদেহ

সবল ও সুস্থ থাকে। ইহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় কহে। বায়বীয়-অংশ-প্রধান মনুষ্য উৎসাহসমন্বিত ও প্রিয়দর্শন হয়। বায়ু জীব-জগতের সৃজন পালন ও নাশের কর্ত্তা।

ব্যোম—জীবদেহে বাহ্য অভ্যন্তরে অবকাশ প্রদান ইহার কার্য্য। ইহার বাসস্থানও শূন্য প্রদেশ। শ্রবণযুগল ইহার অমাত্য। এই ইন্দ্রিয়ের অভাবে মনুষ্য বধির হয়। আকাশের গুণ শব্দ। আকাশাংশ প্রধান মনুষ্য সর্ব্বসম্পত্তির নিদান।

যে মনুষ্যদেহে মহাভূত সকল সমভাগে বর্ত্তমান থাকে সেই মনুষ্য দুর্ভাগ্য হয়।

পঞ্চমহাভূত দ্বিবিধ ও ত্রিগুণাত্মক।

আমাদিগের প্রত্যক্ষ পঞ্চভূত স্থূল ও বিশেষ এবং গুণত্রয় দ্বারা চালিত। এই গুণত্রয়ের বৈষম্যে মনুষ্য স্বভাবের ও বৈষম্য ঘটে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ ইহাদের গুণ শান্ত, ঘোর, ও মূঢ়। যাহারা সত্ত্ব প্রধান তাহাদের প্রকৃতি শান্ত; সুখ স্বরূপ, প্রসন্ন, এবং লঘু। যাহার তমোগুণ প্রধান, তাহারা মূঢ়, মোহস্বরূপ, গুরু, ও বিষণ্ণ। যাহারা রজঃ প্রধান, তাহারা ঘোর, দুঃখাত্মক ও চঞ্চল প্রকৃতি। বুদ্ধি অবধি সকল তত্ত্বই অনিত্য, অব্যাপক, সক্রিয়, অসংখ্য, আশ্রিত, সংযোগী, বিভক্ত, পরতন্ত্র, ও ব্যক্ত পদবাচ্য।

মন।

মন সংকল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। মহর্ষি কপিল মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় স্বীকার করেন। ইহা ন্যায্য, ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন গুণ মনের নাই। মন সেই জন্যই অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ করাইতে পারে না। যাহা প্রত্যক্ষ বিষয় তাহাই মনে দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। নতুবা নহে মৃত্যুর পরও মন সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। স্থূলশরীরে আত্মার অভাবে মনেরও অভাব হয়। মন অপ্রত্যক্ষ কিন্তু

অনুভব সিদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কিঙ্কর। স্বপ্নাবস্থায় মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। পক্ষান্তরে জাগ্রৎ অবস্থায় মনঃসংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম নহে। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসন্নিকর্ষ আবশ্যক। মনঃ অন্যবিষয়ে নিযুক্ত হইলে বিষয়ান্তরের ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। এই জন্য বলিতে হয় মন দেহব্যাপী ও বিভু নহে। যদি মনের সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকিত তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য এককালে ও সম্পন্ন হইতে পারিত। ইন্দ্রিয়ের ভ্রম হইত না। এই জন্যই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সর্ব্বকার্য্যে সকল সময়ে যথার্থ প্রত্যক্ষ নহে। ইহা নিঃ-সন্দেহ ভ্রমাত্মক।

প্রত্যেক শরীরে মন এক একটী। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংস্কার। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নানা দেহে বিবিধ প্রকারে সতত প্রত্যক্ষ হইতেছে।

বুদ্ধি।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। কার্য্য হইতেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি দ্বারাই কার্য্য মাত্রের সফল বা নিষ্ফল হয়। মুক্তি বুদ্ধি দ্বারাই লাভ হয়। অহং অর্থাৎ 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞানের পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয়। আবার বুদ্ধি হইতেই মনের উৎপত্তি অনুমান হয়। বুদ্ধি শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া মন হয়। অতএব বুদ্ধি দ্বারা শান্তি ও সন্তোষসাধ্য মনোজয়ের চেষ্টা করা উচিৎ। ঐ মনকে বুদ্ধি দ্বারা জয় কবিতে পারিলেই অনন্ত ব্রহ্মে সমান সংযোগরূপ অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিই জ্ঞানপ্রবর্ত্তক। বুদ্ধি বিচার দ্বারা তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিচার এই দীর্ঘ সংসাররূপ রোগের মহৌষধ। বন্ধুনাশ সঙ্কট প্রভৃতি দুঃখ সর্ব্বত্রই মোহে পরিব্যাপ্ত হইলেও বিচার সাধু-গণের একমাত্র গতি। বিচার না করিলে মোহভঙ্গ হইবে না। বিচার ব্যতীত বিপশ্চিদ্ গণের অন্য কোন উপায় নাই। সাধুগণের বুদ্ধি, বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধীমান্‌গণ বিচার বলে, বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও সফলতা প্রাপ্ত হয়েন। বেদ বুদ্ধি পূর্ব্বকই হইয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান জন্মে। ঐ জ্ঞান দৃঢ় হইলেই মুক্তি হয়। আবার ঐ বুদ্ধি বিকৃত হইলেই নরকের দ্বার পরিষ্কৃত হয়। বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে। সুখ ও দুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম। একই বস্তু হইতে কাহারও সুখ কাহারও দুঃখের উৎপত্তি হয়।

সুখ দুঃখ সুতরাং কোন দ্রব্যবিশেষের. ধর্ম্ম নহে, বা কর্ত্তৃত্ব আত্মার নাই। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক বলিয়া জগৎ ও সুখ দুঃখ ও মোহের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। সুখ বা দুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহা বুদ্ধি হইতে জন্মে। অভাব জনিত দুঃখ সুখের বীজ, তবে বোধাতিরিক্ত বস্তুর কার্য্যকরিতা মনুষ্য দেহে নাই, সেই জন্য দুঃখ বলিয়া অনুমান হয়। দুঃখ দ্বিবিধ স্থূলও সূক্ষ্ম। মনুষ্য মাত্রেই ঐ স্থূল দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা বুদ্ধি দ্বারা অভিলাষ করে। বর্ত্তমান অবস্থার দুঃখই স্থূল। এইরূপ দুঃখ কিয়ৎকাল পরে বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই নিবৃত্তি হইবে। কত দুঃখ পূর্ব্বে ও নিবৃত্তি হইয়াছে। এইরূপ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। অনাগত সূক্ষ্ম দুঃখ নিবৃত্তি, বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও মনুষ্য মাত্রের সে চেষ্টা বলবতী হয় না। যেহেতু ইহা সকলের বোধগম্য হয় না, সেই জন্য তাহারা সচেষ্ট ও নহে। যাহারা আত্মপরিচিত তাহারাই এই বর্ত্তমান দুঃখ তুচ্ছ বোধ করিয়া ঐ চেষ্টা করে। সূক্ষ্ম দুঃখ নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ইহাই পরম পুরুষার্থ। একমাত্র বুদ্ধিদ্বারা বুঝা যায় যে, এই দুঃখ উপস্থিত হইবে কিনা, এবং ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রয়োজনীয় কি না। উপস্থিত দুঃখ জ্ঞানীর নিকট আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। ইহাও বুদ্ধির কার্য্য। ইহকালের ও পরকালের অভ্যুদয় বুদ্ধি দ্বারাই লাভ হয়। নচেৎ অন্য উপায় নাই।

সমষ্টি রূপা বুদ্ধিই সৃষ্টির উপাদানকারণ। মহত্তত্ত্ব বুদ্ধির স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারাই যাবদ্বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় হয়। ঐরূপ নিশ্চয়-

কে অধ্যবসায় কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধির আরও আটটী ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্যও অনৈশ্বর্য্য।

চিত্ত।

অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণের বৃত্তিই চিত্ত। পতঞ্জলি প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তের উৎপাদিকা শক্তি আছে। ইহাতেই ভবিষ্যৎ দুঃখ উপস্থিত হইবে, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। যাহাতে আর চিত্তে কোনকালে কিঞ্চিৎ মাত্র ও দুঃখ না জন্মে তাহাই দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ। সূক্ষ্ম দুঃখের প্রাগ্‌ভাবই প্রকৃত দুঃখ। বস্তুতঃ অনাগত দুঃখের নিবৃত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। চিত্রের একাগ্রতা হইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উপাসনা দ্বারাই চিত্রের একাগ্রতা জন্মে। এই কারণেই উপাসনা মুখ্য প্রয়োজন। চিত্তের একাগ্রতা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্যই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। চিত্ত শুদ্ধি হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যক হয় না। তখন আপনা হইতেই কর্ম্মত্যাগ ঘটে। প্রসন্নতা, বিপ্লব, বিভ্রম, সমুন্নতি, ভোগ, এই সকল তত্ত্ব চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। জ্ঞানের অনুসন্ধান চিত্তের কার্য্য। চিত্তই অনুসন্ধিৎসু। সকল কার্য্য-গুণের অনুসন্ধান চিত্তের দ্বারা সংসাধিত হয়। বিক্ষিপ্তাবস্থা, ক্ষিপ্তা-বস্থা, মূঢ়াবস্থা, চিত্তে উদ্রেক হইয়া প্রকাশ পায়। গুণত্রয়ের দ্বারা চিত্ত ক্ষোভিত হইলেই যথাক্রমে ঐ সকল অবস্থা ঘটে।

সত্বগুণের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন যে অবস্থা হয়, তাহাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বলে। ইহাই যোগের অনুকূল। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, ও স্মৃতি এই পাঁচটি চিত্তের বৃত্তি নহে, ইহা চিত্তের ধর্ম্ম। ইহা আত্মধর্ম্ম নহে। যখন রজোগুণের অত্যন্ত আধিক্য হয়, তখন নিদ্রা জন্মে। সুতরাং ইহা চিত্তের পরিণাম।

যাহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম চিত্ত। চিত্তবিষয়িণী বুদ্ধিযুক্ত। যথা—সত্বানামপিলক্ষ্যতে বিকৃতমচ্চিত্তং ভয় ক্রোধয়োঃ। চিৎ—জ্ঞান, চৈতন্য। ইহা আভিধানিক অর্থ।

অহঙ্কার।

অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণের বৃত্তিই অহংজ্ঞান। 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই জ্ঞান বলে স্বর্গ, মোক্ষ, নরক, সকলই সুলভ হয়। অহংজ্ঞান ভিন্ন কোন কার্য্যের কর্ত্তাকে নির্ণয় করা যায় না। "আমি ও আমার" এই জ্ঞান না থাকিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কারের দুই কার্য্য, পঞ্চতন্মাত্র ও উভয়বিধ ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্রের কার্য্য ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত। ইহার সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে পঞ্চতন্মাত্র বলে। উভয়বিধ ইন্দ্রিয় বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে একাদশ প্রকার। পায়ু পাদাদি ভেদে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু আদি মন সহ (সংখ্য কারের মতে) ষড়িন্দ্রিয়। উভয় একাদশ। ফলতঃ অহঙ্কার সকল জ্ঞানের হেতু।

চক্ষুরাদি।

চক্ষুঃ—উদ্ভূতরূপ থাকিলে চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে পারে। রসনা যোগ্যরস গ্রহণ করে। ঘ্রাণ—তীব্র গন্ধ অনুভব করে। ত্বক্—গুরু স্পর্শ অনুভব করিতে সক্ষম হয়। কর্ণ—কঠোর শব্দ গ্রহণ করে। বাগিন্দ্রিয়—শিক্ষানুরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। হস্ত—গ্রহণ যোগ্য বস্তু গ্রহণ করে। পাদযুগ্ম—পাদগম্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। উপস্থ—নির্দ্দিষ্ট পুত্রোৎপত্তি হেতু প্রলোভন স্বরূপ সুখানুভব করে। পায়ু—সুস্থাবস্থায় মল নিঃসারণ করে। এই সকল গুণ সীমাবদ্ধ। কিপ্রকারে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিশ্বস্ত হইবে। ইহাদের পদস্খলন সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনরূপ দৈবশক্তি জন্মিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম সূক্ষ্মদর্শী ও অসীমশক্তিশালী হয়, নিষ্প্রয়োজন হয় না। চক্ষুর অভাবেও ত মনের দ্বারা একেবারেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। স্বপ্নাবস্থায় মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ঘটে নাই সেই বিষয় মনেদ্বারাও প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন জন্মান্ধের স্বপ্নে দর্শন অভাব, কিন্তু স্বপ্ন শ্রবণ ঘটে। কারণ তাহার চাক্ষুষ নাই, সেই জন্য মন ও প্রত্যক্ষ করাইতে অক্ষম।

কোন কোন দার্শনিক বলেন ইন্দ্রিয় এক ; কেবল বিভিন্ন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া তদনুযায়ী নাম করণ হইয়াছে। "শক্তিভেদাদ্বিলক্ষণকার্য্যকারীতি মতমপাকরোত্তি" ইহাও ভাবগ্রাহীর পক্ষে অযৌক্তিক নহে। কেবল চক্ষু বাস্তবিক পক্ষে দর্শনক্ষম নহে। উপনিষদ্ বলেন।

যচ্চক্ষুষা নপশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, চক্ষু যাহার দ্বারা দেখে তিনিই ব্রহ্ম জানিবে। যাহা তোমরা উপাসনা করিতেছ তাহা নহে। ইহা ব্রহ্ম প্রকাশক বাক্য হইলেও দর্শন যোগ্য শক্তি দ্বারাই দর্শন ক্রিয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক পদার্থ না হইলেও, ভৌতিক উপাদানে গঠিত চক্ষু ভিন্নত দর্শন জ্ঞান হয় না ? সুতরাং কেবল দর্শন যোগ্য শক্তিকে ইন্দ্রিয় বলা কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারিনা। পঞ্চবিধ সংযোগই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। প্রথম বসামাংসাদি দ্বারা গঠিত চক্ষু। দ্বিতীয় দর্শনযোগ্য শক্তি। তৃতীয় দৃশ্য বস্তু। চতুর্থ আত্মার প্রযত্ন, পঞ্চম মনঃ সন্নিকর্ষ। যে বস্তু আমরা দর্শন করিব সেই-রূপ বস্তুর প্রতিকৃতি মনের দ্বারা গঠিত হইলেই দর্শন জ্ঞান জন্মে, নচেৎ সমস্তই নিষ্ফল হয়। পক্ষান্তরে ঐরূপ সন্নিকর্ষে যদি উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সঙ্ঘটন হয় তবে, জ্ঞানের ও উৎকর্ষ অপকর্ষ হইয়া থাকে। এই কারণ ইন্দ্রিয় সাধ্য জ্ঞান ভ্রম সঙ্কুল।

আকাশের কোন বর্ণ না থাকিলেও নীলবর্ণ দর্শন হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা বায়ুর বর্ণ। বায়ুর মোটা অবস্থায় এই রং দর্শন হয়। কিন্তু যন্ত্রের দ্বারা অনুমানে এইরূপ দর্শনই ঘটে। যন্ত্রের দ্বারা যে দৃষ্টি হয় তাহা বিকৃত দৃষ্টি তাহার সন্দেহ নাই। ইহা স্বাভাবিক দৃষ্টি নহে। স্বভাবসিদ্ধ সুস্থাবস্থার কেবল চক্ষুর সাহায্যে যে দর্শন জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই স্বাভাবিক দৃষ্টি বলে ; ইহা ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক দৃষ্টি বলিব। যতদূর পর্যন্ত নয়নে দৃশ্য বস্তুর ছায়া পতিত

হয়, ততদূর পর্য্যন্ত দর্শন জ্ঞান জন্মে। তদতিরিক্ত ব্যবধানে দর্শন না হইয়া ধূম্র বা নীলিমা দর্শন হয়। উহা বায়ুর বর্ণ নহে।

করণ সমষ্টি।

অন্তঃকরণ—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা অন্তরে বিদ্যমান থাকে, সেই জন্য ইহার নাম অন্তঃকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ এবং গুণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বাহ্যকরণ—নয়নাদি উপস্থ পর্য্যন্ত দশটী ইন্দ্রিয় বহিঃস্থিত বলিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় বা বাহ্যকরণ বলে। অন্তঃকরণ তিন ও বাহ্যকরণ দশ, এইরূপে করণ সমুদায়ে ত্রয়োদশটী বলিয়া, করণ ত্রয়োদশ প্রকার কিম্বদন্তি আছে।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ স্বরূপপ্রত্যক্ষ ও ভাবপ্রত্যক্ষ। যে দ্রব্যের স্বকীয়রূপ আছে, তাহাতে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই রূপপ্রত্যক্ষ। যেমন পৃথিবী, মনুষ্য, ইত্যাদি। যাহার স্বকীয় রূপ নাই; অন্যের রূপ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তাহাকেই ভাবপ্রত্যক্ষ বলা যায়। যেমন ক্রোধাদি ষড়্রিপু। মানসিক বিকারেও ভাবের অভাব হয় না। ইহাদের স্বকীয়রূপ না থাকিলেও জীবগণের শরীরে প্রকাশ পায়, এবং অস্মদাদির প্রত্যক্ষও হয়। এরূপ প্রত্যক্ষ বহুবিধ আছে, পিশাচাদিও এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। চাক্ষুষাদি পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ অনুমান সৎহেতু হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষজনিত। যাহার প্রত্যক্ষ নাই তাহার অনুমান হয় না। পূর্ব্বপ্রত্যক্ষই অনুমানের হেতু। পর প্রত্যক্ষও অনুমানের হেতু নহে।

প্রত্যক্ষের অনুমান।

দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমান—শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা এক প্রকার অমূলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়েরই অনুমান হয়।

নতুবা অনুমানের কোন হেতু দেখা যায় না। যে বিষয়ের ইন্দ্রিয়

সন্নিকর্ষ নাই, সে বস্তু অনুমেয় হইতে পারে না। তাৎকালিক অনুমান কখন কখন কার্য্য সাধক হয়, ইহা স্বীকার্য্য হইতে পারে। লিঙ্গজ্ঞান অনুমানের প্রধান হেতু। কিন্তু এই লিঙ্গজ্ঞান প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। * লিঙ্গ অর্থে কার্য্য, কারণ, ভাব, সংযোগী, বিরোধী, এবং সমবায়ী। যেমন ধূম বহ্নির লিঙ্গ। যেহেতু ধূম বহ্নির কার্য্য। ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। বহ্নি ব্যতীত অন্য দ্রব্যে বা স্থানে ধূম থাকে না, ইহাই অনুমানের প্রথম কারণ। ইহাও পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ জনিত। সাধ্য অনুমেয়, হেতু অনুমিতি সাধন, পক্ষ সাধ্য সংশয়ের স্থান বা অনুমিতি ক্ষেত্র। এস্থলে বহ্নি সাধ্য, ধুম হেতু, পর্ব্বত পক্ষ। যে ধূম বহ্নি ভিন্ন উৎপন্ন হয় না, ঐ ধূম পর্ব্বতে দেখা যাইতেছে অর্থাৎ রহিয়াছে, এইরূপ জ্ঞানই ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাবিশিষ্ট হেতু জ্ঞান। অর্থাৎ লিঙ্গজ্ঞান। ইহাও প্রত্যক্ষানুরূপ জ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে। ন্যায়দর্শনকার ইহার কএকটী অবয়ব সৃষ্টি করিয়া বিশদ রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, এবং নিগম। পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইহাই প্রতিজ্ঞা।

এই প্রতিজ্ঞা সমর্থন হেতু "ধূমাৎ" ধূম ইহার হেতু, এই বাক্যকে হেতু বলেন। যে স্থানে ধূম থাকে সেই স্থানে বহ্নি থাকে যেমন পাকশালায় দেখা যায়, ইহাকে উদাহরণ বা নিদর্শন বলে। এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে ধূম আছে বলিয়া, এই বাক্য উপনয় বা অনুসন্ধান। বহ্নি ব্যাপ্য ধূম হেতু, বহ্নি এই পর্ব্বতে আছে, ইহাই নিগম। এই সকল প্রমাণ অনুমান বিষয়ে স্বাভাবিক। ইহা বাদী প্রতিবাদীর সভাস্থলে ক্রীড়া মাত্র। ইহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞান কিছুই নাই। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শাস্ত্রকার সেই উদ্দেশ্যের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল উদ্দেশ্য ঈশ্বর বাদে প্রস্ফুটিত হইবে।

---

* যস্মিন্ অনুমীয়তে সপক্ষঃ, যৎ অনুমীয়তে তৎ সাধ্যং, যেন চ সাধনেন (জ্ঞাপকেন) অনুমীয়তে স হেতু রিত্যুচ্যতে। সাধ্যস্য লিঙ্গ ইতি নামান্তরং; হেতোশ্চ "সাধনম্" ইতি 'লিঙ্গম্' ইতি চ নামান্তরং॥

সংযোগ, বিয়োগ, চেষ্টা, ও গমনাদি ক্রিয়ার যে অনুমান তাহাই তাৎকালিক অনুমান। ইহার দ্বারা কোন কোন স্থলে উপকার দর্শে। তাহাও প্রত্যক্ষানুরূপ না হইলে কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বা কিন্নরাদি মূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে আমরা মনুষ্য মূর্ত্তিই গড়িয়া থাকি। অধিকন্তু কাহার ১৬ হাত, কাহার ৪ হাত ৫ মুখ, কাহার ৩ পা ৩ মুখ, এইরূপ সংযোগের দ্বারা ঐ সকল মূর্ত্তি গঠিত হয়। কারণ আমরা কখনও দেবাদি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি নাই সুতরং প্রত্যক্ষানুরূপ কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পিশাচাদির মূর্ত্তিও ঐরূপ কল্পনা প্রসূত বীভৎস এবং ভয়ানক রসের অবতারণা মাত্র। তাহাও প্রত্যক্ষানুরূপ।

মুসলমান দেবমূর্ত্তি ভোদ্, সোয়া, ইয়াগুস্, নাছায় ওজ্জা, লাৎ, হবল, ইত্যাদি সমস্তই মনুষ্যানুরূপ ছিল। মেরি, জিশু, ইহারা মনুষ্যানুরূপ। রোমক ও গ্রীক্ জাতির দেবতা মনুষ্যানুরূপ। কাহারও মনুষ্যের ন্যায় দেহ পক্ষীর ন্যায় মুণ্ড, ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুরূপ কল্পনা প্রসূত। এস্থলে অনুমানের স্থানাভাব, ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত হেতু নিষ্ফল হইয়াছে। অশ্বডিম্ব ও খপুষ্প ইহাও প্রত্যক্ষ বিষয়। অশ্ব ও প্রত্যক্ষ হয় ডিম্বও প্রত্যক্ষ হয় কেবল সম্বন্ধমাত্র অধিক। ফলতঃ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান হয় না। বস্তু বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দূরের কথা, একটী অপ্রত্যক্ষ বাক্য ও উচ্চারণে আমাদের শক্তি নাই। ইহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বাগিন্দ্রিয় আপনার বশীভূত। শব্দ ও প্রত্যক্ষের মধ্যে।

ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ জন্মান্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই, সেইজন্য স্বপ্নাবস্থাতেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থানে অনুমানের সমস্ত কারণ আছে। সমস্ত অনুমানের অবয়ব আছে। চক্ষু ভিন্ন অন্য চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষও আছে, তত্রাচ স্বপ্নেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, জাগ্রতেও অনুমান হয় না। জন্মান্ধ হস্তের দ্বারা আপনার শরীর অনুমান করে ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের দ্বারা অপরের শরীর ও অনুমান করে। মনুষ্যের বাক্যও শুনিতে পায়, অর্থও গ্রহণ করিতে পারে,

কারণ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ আছে। স্বপ্নে গীত ও শব্দ শ্রবণ করে, বায়ু অনুভব করে, সন্দেশ ভক্ষণও করে, কেহ তাহার গাত্র মার্জ্জনাদি করিতেছে এরূপও অনুভব করে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর বা বিষয়ের হয় না। ইহার কারণ কি? তাহার অনুমানের অভাব না থাকিলেও দর্শন হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ, প্রত্যয় যোগ্য নহে। এবং কোন প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তবে তার্কিকগণ অনুমানকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্য; হেত্বাভাস, সদ্ধেতু, সাধ্যের অধিকরণ, ব্যভিচার, ব্যাপ্তি ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের দ্বারা বিষয়ীর চক্ষে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করেন। সুতরাং বিষয়ীর বোধগম্য হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বলে "আমি অন্ধ বা পীড়িত, আমি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সেস্থলে তাহার বাক্যে দ্বারা তাহার যন্ত্রণার বিষয় অনুমান করিতে হয়। যেহেতু অন্ধত্বের বা পীড়ার প্রত্যক্ষ বিষয়ক হেতু, উদ্ভূত রূপ নাই। এরূপ স্থলে অনুমান স্বীকার করিতে হয়। তাহা ও নহে। ইহাই পূর্বোক্ত ভাব প্রত্যক্ষ। যন্ত্রণার উদ্ভূত রূপ নাই, সুতরাং ইহা স্বরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহা অন্য শরীরের আশ্রয়ে প্রকাশ হয় তাহাই ভাব প্রত্যক্ষ। রোগী স্বয়ং যন্ত্রণার স্বরূপ দেখিতে পায় না, এবং যন্ত্রণা বিশেষে বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারে না, অনুভব করে। সেই অনুভূতিলক্ষণ সকল, রোগীর শরীরে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই লক্ষণ মুখের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া যাতনা সূচক ছবি অঙ্কিত করে।

তাহাতে রূপান্তরের উদ্ভব হয়। তৎকালে উদ্ভূত রূপ আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়। নতুবা অনুমানের দ্বারা রোগীর অব্যক্ত যন্ত্রণা নিশ্চয় করিতে পারে না। তবে ঐরূপ যন্ত্রণা যে ব্যক্তি ভোগ করিয়াছে সে ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ অনুমান করিতে পারে না। রোগী অনুভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বা অনুমান দ্বারা বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাতে অনুমানের সার্থকতা নাই।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ, স্বরূপ প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাব ও মানস ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মধ্যে গণ্য।

সৃষ্টি ও ব্রহ্মাদ্বৈত।

জীব নানা, কিন্তু ঈশ্বর এক। ঈশ্বরের জ্ঞান অভ্রান্ত ও অবিনশ্বর। জীবের জ্ঞান ভ্রমসঙ্কুল ও ক্ষণস্থায়ী। মনুষ্য জ্ঞানের বিকল্প বৃত্তি আছে। ঈশ্বরের জ্ঞান নির্বিকল্প। মনুষ্যের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরের স্মৃতি চিরস্থায়ী। জীবের ভ্রম সুলভ। ঈশ্বর অভ্রান্ত। মনুষ্যের বোধাতিরিক্ত জ্ঞানের বিষয় আছে। ঈশ্বরের তাহা নাই, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত, অবশিষ্ট নাই। আমাদের বোধাতিরিক্ত জ্ঞানই অজ্ঞান পদ বাচ্য। আমরা যাহা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহা অনুমান ও করিতে পারি না। পূর্ব্ব প্রত্যক্ষই অনুমানের মূল। কখন কোন পদার্থ (চেতন বা অচেতন) স্বকীয় শক্তি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া আপনা হইতে প্রকাশ পায়, এরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, সুতরাং আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। নির্ম্মাণ কর্ত্তা কোন বস্তু নির্ম্মাণ না করিলে নির্ম্মিত হয় না ইহাই আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষানুরূপ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বশীভূত হইয়াই সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে ইচ্ছা করি। যেমন কর্ম্মকার কুঠার নির্ম্মাণ করিল, সেইরূপ জগৎ নির্ম্মাণ কে করিল? যেমন কুঠার বা কর্ত্তরী গৃহস্থের প্রয়োজনীয়; সেইরূপ সৃষ্টির প্রয়োজন কোথায়? যেমন কর্ম্মকার বা কুম্ভকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, জগৎ স্রষ্টাকে দেখিতে পাই না কেন? তাহার লুকাইয়া থাকার প্রয়োজন কি? কর্ম্মকার যেমন লৌহ দ্বারা কর্ত্তরী নির্ম্মাণ করে, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ কি উপাদানে জগৎ সৃষ্টি হইল? যেমন দাতার নিকট দানের দ্রব্য অনায়াসে লাভ হয়, তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে নিষ্ফল হয় কেন? এই সকল দুরূহ প্রশ্ন জাগতিক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের মনে উদয়

হয়। দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা দ্বারা শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টির উপকরণ কৌশল ও সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বাক্যাড়ম্বর মাত্র। ইহা আমাদের সন্তোষ জনক হয় না, সৃষ্টি স্থিতি ও নাশ প্রত্যহ আমাদের চক্ষের উপর অবাধে ও প্রকাশ্যরূপে সম্পন্ন হইতেছে; প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি না। আমরা ইচ্ছা করি যুক্তি বিধায়ক বাক্যাড়ম্বর। ঐ বিষয় জ্ঞাত হইবার উপায় বেদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞানী এই বিষয় সহজেই জানিতে পারেন। কিন্তু ইহা শ্রমসাধ্য ও সংসারনাশক। এই সকল চেষ্টা দ্বারা আমাদের সংসার ও ভোগ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহাই আমাদের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক। সংসার-লোভ ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা।

শাস্ত্রকারগণ ও বেদ সৃষ্টিকর্ত্তার যে-রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞান সাধ্য। ইন্দ্রিয় শক্তির বা সামান্য জ্ঞানের বিষয় নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ। সেই সৃষ্টি বিধায়িনী ইচ্ছা শক্তিই প্রকৃতিপদবাচ্য। বস্তুতঃ প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অন্য কোন কর্ত্তার প্রমাণ নাই।

কোরাণ ও বাইবেল পরমেশ্বরের ইচ্ছাকেই সৃষ্টির কারণ বলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, আলোক হউক। তৎক্ষণাৎ আলোক সৃষ্ট হইল এই প্রকার ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সপ্তাহ পর্য্যন্ত সৃষ্টি শেষ করিয়া অষ্টম দিবসে বিশ্রাম করিলেন। ইসলাম "কুন্" বলেন, কুন্ অর্থে "হউক" অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা মাত্র। "রুহোমেন আম্‌রে রব্বী" 'রু' জীব শক্তি, ঈশ্বরের অনুমতি দ্বারা সৃষ্টি হইল। energy কুদরৎ, জড় শক্তি ও জীব শক্তি সমস্তই তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। 'রহমান্' শব্দ সাধারণতঃ দাতা বলে, কিন্তু আর্‌বী ভাষায় ইহার প্রকৃত অর্থ, প্রলয়ান্তে যে মনুষ্যাদির পুনর্ব্বার সৃষ্টি করে, তিনিই রহমান্। কোরান সেরিফের "সুরা রহমান্" পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

বেদে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ বলিয়া উক্ত হয়। এই ইচ্ছাকেই দার্শনিকগণ প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন। যেমন দরিদ্র

ব্যক্তি মনে মনে প্রমোদউদ্যান সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করে, ও মনোবৃত্তির অন্যথা হইলেই কল্পিত উদ্যান মিথ্যা বলিয়া নৈরাশ্যভোগ করে। ঈশ্বরের কল্পনা মিথ্যা না হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যের ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এই মাত্র প্রভেদ। ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি, সৃষ্টি কার্য্যে পরিণত হয়। মনুষ্যের ইচ্ছা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। এই রূপ সৃষ্টি বা নাশ আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সেই জন্য সহজ বোধ্য নহে। কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানে বুঝাযায়।

এই যে দেবতা দানব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্বপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থে পরিপূর্ণ বিশ্ব দেখিতেছি, এই সমস্ত মহাপ্রলয় কালে বিনষ্ট হইবে। রুদ্রাদি দেবগণ ও অদৃশ্য হইবেন। আলোক বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। কেবল এক অনির্দ্দেশ্য অনাখ্যেয় সৎই অবশিষ্ট মাত্র থাকিবেন। তাহা শূন্য নহে নিরাকারও নহে। দৃশ্য নহে সুতরাং দর্শনও নহে। ভূত পঞ্চকের অন্যতমও নহে, কোন পদার্থই নহে। পূর্ণ হইতেও পূর্ণ, সৎ নহে, অসৎ ও নহে। ভাব বা অভাব নহে। কেবল চিন্ময় অনন্ত আদি মধ্য শূন্য অজর নিরাময় মঙ্গল স্বরূপ।

তথাচ—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং যথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। অনাম গোত্রং মমরূপমীদৃশং ভজস্ব নিত্যং পবনাত্মজার্ত্তিহম্॥ তলবকারে আছে—পরমাত্মাকে চক্ষু দেখিতে পায় না। বাক্য বর্ণন করিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারে না। মন চিন্তা করিয়া তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। আমরা তাহাকে জানিনা এবং শিষ্যকে সেই পরমাত্মার উপদেশ দিতে জানি না। বেদে উক্ত হয়, আমাদের বিদিত ও অবিদিত যে কিছু বিষয় আছে তৎসমুদায় হইতে পৃথক্। যাহারা এইরূপ জানিয়াছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহারাই জানিয়াছেন। নির্ব্বোধেরা সামান্য জ্ঞান দ্বারা জানা যায় মনে করে বা জানিবার চেষ্টা করে।

যে বস্তু জ্ঞান বা কর্ম্মের বিষয় নহে, তাহার উপাসনা সিদ্ধ হয় না।

উপনিষদ বাক্যে জ্ঞাত হওয়া যায়, মন তাহার চিন্তায় অক্ষম অর্থাৎ অচিন্ত্য। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ ভিন্ন মনের বিষয় নাই। এই কারণেই অদ্বৈত বাদের সৃষ্টি। যাহা মনুষ্য বুদ্ধির প্রত্যক্ষের অগোচর তাহাই নিরাকার। যাহা নিরাকার তাহাই নিত্য। পরব্রহ্মের শক্তি নিরূপণে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়াছেন।

যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্র মিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

এই সকল বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমাত্মার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। তিনি কাহারও সাহায্যে এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন নাই যেহেতু তাঁহার দ্বিতীয় নাই তিনি অদ্বৈত। ভগবৎস্পন্দশক্তিই মায়া, ঐ মায়াই কাল্যাদি, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। বায়ু ও তাহার স্পন্দ যেমন এক বস্তু, উষ্ণতা ও অনল যেমন এক, ঈশ্বর ও মায়া সর্ব্বদাই এক জানিবে, কদাচ ভিন্ন নহে। স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়। উষ্ণতা দ্বারা যেমন অনলের অনুমান হয়। সেইরূপ নির্ম্মল ও শান্ত ঈশ্বর, মায়া দ্বারা লক্ষিত হয়েন, নতুবা নহে। ঐরূপ ঈশ্বরকে জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ "অবাংমনসো গোচরঃ" ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্পন্দন শক্তি তাঁহার ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছারূপিণী শক্তি দৃশ্যপ্রকাশ করেন, সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নির্ম্মাণে সক্ষম হয়। সেইরূপ (আমাদের অজ্ঞাত) নিরাকার ঈশ্বরের অবিরুদ্ধ অনিবার্য্য মঙ্গলপ্রদ ইচ্ছা, এই দৃশ্য জগৎপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে ও করিতেছেন। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তি জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীব, চৈতন্য নামে অভিহিত। ঐ ইচ্ছারূপিণী প্রকৃতি পদবাচ্য

যেহেতু ইঁহাই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ পটীয়সী, মোহিনী, হ্লাদিনী, মায়া, প্রকৃতি, কারণরূপিণী, শক্তি, নিয়তি, অবিদ্যা, এই সকল নামের ব্যবহার করেন। এই নিমিত্ত সাধকগণ দেবীকে ইচ্ছা-ময়ী বলিয়া স্তব করেন।

জীবাত্মা বা জীব।

চৈতন্যপ্রধান অহংকার—কর্ত্তা। ক্রিয়াপ্রধানপ্রাণ—কর্ম্ম। যাহা প্রণোদিত তাহাই প্রাণ। সুতরাং কর্ত্তা ও কর্ম্মে প্রভেদ নাই। যাহা কর্ম্ম তাহাই প্রকৃত পক্ষে জীব। কর্ম্ম, কর্ত্তারই ধর্ম্ম বিশেষ আরত কিছুই নহে? অতএব যাহা কর্ম্ম তাহাই জীব, অর্থাৎ ক্রিয়া। শক্তি সমাবেশই জীবপদবাচ্য। ক্রিয়া ও চৈতন্য উভয় সম্মিলনে জীব পদার্থ বলিয়া, জীবের দুই অংশের দুই কার্য্য প্রত্যক্ষ হয়। একটি জ্ঞান অপরটী ক্রিয়া। জীব ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম নহে, জীবের জ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞান এক নহে। পরমাত্মা বা ঈশ্বর জ্ঞানবান্ অন্য সকল বস্তুই জড়। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে পরমাত্মা জ্ঞানবান্। চেতনা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ, ইন্দ্রিয়াদি সংযোগ সমবায়ে চেতনা ক্ষণিক জ্ঞানলাভ করে, তাহাও ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বরে ও জীবে বিশেষ পার্থক্য আছে। জীব ঈশ্বর, ইহা চিন্তা করিলে ও মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। কেহ ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াই আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ জ্ঞানের কারণ হয়। ইহাই পরলোক ইহলোকগামী, ইহাকেই ব্যবহারিকগণ জীববলে। এই জ্ঞানেও জীব, ঈশ্বর সাব্যস্ত হয় না। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন না। জীবের প্রকাশ কল্পনায় সতের অভাষ মাত্র থাকে। কিন্তু জীব ও ঈশ্বর এক নহে। লিঙ্গদেহ, জ্ঞান ও চিত্তকল্পনাবশতঃ স্থূল শরীরে 'সোহং' ভাবে ভাবিত হয়। বেদান্তিগণ পরব্রহ্মেই জগৎ কল্পনা করেন। জগতে ব্রহ্ম কল্পনা করেন না। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, সে পদার্থ কদাচ তাহা হইতে ভিন্ন নহে। সাবয়ব পদার্থে আমাদের এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ব্যভিচার

মাত্র। তাই বলিয়া ঘট কুম্ভকার নহে। ঘটে কুম্ভকারের তদাত্ম-প্রতিযোগিতা আছে। পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক, আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সকল অনাবশ্যক হইত। পরমাত্মার সহিত প্রকৃতির সংমিশ্রণে কার্য্য হয় সেই কারণ তাহার কর্ত্তৃত্ব ঔপাধিক। আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়াদি কোন তত্ত্বই মিশ্রিত হয় না, তবে সংযোগে কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে, অসৎ পদার্থই ইহার জনক। পরমাত্মা ইহার কারণ স্বরূপ বিদ্যমান আছেন। কারণে যাহা থাকে কার্য্যে তাহাই বর্ত্তে ইহা সত্য, কিন্তু কার্য্যগুণ ও কারণগুণ সমান নহে। যখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাদির ও লয় নিশ্চিত, তখন তাহাদিগের সৃষ্ট এই জগতের কথা আর কি বুঝিব। প্রজাপতি দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং স্রষ্টার ও যে দশা, তৎসৃষ্টজগৎ ও সেই রূপ জানিবে। পরব্রহ্ম সৎ ও বিকার রহিত, তিনি নিত্য সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বরূপী ও ঈশ্বর। নিত্য বিকাররহিতপদার্থ বিকৃত হইয়া সৃষ্ট বা স্রষ্টা হইতে পারে না। ইহা পরব্রহ্ম স্বরূপে জানা যায়। চেতনা তাহার সৃষ্ট বস্তু, অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টিরূপ সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়া, স্থূল শরীরের অনুসন্ধান করে, এবং প্রাপ্ত হইয়া দেহের সহিত সম্বন্ধ করিলেই জীবভাব প্রাপ্তি ঘটে। চেতনার সহিত জীবভাবের আকর্ষণ স্বভাব সিদ্ধ শক্তি। কিন্তু ঐরূপ অষ্টাদশ তত্ত্ব পরমাত্মায় লিপ্ত হইতে পারে না। যে হেতু ইহা আকর্ষণ যোগ্য নহে, বা আকর্ষক নহে। আকর্ষক ইহাকে আকর্ষণ করিতে অক্ষম হয়। যদি পারিত তাহা হইলে আমরা এক একটী জীব এক একটী ঈশ্বর হইতাম। আমাদের ও জ্ঞান ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর হইত।

যেমন একখণ্ড চতুষ্কোণ ও সমতল অক্ষোদিত কাষ্ঠ ফলক মধ্যে কৃত্রিম পুত্তলিকার অবস্থান থাকে। ঐরূপে বিশ্ব প্রপঞ্চেও তাহার অবস্থান আছে মাত্র। কৃত্রিম পুত্তলিকাতে সূত্রধরের কারুকার্য্য যেমন উদ্বোধক। সেই প্রকার ঈশ্বরের কারুকার্য্য জীবে উদ্বোধক রূপে

বর্ত্তমান রহিয়াছে মাত্র। জীব ঈশ্বর বা তদ্বিভাজক অংশ নহে। এই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, "জীব ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু।"

কেহ বলেন, যেমন রোগীর রোগ নিবৃত্তি হইলে শরীর সুস্থ হয়। সেইরূপ দুঃখময় আত্মার দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশম হইলে, দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া আত্মা সুস্থ হয়। কেহ বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আমার আপত্তি নাই, আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ অনর্থক প্রলাপ বাক্যের ন্যায় "ইহা নাই এই সকল অলীক ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে, বা সাংসারিক মনের দ্বারা চিন্তা করিলে, দৃশ্যবোধরূপ ব্যাধির শান্তি হয় না। অধিকন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেননা ঐ সকল মৌখিক বাক্য মানসিক বিক্ষেপের জনক। তর্কের আতিশয্যে, তীর্থ সেবায়ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে, এই সত্যবৎ প্রতীয়মান জগৎকে তুচ্ছ করা যায় না। যিনি আত্মপরিচিত তিনি জগৎকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। বুদ্ধি পূর্ব্বক মনের একাগ্রতাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ। কাল্পনিক বিষয় যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে পরিণত হয়, তবে বুদ্ধির কার্য্যই স্বীকার করিতে হয়। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হঠাৎ মনে দ্বারা হয়। যখন বুদ্ধি পূর্ব্বক আলোচিত হইয়া পুনশ্চ রজ্জু রূপে পর্য্যবসিত হইল; সে সময় সেসর্প কোথায় গেল? তাহার কেহ সন্ধান করে না। সেই সর্পের বাসস্থান কোথায়? সেই স্থলেই জানা উচিৎ ইহা কাল্পনিক, বুদ্ধি পূর্ব্বক মন পরিচালিত হয় নাই বলিয়া, সর্পের উৎপত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে বুদ্ধিপরিচালিত মনের দ্বারা ঐ সর্প জ্ঞান নিবৃত্তি হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা; কিন্তু ঐ মিথ্যা তাৎকালিক সত্য হইয়া ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। এ স্থলে দেখা যাইতেছে মিথ্যার ক্রিয়া আছে। এবং ঐ ক্রিয়ার ফল আছে। অলীক বা নিষ্ফল নহে। পরব্রহ্মে জীব ও জড়ের কল্পনা তদ্রূপই হয়।

যে বিষয় সতত বুদ্ধি পূর্ব্বক চিন্তা করা যায় তাহা অনায়াসে দৃষ্ট হয় ইহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইলেও অভ্রান্ত নহে। সেই জন্য সত্য ও মিথ্যা সকলের নিকট একরূপ নহে। যে

বিষয় আমার নিকট সত্য, হয়ত তোমার নিকট মিথ্যা, ইহা সর্ব্বদাই হয়। কল্পনা, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে পরিণত হইলেই সত্য হইয়া উঠে। এবং সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ সন্দেহ উপস্থিত হয় না এবং বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাকেই ব্যক্তিগত সত্য বা মিথ্যা জ্ঞান কহে। জীবে ঈশ্বর কল্পনা এইরূপ জ্ঞানের অধীন। সত্য ও মিথ্যা দেশ কাল এবং পাত্রাধীন বলিয়া একমাত্র ঈশ্বরকেই সত্য বলা যায়, অন্য সকল বস্তুই মিথ্যা। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষেরই নামান্তর সত্য, প্রত্যক্ষের প্রকারভেদে সত্যের ও প্রকার ভেদ অনিবার্য্য। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্যভাবে বর্ণন করেন, কেহবা আশ্চর্য্য হইয়া উহার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আবার অধিকাংশ লোক এইসকল পর্য্যালোচনা দ্বারা ও কিছুই বুঝিতে পারে না।

কোন দার্শনিক বলেন—যে যাহার আন্তর্যামী হয়, সেই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া এই দেহ তাহার শরীর। সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর। অন্তর্যামী অর্থে আন্তরিক ভাববেত্তা। সমষ্টি শক্তি যদি ব্যষ্টিভূত হয়, তাহা হইলেই অন্তর্যামী হইতে পারে। এই শক্তি সাধনার বলেও জন্মে, তাহার প্রমাণ বেদান্ত এবং পুরাণাদিতে আছে। যে ব্যক্তি এইরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনিই কি ঈশ্বর? মনোগত ভাব অনেক সময় বুদ্ধি দ্বারা স্থূলতঃ অবগত হইতে পারে। অতএব এই যুক্তি গ্রাহ্য হইবে কি প্রকারে। যদি ইহাই বল, সমষ্টির অন্তর্যামী ঈশ্বর ভিন্ন হয়না, ঐ শক্তি কোনও জীবে নাই। ইহা স্বীকার করিলেও জীবের শরীর ঈশ্বর কি প্রকারে হইবেন।

অন্যপক্ষে অন্তর মধ্যে যে অবস্থিতি করে তাহাকেই বুঝায় দেহের অন্তরে সূক্ষ্ম শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাই বাস করে। "অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ" এরূপ প্রয়োগ কোথাও হয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর অন্তর্যামী, সে স্থলে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের শরীর জীব ইহা

সঙ্গত হইল না, বরং গৌরব প্রকাশ পায়। যখন ঈশ্বরকে সর্ব্ব বোধের কর্ত্তারূপে জানা যায়, তখনই ঈশ্বর আমাদের বিদিত হন। ইহার শরীর নাই এবং তিনি কাহারও শরীর নহেন।

বেদ, সকল জ্ঞানের আশ্রয় এবং অপৌরুষেয়। তর্কের দ্বারা বা মনুষ্য বুদ্ধির আলোচনায় যে জ্ঞান হয় তাহা বেদ বিহিত জ্ঞান নহে। কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞানই বৈদিক। বেদ বলিয়াছেন—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো র্বেদ নাম ধেয়ম্" পুরাকালে ব্রহ্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, ও বেদ, অভিন্ন-ছিল। অনন্তর ব্রাহ্মণকালে ঋগ্, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ পদ্য গদ্য ও গীতিমন্ত্র সকল বেদ সাব্যস্ত হয়। তৎপরে আপস্তম্বের সময় সূত্রকাল। ব্রাহ্মণ সমস্ত সূত্রকালে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইল। তাহার পর স্মৃতিকালে, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র, এতদুভয়কে বেদ বলিয়া স্থির হইলেও সূত্র গ্রন্থগুলি ও বেদের ন্যায় মহামান্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং এখনও ভাগদ্বয়ে বিভক্ত বেদ স্বীকার, শাস্ত্র সঙ্গত ন্যায্য। সূত্রাদির বচনও শ্রুতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। ফলতঃ উপস্থিত সময়ে বেদ বলিলে, মন্ত্রভাগ অর্থাৎ সংহিতাগুলি ও ব্রাহ্মণ ভাগ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণও অনুব্রাহ্মণ গুলি, এবং সূত্রভাগ বলিলে, শ্রৌতও গৃহ্য দ্বিবিধ কল্প গ্রন্থ বেদ শব্দে বুঝিতে হইবে। অন্য কোন পুস্তকই বেদ নহে। শ্রুতি অর্থে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পরম্পরাগত বলিয়া বেদান্ত ও দর্শনকারগণ শ্রুতিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু শ্রুতিরেব গরীয়সী বলিয়া মীমাংসাও আছে, ইহাতে সন্দেহ দূর হইলেও যদি বেদের দোহাই দিবার জন্য শ্রুতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তবে বিতর্ক আছে। যাহাতে গল্পচ্ছলে বা পোষকতা হেতু যে কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে শ্রুতিবলা অন্যায়, কারণ উহা বেদ নহে, পুরণাদির অঙ্গ বিশেষ। "কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" (শত ১, ১, ২, ২) যে সকল বাক্যে অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান আছে, সেই সমস্ত বৈদিক বাক্যকে ব্রাহ্মণ বলে। বেদভাগকে মন্ত্র বলে, "অতোহন্যে মন্ত্রাঃ" ঋগ্, যজুঃ, অথর্ব্ব সমস্তই মন্ত্রভাগ।

তবে শুক্লযজুঃতে কিছু ব্রাহ্মণ আছে। কৃষ্ণযজুঃর মন্ত্রই অধিক, কিন্তু ব্রাহ্মণও একেবারে কম নহে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের প্রথম দুই অধ্যায়ে বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। বেদের কোন স্থানে কোন মন্ত্রে জীবকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কোথা হইতে দার্শনিকগণ এরূপ শ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর ও শ্রুতি আছে। বেদান্তকারের ত শ্রুতির অভাব হইবেই না। শ্রুতিতে যে, মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি, বাসনা, প্রভৃতির উল্লেখ আছে, এই সমুদায় তদশ্য নহে। শ্রীভগবানের ইচ্ছাকেই ঐ সকল নাম দিয়াছেন। প্রপঞ্চ অর্থে পঞ্চ ভৌতিক। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন বলেন—জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ, জীবগণের পরস্পরভেদ, জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ ইহাই প্রপঞ্চ। বোধ হয় ত্রিবৃৎকরণ বা পঞ্চীকরণ প্রপঞ্চেরই অর্থ। সদানন্দযতি বলেন—"ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ" অর্থাৎ ত্রিবৃৎ থাকিলেও পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক ভাগকে আবার প্রথমোক্ত অপর ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধ খণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিলেই পঞ্চীকৃত সিদ্ধ হইল। পঞ্চীকৃতঅবস্থা এক একটীর অর্দ্ধাংশ অপর চারি ভূতের দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ যোগে আকাশাদি এক একটী স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই বিষয় আমাদের সহজ বোধ্য নহে।

নিত্য অনিত্য বস্তুর বিবেকও সাধনা দ্বারা "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোহন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং" ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মই সত্য অন্য সমস্তই মিথ্যা এইরূপ সাধকের প্রত্যয় হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রপঞ্চের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। বস্তুস্থাপন হেতু সর্পজ্ঞান হইলেও রজ্জুত্বের হানি হয় না। দ্রষ্টার জ্ঞানানুযায়ী দৃশ্য বস্তু বিপর্য্যস্ত হয় না এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সহিত এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই।

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যে জীব ঈশ্বরের সেবক এই অর্থই বুঝায়। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ এরূপ ইহার তাৎপর্য্য নহে। ভূত, ইন্দ্রিয়,

ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টি নশ্বর। ঈশ্বর ও জীব সেব্য সেবক। যাহারা জীবও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা বলেন এবং ঐরূপ উপাসনা করেন, তাহাদের পরকালে কিছুমাত্র ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত ঘোর নরকের কারণ হয়। পক্ষান্তরে "আমি জানি না" এইরূপ বাক্যে জ্ঞানভাবেরই বোধ হয়। অদ্বৈতবাদীদিগের ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। অবিদ্যা এক প্রকার অলীক পদার্থ সন্দেহ নাই।

দেখ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেখা যায়। যদি জীব ঈশ্বর হইত তাহা হইলে কোন অবস্থায় জীব জ্ঞান হারাইত না; যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। আলোক আশ্রয় করিয়া অন্ধকার কখনই থাকিতে পারে না। উৎপত্তিমৎ দ্রব্যের গুণও উৎপত্তিমৎ তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান উৎ-পত্তিমৎ নহে। তাঁহার জ্ঞানের উৎপত্তি অভাব ও নাশ নাই। তাঁহার জ্ঞান অবিকৃত, এবং তিনিই জ্ঞান স্বরূপ। অজ্ঞান তাঁহার সৃষ্ট গুণময়পদার্থ, কিন্তু অজ্ঞান তাঁহাকে আশ্রয় করে না। এবং জীব ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর উৎপত্তি ও বিনাশ যুক্ত নহে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। ঈশ্বর যৌগিক জ্ঞানে জ্ঞানবান্ নহেন। জীব যৌগিক জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাও ক্ষণিক ও বিস্মৃত। বেদান্তকারের মতে আত্মা এক। কারণ আকাশ এক, যেহেতু আকাশের শব্দসমবায়িত্ব কারণ অভিন্ন, সুতরাং সুখ দুঃখাদির উৎপাদকত্ব অভিন্ন বলিয়া আত্মা, অভিন্ন ও এক। দ্বিতীয় যুক্তি—যেমন নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণ ভেদে বিভিন্নস্থানে উৎপন্ন হয়, সুখ দুঃখ ও সেইরূপ বিভিন্ন দেহে উৎপন্ন না হইবে কেন। সুতরাং আত্মা নিশ্চয় এক।

আমি তাহা বুঝিতে স্বীকার করিতে পারি, কেবল একটু আট্‌কায়। আত্মা এক হইলে সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যু স্বর্গ নরকাদির ভেদ থাকে না। একদেহে সেই সর্ব্বেবরধন নীলমণি পাপ করে, আবার অন্য শরীরের আশ্রয়ে পুণ্যকরে। এক শরীরের ধ্বংস ও অপর শরীরের উৎপত্তি

হয়। জিজ্ঞাসা করি? তখন সেই একই আত্মা পরলোকে স্বর্গভোগী না নরক ভোগী, ইহলোকে সে জীবিত না মৃত? কিছুই মূর্খদের মোটাবুদ্ধি বুঝে না। আত্মা একই হইলে একের মৃত্যুতে জগৎশুদ্ধ মরিত ইহা বরং বুঝাযায়। যদিবল ভিন্ন ভিন্ন মন বলিয়া এই ভেদ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তাহাও কেমন কেমন? কেন না এককর্ত্তা, নানা মনঃসংযোগে নানা উপায়। আমি যখন সুখী অন্যে তখন দুঃখী এ বিপর্য্যয় যে দেখিতেছি। আমি জীবিত অন্যে মৃত। এই বৈষম্য হেতু আত্মার অনেকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আত্মার একত্ব, কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার মাত্র। ইহাই সরলব্যাখ্যা। আর্হতগণ জীবের অনেকত্ব স্বীকার করেন। ইহারা বলেন জীব ফল ভোগের নিমিত্ত উপায় অনুষ্ঠান করে। উপায় কর্ত্তা যে আত্মা, সে যদি ফলভোগ কালে না থাকে, তবে একের ফল ভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কিপ্রকারে হইবে। ইত্যাকার বহুযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইমতে জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ। তাহা হইলে গজ পিপীলিকাদি যে যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে সেই শরীর পুনঃ পুনঃ মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই অনুমানে কর্ম্মফল নিরর্থক হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে চেতনার জাতি স্বীকার করিতে হয়। পিপীলিকার আত্মা গজশরীরে বা গজাদির আত্মা পিপালিকা বাঁ পরাবতাদি ক্ষুদ্র পক্ষিদেহে পর্য্যাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ চেতনা কোন জীবের শারীরিক সামর্থ্যের কারণ নহে। চেতনা সকল দেহে সমভাবে অতি সূক্ষ্ম আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সামর্থ্য সমাধান, চেতনার গুণ নহে। জীবদেহ সজীব রাখামাত্র চেতনার কার্য্য বা গুণ। শরীরানুযায়ী খাদ্যবিশেষের দ্বারা শরীরের পুষ্টি হইলে বলাধান করে। এইজন্য জীববিশেষে খাদ্যের ও বিশেষ আছে। যে জীবে যেরূপ সামর্থ্যের প্রয়োজন সেইরূপ খাদ্যই তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং ঐ সকল দ্রব্য আহার করিবার উপযোগী দন্তাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। চেতনা বলবান্ বা দুর্ব্বল নহে। সেইজন্য চেতনার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। যাহার সঙ্কোচ বিস্তার

আছে, তাহার বিকারও আছে। বিকারী পদার্থ অনিত্য। সুতরাং জীব অনিত্য হইয়াপড়ে।

কোন কোন লোক পুত্রকে আত্মা বলে। ইহার শ্রুতি ও যুক্তি দেখান। চার্ব্বাক স্থূল শরীরকেই আত্মা বলিয়া, শ্রুতি ও যুক্তি দেখান। আবার ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিতেও ছাড়েন নাই। তাহাতেও শ্রুতির অভাব নাই। কেহ প্রাণকে আত্মা বলেন, তাহারও শ্রুতি আছে। যখন প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব হয় তবে প্রাণ কেননা আত্মা হইবে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলেন; ইহারও শ্রুতি আছে। আবার প্রভাকর-অজ্ঞানকে আত্মা বলেন, শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানে বুদ্ধি প্রভৃতির যখন লয় হয় এবং আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী এইরূপ অনুভবহেতু অজ্ঞান—নিশ্চয় আত্মা হইবে।

মীমাংসাও ভট্টমতাবলম্বিগণ প্রমাণ করেন যে, অজ্ঞান সমষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্য, আত্মা। "প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময় আত্মেত্যাদি শ্রুতেঃ" এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, সুষুপ্তিতে সমস্ত লীন হইলেও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ থাকে। এবং অনুভব করে "আমি আমাকে জানিনা" অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা। কোন বৌদ্ধ শূন্যকেও আত্মা বলিতে ছাড়েন নাই। তাহারাও শ্রুতি প্রমাণ দেয় "জগৎ পূর্ব্বেও অসৎছিল"। এই যুক্তিদ্বারা বলে, সুষুপ্তিকালে সমস্তের অভাব হয়। এই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির জ্ঞান হয় যে, সুষুপ্তিকালে আমার অভাব হইয়াছিল। এই অনুভব হেতু আত্মাকে শূন্য বলেন।

এই প্রকার নানারূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া দার্শনিকগণ নানা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক জীব ও ঈশ্বর এক স্বীকার করিলেও বহুসংখ্যক পণ্ডিত, জীব ও ঈশ্বরের বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা পৃথকত্ব স্থাপন করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদোক্ত জীব ঈশ্বর ভেদ পাঠ করিলে অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা জন্মে এবং সন্দেহ বিদূরিত হয়। গ্রন্থগৌরব ভয়ে স্থূলতঃ—

মহর্ষির মতে—মন যাহার দ্বারা পরিচালিত হয় তিনিই আত্মা। আত্মা জ্ঞানবান্ অন্যসকল বস্তুই জড়। সেই আত্মা দ্বিবিধ জীব ও ঈশ্বর বা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। জীবাত্মা নানা, কিন্তু ঈশ্বর এক। জীবের জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশযুক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান অবিনশ্বর। ক্ষতস্থানপূরণকরা আত্মারই কার্য্য। কেবল জ্ঞানদ্বারা আত্মার অনুমান করাযায় তাহানহে। প্রাণাদি ক্রিয়া ও আত্মার অনুমাপক। প্রাণ বায়ুর কার্য্য শ্বাস প্রশ্বাস, অপান বায়ুর কার্য্য মলত্যাগাদি, যাহার প্রযত্নে সম্পন্ন হয় তিনিই আত্মা। বায়ু স্বাভাবিক বক্রগতি কিন্তু প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া উর্দ্ধ্ব এবং অধোগতি। বায়ুর এই স্বভাব বিপর্য্যয় বিনা প্রযত্নে হয় না। ইহা প্রত্যক্ষতঃ না বুঝিতে পারিলেও প্রযত্ন যে আছে ইহা মানস প্রত্যক্ষে নিশ্চয় হয়। নতুবা এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। এই প্রযত্নসম্পন্ন বস্তুই আত্মা। এইরূপ শারীরিক কার্য্য মাত্রেই প্রযত্ন দেখাযায়। ক্ষতস্থান পূরণ জীবিতের লক্ষণ। মন যাহার প্রেরণায় বিষয়বিশেষে নিবিষ্ট হয়, তিনিই আত্মা। মনে কর অম্লরস পূর্ব্বে ভোজন করিয়াছিলাম। সময়ান্তরে সেই ফল হস্তে পাইলে জিহ্বা আর্দ্র হয়। ইহা লোভপ্রযুক্ত, লোভ ঐ অম্ল রসের জ্ঞান মূলক। ঐরূপ জ্ঞান অনুমানমূলক। যেহেতু ঐসময় রসের প্রত্যক্ষ নাই। অনুমান করিতে হইলে ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞানরূপইচ্ছার অপর একটী স্থির বস্তু আছে, তাহাই আত্মা। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং অন্যান্য প্রযত্নের যিনি আশ্রয় তিনিই আত্মা। যে বস্তুকে লক্ষ করিয়া "আমি" এই বাক্য প্রয়োগ করে, আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপে যাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় তিনিই আত্মা। মনে কর কাহারও পুত্র মরিয়াছে, এবং সেই মৃতপুত্রের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাহার শরীর ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে ওরে অপূর্ব্ব তুই কোথা গেলি? এই বিলাপের কারণ অপূর্ব্ব কৃষ্ণের দেহ নহে। কারণ দেহ তাহার ক্রোড়ে বিদ্যমান। সুতরাং সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মাই এরূপস্থলে অপূর্ব্ব কৃষ্ণের অর্থ। ইহাই মুখ্য অর্থ। পক্ষান্তরে অপূর্ব্বকৃষ্ণ গৃহে যাইতেছে, এই প্রয়োগ

গৌণ্যার্থ বাচক। অহং "অর্থাৎ আমি তুমি" এইরূপ প্রত্যয় আত্মা ভিন্ন অন্যত্র নাই। জন্মান্ধের শরীর প্রত্যক্ষ ভিন্ন ও "অহং" এইরূপ জ্ঞান জন্মে। বিশেষতঃ শরীরে ইন্দ্রিয় সংযোগ ভিন্ন "আমিসুখী" এরূপ অনুভব যে হয় না তাহাও নহে। সুতরাং "অহং" শরীর ভিন্ন। প্রমাণ স্থলে সকলেই আপন মতের পোষকতা হেতু শ্রুতির উল্লেখ করেন। যিনি ভ্রান্ত তিনিও শ্রুতির দোহাইদেন, নচেৎ কেহ বিশ্বাস করিবেন না। বেদান্তকার ও আত্মার একত্বপ্রমাণহেতু শ্রুতি আয়োজন করিয়া রাখিরাছেন। কিন্তু প্রকৃত অথবা মুখ্য অর্থে প্রয়োগ করেন নাই।

বৈশেষিক বলেন, সেই সকল শ্রুতি অন্যভাবের। পরং যাহা যোগ্য, প্রকৃতপক্ষে যাহার মুখ্যঅর্থ আছে, সেই শ্রুতিতে আত্মার অনেকত্বই বলিরাছেন। যাহা বস্তুতঃ এক, তাহাকে দুই বলা যায় না। পরন্তু যাহা অনেক, তাহাকে এক বলা ব্যবহার আছে। যেস্থলে জাতির একত্ব লইয়া বলাযায়, সেস্থলে "ব্রাহ্মণ এক" এই বাক্যে লক্ষ কোটী অর্থাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণকেই বুঝাযায়। সেইরূপ আত্মার একজাতীয়ত্ব লইয়াই একত্ব উক্ত হইয়াছে। আর যেস্থলে "দ্বেব্রহ্মণী" "চেতনানাং" শ্রুতিতে সংখ্যার নির্দ্দেশ আছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট আত্মার অনেকত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি শ্রীভগবানের একটি ঐশ্বর্য্য বিশেষ। সর্ব্বত্রস্থিতিকেই পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি বলে। ঈশ্বর ভিন্ন কোন তত্বই পরিপুষ্ট ব্যাপক নহে। এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ উভয় নিষ্ঠ ও নহে। সূক্ষ্ম এবং স্থূল পঞ্চ-মহাভূতের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ। পরিপুষ্টব্যাপ্তি অসীম। জলচর পক্ষি-সকল যেমন জলে আর্দ্র হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের পরিপুষ্টব্যাপ্তি কোন তত্বে লিপ্ত হয় না। এইরূপ ব্যাপক মুক্ত বা বদ্ধ নহে। আশ্রয়

বা আশ্রিত নহে। কোন গুণ দোষে আকৃষ্টও হন না। যেমন অগ্নি একস্থানে ভীষণ রূপে দৃষ্ট হইলেও, বস্তু মাত্রের অন্তরস্থ অংশবিশেষের হানিজনক হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক হইলেও তাহার স্বরূপের অভাব হয় না। তবে অগ্নি যেমন শক্তিনিয়োগে সমস্ত বস্তু হইতে প্রকাশ পায়, ইহা সেরূপ নহে, বা অতিব্যাপ্তিদোষে দূষিতও নহে। কোন প্রকার জীব ও জড় শক্তি, অর্থাৎ উত্তাপ, আলোক, চুম্বুক, বা বৈদ্যুতিকাদি দ্বারা, বা তদ্বৎ ইহা প্রকাশ হয় না। তাহার কারণ ঈশ্বরের পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সম ও নির্লিপ্ত? কোন বস্তুতে কোন দ্রব্য বিশেষের তদাত্মভাব না থাকিলে, সেই বস্তু হইতে ঐরূপে ঐ শক্তির বিকাশ হয় না। যেমন দুইটী কাঁচ দণ্ড বা লৌহ দণ্ড ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ করা যায় না। কিন্তু দুইটী কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়॥ তথা চ শ্রুতিঃ—

১ । ১৩৪ ২ । ১ ৩ । ২ । ৩ ৪ ।

॥ ওঁ ॥ পূর্ণাৎ পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ ॥

(আর্চিকম্)

তিনি স্বয়ং আমাদের প্রত্যক্ষের অবিষয় হেতু,ব্যাপকত্ব ও অপ্রত্যক্ষ। এইরূপ ব্যাপ্তি জন্য জীবের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। কিম্বা ঈশ্বরের ও জীবত্ব হয় না। তাহার পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এই ব্যাপ্তি হেতু জীব সৎপদার্থ। জীবকে অসৎ বলিলেও কাহারও কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু সমস্ত মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সময়ের মধ্যেই কর্ম্মফল, পরলোক, বিধি নিষেধাদি সমস্তেরই চিন্তা করিতে হয়। জীবের পক্ষে ক্ষণিক দুঃখ ও অসহ্য। কল্পান্তের কথাই নাই। জীব ঈশ্বর হউন, আর ঈশ্বরই জীব হউন, জীব মিথ্যা বা সত্যই হউন ; প্রলয়কালে সমস্ত তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া লয় হইবে। ইহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাকেই মহাপ্রলয় বলে। খণ্ড প্রলয়, সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়, ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অগ্নি ও ছায়া—দর্পণে, উদ্ভূত রূপই প্রতিবিম্বিত হয়। জড় বা শক্তিসম্বন্ধ প্রতিবিম্বে নাই। যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখনও দর্পণের

বা পারদের তদাত্মভাবে উহা থাকে না। ইহা জড় শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, আলোক শক্তিই ইহার প্রধানকারণ। আলোক বাধা প্রাপ্ত না হইলে প্রকাশ পায় না; দর্পণ সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্বচ্ছ বস্তুতে বাধা প্রাপ্তির কারণেই প্রতিবিম্ব পড়ে। ঈশ্বর ব্যাপ্তি উপমেয় নহে। উপমার উভয়নিষ্ঠসাদৃশ্যসম্বন্ধ থাকিলে উপমেয় হয়, নতুবা নহে। "উপ" অর্থে এস্থলে, "অনুগতি" বা "পশ্চাদ্ভাব"। তর্ক স্থলে তর্কই হয় বুঝা যায় না। বুঝিবার চেষ্টা ও তর্কে বিস্তর প্রভেদ। তবে এই বিষয় বাক্যে বুঝিলেও বুদ্ধির অবিষয়। কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই বুঝিবার একমাত্র উপায়।

দেখ—যে দৃষ্ট অর্থ (সাধর্ম্ম্য দ্বারা) অনুভূত অর্থের বোধ হয়, সেই বোধোপকাররূপফলের প্রদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপূর্ব্ব অর্থের বোধ হয় না। সমুদায় দৃষ্টান্ত, কারণ সম্বলিত। কেবল সেই জ্ঞেয় পরমার্থ সত্য পদার্থ কারণ বিহীন ও নিত্য। কেবল ঈশ্বর ব্যতীত সমস্ত উপমান—উপমেয় পদার্থের কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান আছে। ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝাইবার যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, তাহা এই জগতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার দ্বারা পরিষ্কাররূপ বোধগম্য হয় না। যখন ঈশ্বর নিরাকার, তখন সাকার দৃষ্টান্ত কি রূপে সঙ্গত হইবে? তবে কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বারা বোধগম্য হয়।

বস্তুতঃ কার্য্য কারণ ও সহকারিকারণ তাহাতেই আছে ও থাকিবে। কার্য্য কারণের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। নচেৎ কিছুতেই জ্ঞানলাভ হয় না।

ধর্ম্ম ও কর্ম্মফল।

ফলশালিত্বং কর্ম্মত্বং।

ঈশ্বরবাণীর উপর সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত। সকলেই আপন আপন শাস্ত্রকে ঈশ্বর বাক্য বলে। আমাদের বেদ ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মনীষিগণ আপন আপন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল

ঈশ্বর বাণী হইলেও পরস্পর বিরোধী। কিন্তু ঈশ্বর এক, ইহা সকল সম্প্রদায়ের স্বীকৃত বিষয়। ইহার কারণ কি?

"সাধক" সাধন কর্ত্তা, যে সাধন করে। "সাধন" যাহা সাধনার সহায়, অর্থাৎ করণ কারক। "সাধ্য" যাহা সাধনীয়। "সাধ্যতা" সাধ্য-নিষ্ঠ ধর্ম্ম। এই সমস্তই অবিরোধী। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের সমান। তবে পরস্পর আচার ও ব্যবহার এবং সামাজিক নিয়ম সকল বিরোধী। ইহাই প্রকৃত কথা।

যেমন—কুকি, গারো, হাউলং, বনযোগী, ক্ষমি, মোরুং ইত্যাদি অসভ্য জাতির সহিত বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, সত্য, দান, ক্ষমা, অতিথি সৎকার, শরণাগত রক্ষা ইত্যাদি গুণে ইহারা অলঙ্কৃত। তবে ইহাদের ঈশ্বর বা শাস্ত্র নাই। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে যে, আমরা ঈশ্বর জানি না। তবে পূর্ব্বদিকে একজন কে আছে, সেই নাকি সৃষ্টি করে। আমাদের শাস্ত্র, সে কলাপাতে লিখিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল বটে, গাভী তাহা ভক্ষণ করিয়াছিল। সেই জন্য আমরা অদ্যাবধি আমাদের পর্ব্বদিনে যন্ত্রণা দিয়া বধ করি। কলিতে হিন্দু ব্যতীত সকল জাতিরই গোবধ একটী বিশেষ রোগ॥

সমাজ ধর্ম্ম—দেশ, কাল, পাত্রের অধীন বলিয়াই পরস্পর বিরোধী। শাস্ত্র দ্বিবিধ—বেদ ও ইস্‌লাম। ইহার মধ্যস্থিত আর এক সম্প্রদায় আছে তাহাকে সাঁই ও দরবেশ বলে। তাহাদের একটী বাক্য আছে।

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল্ জুল্‌কে কর্ সাইজিকা কাম॥

বেদের প্রতি মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ বেদবাক্যের উল্লেখও করিয়াছেন। পূর্ব্বকাল হইতে মহর্ষি ও মনীষিগণ অদ্যাবধি বৈদিক ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন বলিয়া, বেদ প্রমাণ শাস্ত্র।

দেখ—ব্রাহ্মণ নিষ্কাম, নির্লোভ, অবঞ্চক, ধনার্থী নহে। মর্য্যাদাকে ঘৃণা করে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মার্থী ও মোক্ষার্থী। ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণ ধন, ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারিত এখনও পারে। সেই ব্রাহ্মণ

যখন ধন, মান, ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া শরীরকে শরীর জ্ঞান না করিয়া বেদবিহিত কার্য্যের অনুসরণ করে, তখন বেদের প্রামাণ্য অবশ্য সিদ্ধ হইতেছে। এখনও দেখ বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া স্ত্রীর সুবর্ণালঙ্কার ব্রাহ্মণ গড়াইতে সমর্থ, তত্রাচ তাহারা কতকগুলি শুষ্ক ও জীর্ণ তালপত্র লইয়া আলোড়ন করিয়া অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও হিন্দুর সর্ব্বস্ব রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ নহে। প্রলোভন ব্রাহ্মণের নিকট অতি নগণ্য, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও বেদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া আসিতেছে, অতএব বেদ প্রমাণ শাস্ত্র। সমস্ত শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু পুরাকাল হইতে বেদের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বেদে উহ নাই, অতএব বেদ প্রমাণ শাস্ত্র এবং নিত্য। আত্মভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে রত, সেই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র বৎসর যে বেদ কে মানিয়া আসিতেছে, তাহাকে অপ্রমাণ বিবেচনা করা ঔদ্ধত্য মাত্র। যুগযুগান্তর কেন? কল্পান্ত সময়ে যখন অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় হইতে বেদ, জ্ঞানালোকে ব্রাহ্মণ জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন! সেই সর্ব্বজ্ঞান জ্যোতির আদিভূতা জননী বেদ সংহিতা যদি প্রামাণিক শাস্ত্র না হয়, তাহা হইলে জগতে কোন শাস্ত্রই প্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর বাক্য কিছু থাকে, তবে এক বেদই সেই ঈশ্বর বাক্য। ইস্‌লাম পূর্ব্বে ছিলনা সম্প্রতি হজরৎ মহম্মদের দ্বারা প্রকাশিত। ইহারা অদ্বৈতবাদী, মহম্মদ এই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বাইবেলাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ইস্‌লামের অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহারা পৌত্তলিক ছিল, এবং অত্যন্ত কুসংস্কার বিশিষ্ট ছিল। কন্যা সন্তান জন্মিলে, জীবিত অবস্থায় তাহাকে মাটীতে পুতিয়া মারিত। এইরূপ নানা কুসংস্কারে আরবদেশ আচ্ছন্নছিল। হজরৎ বহুকষ্ট সহ্য করিয়া ও বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া, আরব জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। জীবের ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিলেই সামাজিক ধর্ম্মের ও উন্নতি হয়। নতুবা সমাজ স্বেচ্ছাচারের লীলাক্ষেত্র ও লোক সকল মনুষ্যত্ব বিহীন হয়। রাজ শাসনে ও প্রশমিত হয় না। যদি চৌর্য্য

পরদার ইত্যাদি অধর্ম্ম বলিয়া পাপ জনক, এই জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে এইসকল বিবিধ মহাপাতক গৌরবে পরিণত হইয়া, প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হইত। ধর্ম্মজ্ঞান সমাজের বন্ধন। স্ত্রী স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজাকরে ও তাহার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে, ইহাও ধর্ম্মের বন্ধন জানিবে। গঙ্গাস্নানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে বিশেষ হানিজনক হয় না বটে, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ় সংস্কার ভিন্ন, মনুষ্যজাতি কখন ইহকালে বা পরকালে স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, শান্তি, সম্ভোগ, স্বাধিনতাদি কিছুই লাভ করিতে পারে না। এবং সে জাঁতি কখন সংসারে লাভবান হয় না। ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কেহ আপনার ধন, মান, প্রাণ পার্থিব সুখের বশবর্ত্তী হইয়া সমর্পণ করিতে পারে না। ধর্ম্মসূত্রের বন্ধনকেই একতা বলে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও সমাজ সকলই ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ আছে। ধর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া ফরাসি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই বিপ্লবে কতশত পৈশাচিক কাণ্ডই সঙ্ঘটন হইয়াছিল। রাজা রাণী পর্য্যন্ত বলিদান হইল, দেশ ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছিল। বিপ্লবকারীগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল, এবং গান করিয়া "সকলেই স্বাধীন এই বিপুল ভবে। সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে।" বেড়াইতে-ছিল। ছড়া কাটাইতেছিল, "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর কাহাকেও রাজা বলিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহার বংশ, অবিরোধে রাজ্য ভোগ করিবেন, এরূপ নিয়ম অতি বর্ব্বরের, সভ্য জগতের নয়। তর্ক করিত…কি রক্ত পার্থক্য বশতঃ এই কৌলিন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শিথিল হইলে এইরূপ হয় এবং পরমুখাপেক্ষি হইতে হয়।

ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে—"ধ্রিয়তে তিষ্ঠতি বর্ত্ততে যঃ স ধর্ম্মঃ" কেবল আকাশ ভিন্ন, যেখানে যে থাকে সেই তার ধর্ম্ম। যেমন জাতি গুণ কর্ম্ম দ্রব্যে থাকে বলিয়া ঐসকল দ্রব্যের ধর্ম্ম। পাত্রে জল থাকে, সেইজন্য জল পাত্রের ধর্ম্ম। কেবল আকাশে কিছুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাই বলিয়া আকাশ অবৃত্তি পদার্থ মধ্যেগণ্য। কর্ম্মই মনুষ্যাদির ধর্ম্ম। যে হেতুক প্রাণ কর্ম্ম, এবং তাহা মনুষ্যাদির সজীব দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইজন্য কর্ম্মই মনুষ্যাদির ধর্ম্ম। অদৃষ্টাদি ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ

বিহিত ও নিষিদ্ধ। বেদোক্ত বিহিত কর্ম্মে শুভ নিবর্ত্ত কারণের উৎপত্তি। এবং নিষিদ্ধ কার্য্যে অশুভ নিবর্ত্ত কারণের উৎপত্তি হয়। অদৃষ্ট ও দৃষ্ট উভয় কার্য্যেই কার্য্যগুণ ও কারণগুণ উভয় প্রাকার সমাবেশ আছে। কার্য্য, গুণপদার্থ। কারণ নির্গুণ।

কারণ কার্য্য প্রবর্ত্তক হেতু, কার্য্য নিবর্ত্তিত কারণ নির্গুণ। কারণের নাশে আবার অনুষ্ঠিত কার্য্যও নাশ হয়। পুরুষের ইষ্ট সিদ্ধির উপায় দ্বিবিধ, প্রথম—পরকালের, দ্বিতীয় ইহকালের। ব্রাহ্মণ পরকাল বাদী সেইজন্য ইহারা পরকালের উন্নতি, অর্থাৎ সুখও মোক্ষাদির চেস্টা করেন। তদনুরূপ বিদ্যা ও শিক্ষা করেন। ইহকালের সুখ সম্ভোগে একান্ত বিরত থাকেন। অর্থ উপার্য্যন দূরের চিন্তা, কেহ দান করিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করেন না। জীবন উপায় পর্য্যন্ত তাহাদের অর্থের সহিত সম্পর্ক থাকে। কামিনী কাঞ্চনকে তাহারা মোহিনী বলেন। সাধ্য মত মোহিনী সংস্রব রাখেন না। যাহাতে মৃত্যুর পর, এবং পরজন্মে সুখ ও মোক্ষলাভ হয়, সেই বিষয়ের অলোচনা এবং অনুষ্ঠান করেন। আমরা এক্ষনে অধ্যাত্ম বিদ্যা বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দ্বারা বৃত্তি স্থাপনে সচেষ্ট। সুতরাং এইরূপ বিপরীত চেষ্টা ফলবতী হয় না। ঐরূপ শাস্ত্র চিন্তাও নিরর্থক হইয়া, কষ্টের ও নৈরাশ্যের কারণ হইয়া উঠে। যে হেতু ইহাতে বৃত্তিত্ব নাই পরমার্থ আছে।

দ্বিতীয় যাহারা ইহ সুখাভিলাষী, তাহারা ইহকালের সুখ সম্ভোগ হেতু, বিজ্ঞান বা শিল্প শাস্ত্রাদি পাঠ, এবং কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্য্যন করে। ইহকালের উন্নতি অভিলাষ করে। গৃহস্থের ধর্ম্মপালন ও যাজন করে মাত্র। ধর্ম্মভীরুগণ কেহ কেহ অবকাশ পাইলে পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে সকলই বিপরীত হইতেছে। কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া অর্থ চিন্তা করিতেছি। কেহ বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদির কেরাণী হইয়াছি। আবার কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষ ও ত্যাগ করিনাই। এইরূপ বিপরীত

অভিলাষ কিরূপে পূর্ণ হইবে? আমরা চিন্তা না করিয়া, আপনাকে নিন্দা করিতেছি। এবং আপন অদৃষ্টকে শত ধিক্কারও দিতেছি।

স্ত্রী, পুত্র, ধন, বন্ধুবর্গ, প্রিয় বিদ্যা, রূপ, সুমিষ্টবাক্য, সুন্দর অট্টালিকা, সুস্বাদু ও পুষ্টিজনক খাদ্য, প্রমোদউদ্যান, মূল্যবান্ যান বাহনাদি, নিরোগী শরীর, যৌবন, রূপবতী ও গুণবতী সহধর্ম্মিণী, দীর্ঘায়ু, গুণবান ও একমাত্র পুত্র, এই সমস্তই দৃষ্ট ফল হইলেও, পূর্ব্ব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট লব্ধ। ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। ইহা স্থায়ী ও নহে, মৃত্যু কালে সহগামী ও নহে। ইহাই উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তার বিষয়। সেইকালে একমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মই বাসনা রূপে সহগামী। মৃত্যু কালে ধর্ম্মই মানব জাতীর একমাত্র প্রবোধের আশ্রয়। বৈদ্য যেমন রোগ মাত্রের আরোগ্য করিতে অক্ষম, তত্রাচ বৈদ্যই রোগীর একমাত্র সহায়। সকলকে সুখ ও মুক্তিদানে অক্ষম হইলেও, ঐরূপ পরকালের একমাত্র গুরুই আশ্রয় ও প্রকৃষ্ট উপায়। পরকালে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার গুরু ও ঈশ্বরে কোন প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। নচেৎ স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সংসারে তাহার স্থান নাই। অবিশ্বাসীর পক্ষে ইহজগৎই সর্ব্বস্ব। তাহার সর্ব্বকালে সর্ব্বকার্য্যের পথ, সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহার ধর্ম্মের বা মনুষ্যত্বের প্রকৃত পক্ষে অনাবশ্যক। কেবল ইহকালে আপনাকে রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। আত্মরক্ষাই তাহার পরম ধর্ম্ম ও শ্রেয়ঃ। অবিশ্বাসী কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেনা। এবং তাহাকেও কেহ বিশ্বাস করে না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সতর্ক হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

যাহারা পরকাল বিশ্বাসী, তাহাদের পদে পদে ব্যাঘাত। তাহারা আত্মরক্ষায় যত্নবান্ নহেন। স্বার্থ ত্যাগ তাহাদের ধর্ম্ম। পরকালের জন্য ইহাদের সর্ব্বস্ব প্রস্তুৎ। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃসংশ অহিংসা, করুণা, উদারতা, সরলসাধ্যতা, ইহাদের অলঙ্কার স্বরূপ। যদিচ আধার ভেদে এই সকল গুণের ন্যূনাধিক্য হয়। তাহার কাল, স্বভাব, বিস্মৃতি ও গুণত্রয়ের বৈষম্য মাত্র কারণ। সম্পদ, প্রজ্ঞা সম্পন্ন শৌর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী কেও বিমোহিত করে।

কামাদি ষড় রিপু এবং ইন্দ্রিয় সকল, মনুষ্যের মহৎকার্য্য সাধন করে। মানবগণ ইহার অপব্যবহার করিয়া অকারণ নিন্দা ও ঘৃণা করে ‘আমি বা আমার” এই বিজ্ঞান অহংকার। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝাযায় যে। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে মনুষ্য উন্মত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কামকেই অভিলাষ বলে। কাম পরিত্যক্ত মনুষ্যইত পাষান। তাহার আবার স্বর্গ বা মোক্ষ কি প্রকারে হইবে? ক্রোধ যদি ত্যাজ্য হয়, তবে কোন বলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও শত্রুক্ষয় করিবে? কি বাহ্য কি অন্তর সমস্ত রিপুঁই ক্রোধ বিহীন মনুষ্যকে তৃণবৎ তুচ্ছকরে। ইন্দ্রিয় শিথিল হইলে সমস্ত কার্য্যে মনুষ্য অনধিকারী হয়। ধন এবং ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের দ্বারা সঞ্চয় করিতে হয়। নতুবা শুভফল প্রসব করে না। কেবল ধর্ম্ম সঞ্চয়ী ইহকালে বঞ্চিত হয়। কেবল ধন সঞ্চয়ী ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে মহাপাতকী মধ্যে গণ্য। ঐ মহাপাতীর সহবাসেও পাতকী হইতে-হয়, সেই কারণ, দূর হইতে প্রত্যাখ্যান করিবে। ইহাদের অকর্ত্তব্য জগতে কিছুই নাই।

ঐ পাতকীর বিষয়ানুরাগ হইতে বিষয় কামনাই জন্মে। কামনা হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ সর্ব্বপাপময়ী বিষয় তৃষ্ণা প্রতি নিয়ত উদ্বেগকরী ও অধর্ম্ম বহুলা এবং পাপ প্রসবিনী। দুর্ম্মতিগণ দিবারাত্র বিষয়ে উন্মত্ত, এবং ঐসকল জল্পনা কল্পনা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে, কখন শান্তিসুখের মুখাবলোকনে ও সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতিগণ ইচ্ছা করিলেও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। দিবারাত্র প্রজ্জলিত হুতাসনে দগ্ধ হয়, কিন্তু ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। অযোনিজ ঐ তৃষ্ণা অনলের ন্যায় কার্য্যকরী ও নরকের দ্বার। উভয় কালই ইহার পক্ষে সমান। কাষ্ঠ যেমন স্বউত্থিত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়, অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভ দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ মৃত্যুকে যেরূপ ভয়করে ঐ সকল ধনী, রাজা, চোর, সলীল, অগ্নি, ও স্বজন হইতে নিরন্তর সেইরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ ধনী সর্ব্বত্র আক্রান্ত

হয়। ঐ ধন দ্বারা কেহই সুখী হয় না। ঐ অর্থ অনর্থের মূল। উপার্য্যন, রক্ষণ ও ব্যয়, এই ত্রিবিধ কারণে নিয়ত ক্লেশ পায়। কেবল লোভ, মোহ, কৃপণতা, দর্প, অভিমান, ভয়, ও উদ্বেগের মুলিভূত কারণ হইয়া পড়ে। এমন কি, অবশেষে প্রাণে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তথাহি

তদত্ত দানাচ্চ ভবেদ্দরিদ্রো, দরিদ্র ভাবাৎ প্রকরোতি পাপং। পাপ প্রভাবাৎ নরকং প্রয়াতি, পুনর্দ্দরিদ্রো পুনরের পাপী।

অর্থাৎ যে মূল্যে খরিদ সেই মূলেই বিক্রেয়, লভ্যের অংশ থাকে না। যেরূপে অর্জিত সেইরূপে ব্যয়িত হয়, ইহাই ধনাদির স্বভাব। সাত্তিক উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থ, ঐ ধনী, বা অন্য কোন ব্যক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণ বা পরার্থে ব্যয় করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষ ভাগী হয়। রাজস্ উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থরাশি দ্বারা ইহকালে উপকার দর্শে। তামস উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থ রাশি, যাহা অধমার্জিত এবং সকলকে বঞ্চিত করিয়া গৃহীত, উহাই নরকের দ্বার স্বরূপ। দেখ, অন্য কোন ব্যক্তি ঐরূপ ধনে সুখী হয় না। বা ধর্ম্মানুষ্ঠানেও ফলভাগী হয় না। তদন্য বা পুত্র তাহার মৃত্যুর পর বা তাহাকে হত্যা করিয়া বিবিধ চেষ্টা দ্বারা, ঐরূপ সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করে। গ্রহণ মাত্রে ঐরূপ অর্থের সংশ্রব হেতু নরকাদি ও ভোগ করিতে থাকে। তাহার পর, মমতা শূণ্য হইয়া ঐ অর্থ রাশি, রাজদ্বারে বা নরকে নিক্ষেপ করতঃ সুস্থ হয়। পশ্চাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যত্নের সহিত শ্রমার্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সদ্বয় করে, ও সঞ্চয়ার্থ যত্নবান হয়। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। জিজ্ঞাসা করিতে পারি; ইহা অর্থের গুণ, বা ব্যক্তি বিশেষের গুণ। যদিবল অর্থের গুণ। যেহেতু অর্থ পিপাষু অর্থ পাইলে তমগুণ দ্বারা মোহিত হয়। তন্ন, তাহা হইলে অর্থ মাত্রেরই এই গুণ থাকিত। কোন মূর্খ, নিগুর্ণ, নীচ, ও অধমার্ণ এবং দরিদ্র ব্যক্তি, ধন প্রাপ্ত হইয়া মহতের ন্যায় সদ্বব্যহার করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষ ভাগী হয় কি প্রকারে? ইহা কারণ গুণ জানিবে, যেরূপ উপায়ে ঐ অর্থ সঞ্চয় করে, ইহা তত্তৎ

গুণেরই ফল। ব্যক্তিগত বলিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ধন নিঃশেষিত হইলে পুনশ্চ ঐ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয় কিরূপে। তবে চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা কোনরূপ অর্থই উপার্জ্জন, রক্ষা ও সঞ্চয় করা যায় না। ধন চতুর্ব্বিধ, হঠপ্রাপ্ত, দৃষ্টলব্ধ, পৌরুষলব্ধ ও স্বভাবজ, এই চতুর্ব্বিধ ধনই অদৃষ্টপূর্ব্ব কর্ম্মলব্ধ, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের ইষ্টই মুখ্য এবং তাহাই প্রয়োজন। ইষ্টলাভ হেতু যাহা করিতে হয় তাহাই গৌণ। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ। সুখ সম্ভোগ দৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন। অর্থ, সুখের হেতু বলিয়া অর্থোপায় জন্য কৃষি বাণিজ্যাদি গৌণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, এবং ইহাই দৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন। যে হেতু ইহার স্বরূপ ও ফল উভয় আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। কারণে যাহা থাকিবে কার্য্যে তাহাই বর্ত্তিবে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, ধনোপার্জ্জন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষা দ্বারা পূজা করাই প্রধান ধর্ম্ম। অস্মদাদির প্রয়োজন ধনোপার্জ্জন রূপ মুখ্য ফল। সুতরাং দৃষ্ট ঐরূপ মুখ্য ফল, কৃষি বাণিজ্যাদি গৌণ চেষ্টা দ্বারা আকাঙ্ক্ষা করি। দেখাযায় একই ব্যক্তি একইরূপ চেষ্টা একইরূপ পরিশ্রমে মুখ্য ফললাভ করিতে সক্ষম হয়, আবার কখন, ঐরূপ শত সহস্র চেষ্টা ও পরিশ্রমে অক্ষম হয়। ইহার কারণ এই যে, যাহা দ্বারা কৃষি বাণিজ্যাদি গৌণ চেষ্টা চালিত, উদ্বুদ্ধ, বা প্রেরিত হয়, ঐরূপ নিবর্ত্ত কারণ গৌণ চেষ্টার মুলে বিদ্যমান আছে বলিয়া, ঐ নিবর্ত্ত কারণ সর্ব্বদা আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়। অশুভ নিবর্ত্ত কারণে, দৃষ্ট মুখ্য ও গৌণ উভয়ই নিস্ফল হইয়া দুঃখলাভ হয়। শুভ নিবর্ত্তক বিদ্যমান থাকিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

যাহার দৃষ্ট ফল নাই, এইরূপ নিবর্ত্ত কারণ আমাদিগের পরজন্মের অভ্যুদয়ের হেতু জানিবে। স্বর্গ বা চরম দুঃখ নিবৃত্তি যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ গোচর। কিন্তু ইহার গৌণরূপ যজ্ঞাদি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। এই সকল অদৃষ্টের, অর্থাৎ

অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মের হেতু। সুতরাং অদৃষ্ট প্রয়োজন। ফলকথা অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে অদৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহা নহে। মুখ্য ফল দৃষ্ট হইলেও অদৃষ্টের দ্বারা যদি ঐরূপ ফললাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্ট ফলসাধক কর্ম্মও অদৃষ্ট প্রয়োজন হইবে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলেই উভয় নিবর্ত্ত কারণ উপস্থিত থাকে। তথাহি—

যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদ্দিবা যচ্চ বা নিশি।
যন্মুহূর্ত্তে ক্ষণে বাপি তত্তথা ন তদন্যথা॥
বালো যুবাচ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভং।
তস্যাং তস্যা মবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥
অনিচ্ছামানোপি নরো বিদেশস্থোপি মানবঃ।
স্বকর্ম্ম পোত বাতেন নীয়তে যত্র তৎ ফলং॥
গচ্ছন্তি অন্তরীক্ষে বা প্রবিশন্তি মহীতলে।
ধারয়ন্তি দিশঃ সর্ব্বা নাদত্ত মুপলভ্যতে॥
পুরাধীতাচ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ যদ্ধনং।
পুরা কৃতানি কর্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ॥

এইরূপে নিবর্ত্ত কারণ ইহ জন্মের ও পরজন্মের জন্য উপস্থিত থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের কার্য্য গুণ, নিবর্ত্ত কারণ রূপে কোথায়, বা কিরূপে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। কর্ম্মফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে না। অথচ কর্ম্মই স্বর্গাদি রূপ ইষ্ট সিদ্ধির কারণ। কেহ কেহ যাগাদি কার্য্যগুণ, ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এক স্থানে রাখিতে চাহেন। নতুবা কর্ম্মফল অকারণ হইয়া পড়ে। তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অনুবাদে লিখিয়াছেন "সেই পরম্পরা সম্বন্ধ স্বজন্য ব্যাপার, অর্থাৎ যাগ জন্য এমন একটা কিছু হয়, যাহা স্বর্গের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। সেই যে "কিছু" অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের সেই যে ব্যাপার তাহাই ধর্ম্ম। ইহাতে আমাদের 'কিছুর' অর্থ বোধগম্য হয় না। সেই যে একটা "কিছু" বুঝিয়া, ধর্ম্ম কার্য্যে আজীবন পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এরূপ বোধ হয় না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদে কর্ম্মফল, ও পর

জন্মের ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যগুণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যিনি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছেন তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও বিস্মৃতিই ইহার কারণ। নচেৎ তিনি দর্শন শাস্ত্রানুগত জ্ঞান ভিন্ন, শাস্ত্রান্তর গ্রহণে স্বীকার না করার ফল জানিতে হইবে। বোধহয় বেদাদি প্রামাণিক শাস্ত্র মত গ্রহণে কোন ক্ষতি হইত না, পরং আমরা ও কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইতাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্য যৌগিকজ্ঞান সম্পন্ন, তাহাও ক্ষণিক্ ও বিস্মৃত, সেই জন্য মনুষ্য জানিয়াও জানেনা, দেখিয়াও দেখেনা, শুনিয়াও শুনেনা, বুঝিয়াও বুঝেনা যে, এই সংসার কর্ম্মের দাস। পণ্ডিত ও মূর্খের সমান আচরণ। বুঝিয়া কেহ কোন কার্য্য সফল বা নিষ্ফল করিতে পারে না। লোকে বৃথা তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহারা স্মরণ রাখিতে পারেনা যে, বিধাতা কর্ম্মরূপ খরধার অসি দ্বারা তাহাদের গর্ব্ববৃক্ষ ছেদনে বিশেষ নিপুণ। যাহার যে কর্ম্ম, কখনই অন্যথা হয় না। বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক। চিরকাল যত্ন সহকারে শতশত নরপতির পরিচর্য্যাই করুক, অথবা অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানই করুক। ভাগ্যহীন ব্যক্তি কখনই লক্ষ্মীলাভে সক্ষম হইবে না। লোকে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ মাত্র অভিলাষ করেনা, দুরাচার দগ্ধ বিধাতা তাহাকে তাহাই প্রদান করে।

স্বর্গ কেবল সুখের স্থান নহে। সুখ ও দুঃখ সকল সৃষ্টিতেই বিদ্যমান আছে। পৃথিবী কর্ম্মভূমি, স্বর্গ কর্ম্মভূমি নহে। ভোগের স্থান। কি স্বর্গে, কি মর্ত্তে, কি পাতালে, ভোগ মাত্রেই রোগ ভয় আছে। আলোক থাকিলেই অন্ধকার আছে। স্তূপের ক্ষয় আছে। সঞ্চয়ের ব্যয় আছে। প্রণয়ের বিচ্ছেদ আছে। উদয়ের অস্ত আছে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আছে। উৎকর্ষের অপকর্ষ আছে। জন্মের মৃত্যু আছে। ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। স্বর্গেও কর্ম্মক্ষয় হইলে দেবগণের বিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়। পুণ্যক্ষয়ে বিবিধ জাতির উদ্ভব, এবং বহুবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। দেখ—যজ্ঞের শির ছিলনা। দেববৈদ্য অশ্বিনীদ্বয় তাহার শির সন্ধিস্থ করেন।

সেই জন্য যজ্ঞ, শিরোরোগে অভিভূত। সূর্য্যের কুষ্ঠ। বরুণের জলোদর। পূষার গতি বৈকল্য। ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ। চন্দ্রের ক্ষয় রোগ। দক্ষের জ্বর। যেখানে কামাদি অবস্থিত সেই স্থানে দুঃখও অবস্থিতি করে। বিষ্ণুর জন্ম মরণ আছে, দোষ গুণও আছে। দোষ থাকিলেই গুণ থাকে, গুণ থাকিলেই দোষ আছে। বিষ্ণু মায়াবী, স্ত্রীবধ, কামশক্তি ও পাণ্ডবগণের সারথ্য শুনিতে পাওয়া যায়। সমুদায় সৃষ্টি সাকল্যে রাগাদি দোষত্রয় যুক্ত, এবং দুঃখ বহুল। কেবল মাত্র নারায়ণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। নারায়ণের সেবা দ্বারা জীব মুক্ত হয়। নচেৎ সমুদায় সংসার আতি-শয্যে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত ও বহুদুঃখে পরিপূর্ণ জানিয়া, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ব্বেদ আশ্রয় করিবে। ভোগ হইতে নিবৃত্তি। নির্ব্বেদ হইতে বিরাগ। বিরাগ হইতে জ্ঞান। জ্ঞান প্রভাবে স্বস্থান লাভে সুখী, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরতিশয় পূর্ণ এবং কূট বলিয়া অভিহিত হয়।

কর্ম্মই একমাত্র ইষ্ট ও অনিষ্টের হেতু। কর্ম্মভিন্ন জীব, এক মুহুর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। কোন কর্ম্মই এই কর্ম্ম ভূমিতে নিস্ফল হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। কারণগুণে কার্য্য, এবং কার্য্য গুণেই ফলপ্রাপ্তি হয়। গুণ, দ্রব্যের ধর্ম্ম। গুণ, গুণে থাকে না। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাপক্ষয়মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠানে কর্ত্তার দুরিতাভাব হইলেও, চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্ম নিষ্ফল না হইয়া ঐরূপ কর্ম্মজন্য কর্ত্তার অদৃষ্ট জন্মে। অশ্বমেধ বা দুর্গোৎসবাদি কার্য্যগুণে কর্ত্তাকে স্বর্গাদির উপযুক্ত করে, ঐরূপ গুণের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি। কার্য্য সমবায়ে গুণ, এবং গুণ সমবায়ে ফল থাকে। কৃষি-বাণিজ্যাদির অনুষ্ঠানে অর্থাগম বা অর্থনাশ ঘটে, অর্থনাশে বহুদুঃখ উৎ-পন্ন হয়, নিস্ফল হয় না। কেহ অর্থলোভ প্রযুক্ত যদি মৃত্তিকা খনন করে, ঐ খনকের গুপ্ত ধনলাভ না হইলেও শারীরিক ব্যায়াম সিদ্ধ হয়, নিস্ফল হয় না। সামান্য কি বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কখন ব্যর্থ হইবে না।

ধর্ম্মও কর্ম্ম মুলক। যেরূপ কর্ম্ম হেতু তত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয় তাহাই ধর্ম্ম, বা যাহা সুখ ও মক্ষের সাধন তাহাই ধর্ম্ম। কার্য্য

গুণে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ঐ ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ অপবর্গ ও সুখলাভ হয়। কারণ সমবায়ে কার্য্য, এবং কার্য্য সমবায়ে গুণের উৎপত্তি হয়। এবং গুণের সমবায়ে ফলের প্রাপ্তি হয়। এই সংযোগ স্বর্গ অপবর্গ ও সুখের হেতু। অধ্যয়নাদি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহা তত্ত্বজ্ঞান নহে। ঐরূপ জ্ঞান মোক্ষ বা স্বর্গাদির সাধক হয় না। কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তত্ত্ব জ্ঞানের হেতু। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান প্রয়োজন।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম দুই প্রকার—অভ্যুদয় হেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু। যজ্ঞ দানাদি জন্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্পাদক যে ধর্ম্ম, তাহাই অভ্যুদয় হেতু। যোগাদি অনুষ্ঠান জন্য মুক্তি সাধক যে ধর্ম্ম, তাহাকেই নিঃশ্রেয়স হেতু বলা যায়। কেহ ধর্ম্মকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেন। তাহারা বলেন প্রবৃত্তিধর্ম্ম মোক্ষের অনুপযোগী; নিবৃত্তি ধর্ম্মই মোক্ষের উপযোগী। তাহা সত্য, প্রবৃত্তিধর্ম্ম অভ্যুদয়ের হেতু, এবং নিবৃত্তি ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স হেতু।

নিঃশ্রেয়স ধর্ম্মের শিক্ষা—

প্রথম সাধনা—বিশ্বাস। দ্বিতীয়—লক্ষ। তৃতীয়—বিচার। চতুর্থ—কার্য্যকারিতা। পঞ্চম—সৎপথে থাকা। ষষ্ঠ—ন্যায্যচেষ্টা। সপ্তম—পবিত্রজীবনী। অষ্টম—সমাধি। বস্তুতঃ এই সংসারে অত্যন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি। যোগ সাহায্যে নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি উহা শান্তি নহে। সেই জন্য বৈষ্ণবগণ ঐরূপ মুক্তিকে ঘৃণা করেন। যেমন এক পিশাচের পর অন্য পিশাচ আসিয়া মূঢ়কে আশ্রয় করে। তদ্রূপ যোগীর সমাধির অবসান হইলে, পুনরায় সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং সমাধি ভগবদ্ভক্তের প্রয়োজনীয় নহে। এইরূপ মুক্তিতে বোধ শক্তির অভাব হয়।

অভ্যুদয় হেতু ধর্ম্মের শিক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং।।

অর্থ কামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সম্প্রাপ্যতেপরম্।
শ্রুতি স্মৃতিভ্যামুদিতো ধর্ম্ম যজ্ঞাদিকোমতঃ ॥
নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ।
তস্মান্মুমূক্ষু ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদ মাশ্রয়েৎ ॥

(ভগবদ্বাক্যং)

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রিয়তা অর্থাৎ আত্মপ্রসাদ এই চার প্রকার ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহারা অর্থ এবং কামনা বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত নহে, তাহাদেরই ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে। বেদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম্মের দ্বারাই ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। ঐ ধর্ম্ম আবার বেদ ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম বিশেষ জানিবে। বেদভিন্ন ধর্ম্ম কিছুতেই উৎপন্ন হয়না, সেই জন্য মুমুক্ষুগণের বেদ আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ অন্য উপায় নাই। বেদোক্ত কর্ম্মই ধর্ম্মের আশ্রয়। এই কর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান বলা যায়। কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের উপায়।

মোক্ষার্থ, হেতুজ্ঞান যথেষ্ট নহে।

কর্ম্মনিষ্ঠ বা কার্য্যনিষ্ঠ এই উভয় প্রকার জ্ঞানেও আত্মার মোক্ষ বিষয়ে আশঙ্কা আছে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহাতে কার্য্যত্ব কারণত্ব কিছুই নাই। পার্থিব অপার্থিবে মিলিত হয়না। পার্থিব কর্ম্ম পৃথিবীর বিকার। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মাদি স্থূলের ধর্ম্ম সূক্ষ্মের নহে। বৈদ্যকশাস্ত্রের ও ইহাই অভিপ্রায়। দেখ মস্তিষ্কের দুই অংশের কার্য্য পৃথক্। প্রথম সম্মুখ ভাগের কার্য্য, সর্ব্বপ্রকার চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি, ইচ্ছা ও বোধশক্তি ইত্যাদি, মানসিক শক্তির আকর। পশ্চাৎ ভাগের কার্য্য, স্পন্দন হস্ত পদাদির, অর্থাৎ মাংসপেশীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য। হস্তপদাদি চালনা করিতে হইলে প্রথম ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পশ্চাৎ মাংস পেশীর ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দেখ

মূলশিরা যাহা পৃষ্ঠ বংশের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। সেই শিরার সম্মুখ অংশ অর্থাৎ যাহাকে "এণ্টীরিয়ার রুট্" বলে, ইহা গত্যুৎপাদক। এবং "পোষ্টীরিয়ার রুট্" অনুভব উৎপাদক। এই সমস্ত বিশদ ব্যাপারে গ্রন্থ বৃদ্ধি হইবে। ফলতঃ আত্মার সম্বন্ধ জীবনী মাত্র। যদি সূক্ষ্ম বহুকাল স্থূলের চিন্তা করে, তবে স্থূল ভাবাপন্ন হয়। সহবাসে স্থূলের পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষই হয়। কোন অস্থি খণ্ড যদি পর্ব্বতে প্রস্তরের সহিত বহুকাল থাকে। তবে প্রস্তরে পরিণত হয়, অধিকাংশের সহবাস হেতু। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ বহুকাল স্থূলের সহবাসে স্থূলভাবাপন্ন হয়না বলিয়াই স্থূলের নাশে, সূক্ষ্মের নাশও হয় না।

দেখ—ভীমরথী প্রাপ্ত মনুষ্যের, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীর বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু অভ্যস্তজ্ঞান, স্মৃতি, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সকল তত্ত্বই অন্তর্হিত হয়। শৈশবে স্থূলের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল তত্ত্ব প্রকাশ পায়। যেহেতু উৎপত্তিমৎ দ্রব্যের জ্ঞান ও উৎপত্তিমৎ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায়, সময় বিশেষে উহার নাশ হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি জীবিত অবস্থায় সকল তত্ত্বেরই প্রায় লোপ হয়। তখন ইহা স্থূল শরীরের যৌবনাদি অবস্থা বিশেষের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে। শরীর থাকিতেই ইহারা কালে বিকাশ হয়, পুনশ্চ শরীর সত্ত্বে কালেই অন্তর্হিত হয়। তবে, কর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বারা আত্মার সুখ বা মোক্ষ কেমন করিয়া হইবে? ইহজন্মে কর্ম্মের ফল লাভ প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু, যে কার্য্য-কারণের নাশ ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ হইল, সেই কার্য্যকারণের ফল, পরজন্মে সম্ভব কি প্রকারে হইবে?

সুখ দুঃখ আত্মার নাই, ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট আত্মাই অবশিষ্ট থাকে মাত্র। স্থূল দেহে কাল ধর্ম্ম-বশতই ঐরূপ জ্ঞানাদি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পুনঃ কাল ধর্ম্মে জীবদ্দশাতেই তিরোভাব স্পষ্ট দেখা যায়। গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থাবির্য্য, জরা, প্রাণরোধ, নাশ।

চত্বারিংশৎ সমা যাবৎ।
তিষ্ঠেৎ বীর্য্যাদপূরিতঃ॥
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণ স্যাৎ।
যাবৎ ভবতি সপ্ততিঃ॥

ইহাই কাল ধর্ম্ম বা দশদশা, জরাবস্থায় সমস্তই নাশ হয়। পক্ষান্তরে সুখ দুঃখ, সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয়। সুতরাং সুখ দুঃখ রূপ কার্য্যের কারণ ও সূক্ষ্মশরীরে আছে? ঐ কারণগুণকেই কর্ম্মফল লাভের হেতু বলিব। প্রকৃত্তিবশতঃ আত্মা স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ করে। ঐ প্রবৃত্তি, অভ্যাস যোগে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠান করে, অভ্যাস বশতঃ সেইরূপ প্রবৃত্তি তাহার জন্মে। ঐ প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার বাসনারূপে পরিণত হইয়াই আত্মার সহগামী হয়। ইহাই পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্ম ফলের কারণ হইয়া থাকে।

দেখ, জাগ্রৎ প্রপঞ্চ এবং স্বপ্ন প্রপঞ্চ উভয়ই সমান। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন হয়। স্বপ্নে কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা যায়। স্বপ্নে মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যান ধারণা পূজাদিও করা যায়। দেবতা ব্রাহ্মণের নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহার, মলত্যাগ, স্ত্রীসম্ভোগ, এবং নিদ্রাদি ও উপভোগ করা যায়। এবং জাগ্রত অবস্থায় তদনুরূপ ফললাভ ও হয়। সুতরাং স্বপ্নের যে ধর্ম্ম, সংসারের ও সেই ধর্ম্ম। বরলাভ, অভিশাপ, মন্ত্র এবং ঔষধাদি লাভ স্বপ্নের ফল, যখন জাগ্রতে প্রাপ্ত হই, তখন সমস্ত সংসারযাত্রার ও ঐরূপ ভাব রহিয়াছে। সুতরাং জাগ্রৎ স্বপ্ন ঐরূপ ভাব সংসারের দৃষ্টান্ত বুঝিতে হয়। তবে, স্বপ্ন যেমন ইচ্ছানুসারে দেখিবার উপায় নাই। সেইরূপ জাগ্রতে ও ইচ্ছানুরূপ ফললাভ হয় না।

স্বপ্ন, পূর্ব্বনিবর্ত্তের উদ্বোধক। জাগ্রৎ পূর্ব্বনিবর্ত্তের অনুমাপক। ইন্দ্রিয় নিচয় স্বপ্নাবস্থায় নিরপেক্ষ থাকিলেও, একমাত্র মন সমস্তের কার্য্য করে। মনে কার্য্য ও কারণ উভয় সমাবেশ আছে। জাগ্রৎ চিন্তার অনুমান বা ছায়া স্বপ্ন নহে। যাহা এতদ্ভিন্ন তাহাই স্বপ্ন।

কেহ বলেন স্বপ্ন অদৃষ্টহেতু উৎপন্ন ও দর্শন হয়। কেহ বলেন সংস্কার হেতু দর্শন হয়। এই সকল অনুমান, যোগ্য বটে। আমরা বলি স্বপ্নের ব্যাপার, সংস্কার বশতই হয়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেইরূপ ব্যাপার স্বপ্নে নাই। কিন্তু বিষয়; অদৃষ্ট বশতঃ সুখ দুঃখের উদ্বোধক রূপে স্বপ্ন দর্শন ঘটে। স্বপ্নের প্রত্যক্ষ বিষয়, অদৃষ্টমূলক তাহার আর সন্দেহ নাই।

ওঁকাররূপী ব্রহ্মের তৈজসপুরুষ দ্বিতীয়পাদ, এই তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয়। স্বপ্নাবস্থা ইহার স্থান। এই তৈজস স্বপ্ন কালেও আপন মহিমা প্রকাশ করে। সুতরাং স্বপ্নে পরমার্থ তত্ত্ব নাই, তাহা নহে। গ্রন্থ গৌরব কষ্টকর।

কাল।

যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, অথচ গুণবান্ তাহাই ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর নিত্য-শব্দবাচকও নহে। নিত্যশব্দের বহুত্ব আছে। "অহরহঃ ক্রিয়-মানত্বেন বিধিবোধিতং নিত্যং"। যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। সনাতন, সদাতন, চিরস্থায়ী, সদাকালস্থায়ী, এই সকল বাক্য মাস বৎসর ও যুগসম্বন্ধীয় কালাত্মক বাক্য মাত্র। কালাশ্রিত কর্ম্ম আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিতে পারি। প্রত্যক্ষব্যতীত আমরা কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে অক্ষম, সুতরাং ঈশ্বরেও প্রত্যক্ষানুরূপ উপাধি প্রদান করি। যে হেতু ঈশ্বর নিরূপাধি। অনুমান ও শাব্দ ইত্যাদি প্রমাণ, প্রত্যক্ষের কিঙ্কর। কাল অপ্রত্যক্ষ ও গুণবান্ হইলেও ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ। কালিক সম্বন্ধ কখন বৃত্তিনিয়ামক, কখন বৃত্ত্য নিয়ামক হয়। "কালে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত" এই রূপ বাক্য বৃত্তি নিয়ামক কালিক সম্বন্ধ, মহাকাল নামে কথিত। "কালে সর্ব্বম্" ইহাও মহাকাল বিষয়িণী প্রতীতি। সূর্য্য ও চন্দ্রাবচ্ছিন্ন নক্ষত্রাদি বিহিত কালকে খণ্ড কাল বলে, ইহাই কার্য্যোপযোগী। "ক্রিয়ৈব কালঃ" ইতি গমনস্পন্দ-নাদিরূপ ক্রিয়াবিশেষকে খণ্ডকাল বলে। কাল অচল অটল ও কল্পান্তস্থায়ী। কর্ম্মের স্রোতঃ আছে কিন্তু কালের স্রোতঃ নাই, কালে চিহ্ন থাকে না। কর্ম্মের দ্বারাই কালে চিহ্নবৎ প্রতীতি হয়। যেমন

ইদানীং তদানীং প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ কালাশ্রিত কর্ম্মের প্রত্যয়ার্থ প্রয়োগ হয়। দ্রব্যোৎপন্ন, স্থিতি ও লয় কালধর্ম্ম। কালের নাশ নাই ধ্বংশ আছে। যেমন আকাশের শব্দসমবায়িত্ব আছে। কালেও কর্ম্মসমবায়িত্ব আছে। বিহিত কালে কার্য্য না করিলে, ঐ কার্য্য শুভ প্রদান করে না। দৃষ্ট ফল, কাল ইহকালেই প্রদান করে। অদৃষ্ট ফল, মৃত্যুর পর প্রদান করে, ইহাও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু কর্ত্তার প্রত্যক্ষ হয় কি না, আমরা বুঝিতে পারি না। নিবর্ত্তকারণ পরজন্মে তত্তৎ কালের জন্য কাল বহন করে। কালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, স্বর্গ অপবর্গ ও সুখের হেতু, আবার ঐ কর্ম্ম যদি অকালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নরকের হেতু। কালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কাল সমুদায়কে কর্ম্মোপযোগী করে। ধর্ম্ম, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ত্তব্য, ভোগ, সম্মান, পারদর্শিতা, প্রবৃত্তি, কবিত্ব, ক্ষমতা, আসক্তি, বিচ্ছেদ, দ্বেষ, বিনয়, বিত্ত, বিকার, সরলতা, কুটিলতা, সংযোগ, বিয়োগ, ইত্যাদি কালই নিয়োজিত করে। সমস্ত নিদ্রিত হইলেও কাল সর্ব্বসময় জাগরিত থাকে। কাল অভ্রান্ত, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কালের গতি অতীব দুর্লক্ষ্য। কোথাও স্থূল কোথাও সূক্ষ্মরূপে কাল সঞ্চারিত হইতেছে। শাস্ত্র বলেন, "তত্তঃ কাল স্ততঃ কর্ম্ম ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে" আমাদের দৃষ্ট-প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ, এবং অদৃষ্টপ্রয়োজন মুখ্যরূপ ফল, এই ত্রিবিধ ফল ধর্ম্মের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়। কতকগুলি কর্ম্মের ফল, যাহা ইহ জন্মে প্রাপ্তব্য, কোন কারণবশতঃ তাহা প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইলে ঐরূপ কর্ম্মফল নিবর্ত্তকারণরূপে পর জন্মের জন্য অপেক্ষা করে। যাহা পরজন্মনিমিত্তক সংকল্পিতঅদৃষ্টজনককর্ম্ম, তাহা সম্যক্ নিবর্ত্তকারণরূপে, পরজন্মে ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কাল বহন করে, এবং ষড়্ ঋতুর ন্যায় ক্রমশঃ প্রেরণ করে। সেইরূপ, কর্ম্মফল ও পরম্পরা রূপে ইহ জন্মে ও পরজন্মে প্রেরণ করে। গ্রহ নক্ষত্রাদি ও কাল ধর্ম্মে নিয়মিত। কাল ত্রিবিধ, মহাকাল, খণ্ডকাল ও দৈব কাল। কর্ম্মফল নিষ্পন্ন ব্যতীত উহার অন্য চেষ্টা বা ক্রিয়া নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার নর্ত্তনাগার। এবং স্বীয় ভার্য্যা রূপ নিয়-

তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত। শিশু, যেরূপ লগ্নে ভূমিষ্ট হয় সেই অনুযায়ী পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নিরুদ্বেগে প্রাপ্ত হইতে থাকে, কোন শক্তি দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ঐ শিশুর মৃত্যু পর্য্যন্ত ফল, জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

॥ ওঁ ॥ বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ওঁ ॥

কেবল নিষিদ্ধকর্ম্মবর্জ্জনে শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ সুখলাভ হয় না। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও মোক্ষ ভাগী হইতে পারে। ব্রহ্মহত্যা গুরুদ্রোহাদি নিষিদ্ধ কার্য্যে দুঃখ লাভ হয়। শুভাদৃষ্টজনক কার্য্যে সুখ লাভ হয়। উভয় প্রকার বিধিবোধিত কর্ম্ম, বিধি পূর্ব্বক ত্যাগে মোক্ষ লাভ হয়। ইহা ব্যবহারিকের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাও তত্ত্বজ্ঞানের একতর পন্থা। তত্ত্বজ্ঞানে সংসারের নিবৃত্তি হয়।

পরমার্থ বোধক জ্ঞান দ্বিবিধ। বেদ বিহিত অদৃষ্টজনক কর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাই কর্ম্মনিষ্ঠ মুক্তি বিধায়ক জ্ঞান। সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন আধ্যাপনা দ্বারা যে জ্ঞান, তাহাই কার্য্যনিষ্ঠ মুক্তিবিধায়ক জ্ঞান। বেদার্থাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থিগণ, পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা শিক্ষা করিবে। বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিস্ এই ষড়ঙ্গ অপরা বিদ্যা। যাহার দ্বারা ঈশ্বরবিজ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। যিনি অদৃশ্য, অর্থাৎ মনোনেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য। যাহার বাহ্য প্রকৃতি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। যিনি সর্ব্বগ ও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, যাহার ব্যয় নাই অপচয় নাই, যিনি সৃষ্টির কারণেরও কারণ। যিনি মনুষ্যবুদ্ধি এবং মনের অগোচর। যিনি দাতা এবং দয়ালু। ব্রহ্মবিদ্গণ যাহাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। যে বিদ্যা দ্বারা তত্তৎ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই পরা বিদ্যা। অধ্যয়নাদি কার্য্যের দ্বারা অপরা বিদ্যা লাভ হয়। সুতরাং অপরা দ্বারাই কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পরাবিদ্যা লাভ করিতে হয়। মনুষ্য কর্ম্মীর নিকট বাসকরিয়া কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম শিক্ষা করে। পুস্তক পাঠে অর্থাৎ বাক্যে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়

না।. এই নিয়ম সকল কার্য্যেই প্রচলিত। এইরূপ কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞানেই ঈশ্বরকে জানা যায়। নচেৎ অন্য উপায় নাই।

উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥ ইতি

বেদবিহিত কর্ম্মে দ্বারাই সফল হইতে পারে, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, স্নান, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলেবাস, বানপ্রস্থাশ্রম, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, দিক্‌নিয়ম, কালনিয়ম, নক্ষত্রনিয়ম, দ্রব্যনিয়ম, মন্ত্রনিয়ম, পাত্রনিয়ম। এই সকল কার্য্যে দ্বারা অদৃষ্ট লাভ করা যায়। অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে অদৃষ্ট হেতু হইবে তাহা বলিতেছি না। মুখ্য (পূর্ব্বোক্তধনাদিরূপ) ফল যদি অদৃষ্টের দ্বারা লাভ করিতে হইল, তবে দৃষ্ট, অদৃষ্ট, উভয় প্রয়োজনই, অদৃষ্টজনক কার্য্যের অধীন হইল। যেমন পুত্রেষ্টি যাগে পুত্রলাভ হয়, ইহাও অদৃষ্ট প্রয়োজন বলিব। যেহেতু ইহা ধর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

শূদ্রাদির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস নাই। তবে কলিকালে সকলের পক্ষেই সমান হইয়া উঠিয়াছে। আর বড়একটা ইতরবিশেষ নাই। মোট কথা সকল জাতির পক্ষে এক্ষণে পরাশর উক্ত ধর্ম্মই প্রচলিত দেখা যায়। নাম মাহাত্ম্য ও দান মাহাত্ম্যই কলিতে প্রবল। অপর সকল ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যবহারিক প্রবৃত্তির অল্পতা দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যোক্ত ধর্ম্ম অতি সহজবোধ্য, অল্প পরিশ্রমসাধ্য এবং নিশ্চিত।

তথাহি—

তপঃ পরং কৃত যুগে,
ত্রেতায়াং জ্ঞান-মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞ মিত্যাহুঃ,
দানমেকং কলৌ যুগে॥

(ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিষয়ঃ)

কলিকালে একমাত্র ধর্ম্ম দান, এবং কায়িক ও মানসিক নাম। ইহা সর্ব্বজাতীয়সম্প্রদায় সম্মত। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, ব্যাঘাত, ও সংশয়ের কারণ দেখা যায় না। শাস্ত্র বলেন "কলৌ নামানি সর্ব্বদা" যাহা মানসিক নাম, অর্থাৎ মনে মনে সর্ব্বদা উচ্চারণ করা যায়, তাহার পক্ষে

স্থান-বা শুচি অশুচির কোন বিচার করিতে হয় না। নচেৎ শুচি ও সুস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নামে গুরু-উপদেশ বিশেষ প্রয়োজন হইবে। যখন শিষ্য এইরূপ নামে উত্তীর্ণ হইবে, তখন গুরু ও অনাবশ্যক, তাহার পর অন্য বিষয়ে মন নিযুক্ত থাকিলেও, নাম, মনে মনে আপনা হইতে উচ্চারিত হইবে, আর বাধা বিপত্তি মানিবে না।

অশুচির অভাবকেই শুচি বলে। কাল ও সহকারিকারণ হইতে সকল কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয়। যে কারণে কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মে, সেই কারণই সেই কার্য্যের প্রযোজক ও প্রবর্ত্তক হয়। এবং সেইরূপ কার্য্য হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার আত্মার সহগামী। দেখ, কোন ব্যক্তি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যদি পূর্ব্ববঙ্গে বাস করে, তবে তাহাকে আর পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়া চিনিতে পারা যায় না।

দান ও বেদ শাসন। বেদ বাক্যই প্রমাজ্ঞান উৎপাদক। অভ্রান্ত-বুদ্ধি দ্বারাই বেদ প্রতিষ্ঠিত। প্রমাজ্ঞান বেদই প্রদান করে। ঈশ্বর ভিন্ন সমস্তই জড়। দান বুদ্ধিপূর্ব্বক না হইলে নিস্ফল হইয়া, দুরদৃষ্ট জন্মিবে। ধন অতিশয় মমতার বস্তু, ইহা সংসারিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন, সেই ধন যে, অকাতরে প্রদত্ত হয়, ইহাও বেদ শাসনমূলক। দান প্রতি-গ্রহেও পত্রাপাত্র নির্ণয়ে, বেদশাসন আমাদের অন্তর্নিহিত ও সম্মানিত। বস্তু বিশেষ দান করিতে আছে, বস্তু বিশেষে নাই। বস্তু বিশেষে প্রতিগ্রহ আছে, আবার বস্তু বিশেষে নাই। এই বিরেচনা করিয়া ধনার্থী যে গ্রহণ করে, তাহাও বেদশাসন মূলক। সামান্য কএক জন লোকে যে কথা বলে, বা যাহাকে সম্মান করে, তাহা রাজদ্বারেও গৃহীত হয়। মহর্ষি ও মহাপুরুষগণের আদি কাল হইতে সেবিত ও সম্মানিত বলিয়া, বেদ প্রমাণশাস্ত্র।

যদি বল পরদুঃখের অনুভবাত্মকজ্ঞানই দানের কারণ? পরের দুঃখ হইয়াছে তাহার জন্যই দান করে। এই কথা সম্ভব হয় না, তাহার হেতু এই যে, এক আত্মাতে দুঃখ বা অভাব উৎপন্ন হইলে, পরকীয় প্রবৃত্তির হেতু হয় না। যে দাতা—সেই আত্মায় এমন কোন জ্ঞান

আবশ্যক, যাহা প্রবৃত্তির কারণ হয়। সেই জ্ঞান, দাতার ইষ্টসাধন জ্ঞান এবং উভয় নিষ্ঠ। সেই যে ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান, তাহা বেদাদর-মূলক। দান করিলে পরজন্মে পুনঃ প্রাপ্ত বা স্বর্গলাভ হইবে, এইরূপ জ্ঞানই দানপ্রবৃত্তির হেতু। এই যে সংস্কার ইহা বেদমূলক। নতুবা একের দুঃখে অন্যের দান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল, এরূপ হয় না, মুখে যাহাই বল।

অন্য পক্ষে যদি একের দুঃখে অপরের ভোগ হইত, এবং ঐরূপ দুঃখই যদি দানপ্রবৃত্তির কারণ হইত, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তিকেও দান বা ভোজন করাইবার প্রবৃত্তি হইত। কোন দস্যু নরহত্যাদি পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইলে—তাহাকে ভোজন করাইবার প্রবৃত্তি ত হয় না। যাহাকে ভোজন বা দান করিলে অনিষ্ট, অর্থাৎ পাপ হয়, তাহাকে কেহ দান করে না। সুতরাং দানের পাত্রাপাত্র আছে ইহা সহজেই বোধ হইতেছে।

অভাববশতঃ প্রতিগ্রহপ্রবৃত্তি, হীনের নিকট, সমানের নিকট, এবং উৎকৃষ্টের নিকট, ইহাও বেদশাসনমূলক। যাহার নিকট প্রতি-গ্রহে দুরদৃষ্ট জন্মে, যাহার নিকট আপদে প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য, এবং যাহার নিকট প্রতিগ্রহে শুভাদৃষ্ট জন্মে। ইহাকেই হীন, সমান, এবং উৎকৃষ্ট প্রতিগ্রহ বলে, ইহাও বেদাদর মূলক। দান ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। বাল্যাবস্থায় কোন কার্য্য-ফল নাই, দাতার বিবেচনা পূর্ব্বক দান করা কর্ত্তব্য। দাতার সাহায্যে যদি কোন দুষ্ট প্রতিপালিত হয় তাহার পাপের অংশ দাতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যুক্তিসিদ্ধ, যদি কোন দুঃখিবালককে কোন দাতা প্রতিপালন বা সাহায্য করেন। ঐ বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যদি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে ঐ পাপের অংশ দাতার প্রাপ্য হইবে না কেন? সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার দাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূরিদান বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার নিষ্প্রয়োজন হয়।

তথাচ—

দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্ত্তিকং।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্র মাসাদ্য শক্তিতঃ॥

যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতে নানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥

ভূরিদান অর্থে, প্রার্থী উপস্থিত হইলে কোন বিচার না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে ভূরিদান বলে। এইরূপ দানে দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র নিয়মের অপেক্ষা নাই। যদি ঐরূপ সংকল্পে কোন প্রার্থী বৈমুখ হয়, কিম্বা কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটে; তবে দাতা পাপভাগী হইবে। এইরূপ দান করিতে করিতে অদৃষ্ট বশতঃ দানীয় দ্রব্য যদি কোন সৎপাত্রে ন্যস্ত হয়, তবে ঐরূপ গৃহীতা—দাতার উর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিবে। ইহাই ভূরি দানের অভিসন্ধি ও আকাঙ্ক্ষা।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥

ভূরিদান ব্যতীত সামান্য দানে পাত্রাপাত্র, দেশ ও কাল অতিশয় প্রয়োজনীয় হইবে। ব্রাহ্মণগৃহীতার পক্ষেও বিচার করিবে, যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নাই, অধ্যয়নাদি নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যাহার বিলক্ষণ রুচি আছে, এরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পাষাণময় ভেলা দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে, যেমন সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়। তদ্রূপ তিনিও সেই দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হইবেন।

যুগধৰ্ম্ম ভেদে দান চতুর্ব্বিধ।

অভিগম্যোত্তমং দানং ত্রেতায়ামাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥

যুগভেদপ্রযুক্ত মনুষ্যের দানধর্ম্মে সাধারণপ্রবৃত্তি এইরূপ। কলির প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যক্ষবিষয়। পুনশ্চ উত্তম অধম নিরূপণ করিতেছেন।——

অভিগম্যোত্তমং দান মাহূতশ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ মানং স্যাৎ সেবা দানঞ্চনিষ্ফলং॥

গৃহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দাতা যে দান করে, তাহাই উত্তম দান। গৃহীতাকে আহ্বান করিয়া যাহা করেন, তাহাই মধ্যম। গৃহীতার প্রার্থনানুসারে যে দান, তাহাই অধম শ্রেণীর দান, এবং সেবা দান

অর্থাৎ প্রত্যুপকার বা সেবা করিলে দাতা যে দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই নিষ্ফল হয়। যাহা দান করা যায় পরজন্মে সেই বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি তাহাই বল, ঐ সকল তবে দান না করিয়া ঐ বস্তু ইহজন্মে ভোগ করাই কর্ত্তব্য, দানের প্রয়োজন কি? তাহা নহে, দানে দূরিত ক্ষয় হয়। শুভাদৃষ্ট জন্মে। স্বর্গ অপবর্গের অধিকারী হয়, এবং অভিসন্ধি থাকিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উত্তম দানে লক্ষ গুণ বৃদ্ধি, মধ্যম দানে ঐ বস্তু সহস্র গুণ বৃদ্ধি, অধম দানে শত গুণ বৃদ্ধি, সেবাদান সর্ব্বদাই নিষ্ফল হয়। ইহজন্মের সঞ্চিত অর্থরাশি সহগামী হয় না, কিন্তু দানীয় প্রদত্ত হইলে উহা জন্মান্তরে সহগামী হয়। নচেৎ এইখানেই থাকে। একমাত্র দানই লইয়া যাইবার উপায়। তবে বিবেচনামত ধনাদি প্রেরণ করিতে না পারিলে, পরজন্মেও কাড়িয়া লয়। ইতি স্পষ্টম্॥

ফলতঃ রাগ, দ্বেষ, তমঃ, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ক্লেশকর ও নিরর্থক হইবে। বরং দুরদৃষ্ট জন্মিবে, রাগাদির বশীভূত হইয়া যে ধন সঞ্চয় বা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা দান করিলে সেই অর্থের পূর্ব্বস্বামী ফল ভাগী হয়। অর্থাৎ রাজস বা তামস উপায়ে উপার্জ্জিত ধনে কার্য্য করিলে ফল দর্শে না। সাত্ত্বিক উপায়ে লব্ধ অর্থই অদৃষ্ট কার্য্যের প্রশস্ত। পুরুষ রাগাদির বশীভূত হইয়া যে কিছু ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, সে সকলই দম্ভময় হয়। অতএব অতিশয় যত্নসহকারে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ব্যাধির বিনাশ হেতু সচ্ছাস্ত্রানুশীলন ও সাধুসঙ্গ এই দুই মহৌষধ সংগ্রহ করা উচিত। বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া এই ঔষধদ্বয় সংগ্রহে যত্নবান্ হইবে। দেখ, দুর্দ্দান্ত মুসলমান নবাব আওরঙ্গজেব, স্বহস্তে একটী উষ্ণীষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এত অধিক সম্পদ ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও, ঐ উষ্ণীষ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থগুলি মস্‌জেদে দিতে তাহার পুত্রাদি দায়াদগণকে অনুরোধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সকলেরই সমান।

যদি চ সকলেই তত্ত্বজ্ঞানাদি অন্বেষণ বা উপার্জ্জন করে না, কিন্তু ইহ জন্মের সুখশান্তি সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। সকল অদৃষ্টে

সেরূপ ঘটে না। সেই জন্যই স্বর্গ অপবর্গ এবং সুখ এত অধিক দুষ্প্রাপ্য, যে ব্যক্তি ইহ সুখে বঞ্চিত তাহারই ইহসুখে বিশেষ আগ্রহ আসক্তি। যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহাতেই আদর আকিঞ্চন অধিক, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব ও অভ্যাস। যে-মনের ইচ্ছাপূর্ণ করিতে পারে তাহাকেই সাংসারিক লোক সুখী বলে। স্থানীয় সুখ, জ্ঞান ও মুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ না হইলে প্রয়োজন বা প্রলোভন কিছুই হয় না। পরজন্মে কবে কি হইবে না হইবে, সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া থাকা যায় না, ইহা পরম সত্য। বরং ইহাতে বঞ্চিত ও পরজন্মে ভ্রষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ভোগেই ভোগপ্রবৃত্তি শান্ত হয়। নতুবা অশান্ত হৃদয়ে কোন আশাই ফলবতী হয় না। আমরা মনে করি এই পৃথিবীতে স্বর্গাপেক্ষা ও সুখের স্থান আছে। এবং মন, এই নশ্বর হৃদয়ে এত মহার্ঘ সুখের আসন পাতিতে পারে যে, তাহা দেবতার ও দুর্লভ। এই নশ্বর জীবনে নশ্বর জগতের দুঃখময়ক্রোড়ে হীন মানব জন্মে যে, দেবগণ অপেক্ষাও সুখের অধিকারী হয়, তাহাই আমরা জানি। বাস্তবিক তাহা মিথ্যাও নহে। কিন্তু ভোগ না করিলে ইহার অনুভব হয় না এবং বিতৃষ্ণা ও হয় না। দীর্ঘকাল ভোগে অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত হইয়া মন শান্ত হয়, তবে বুঝিতে পারে যে, দেবদুর্ল্লভ সুখ সত্যই আছে কি না। তখন আর ঐরূপ সুখের লালিত্য থাকে না, স্বাভাবিক অবস্থার প্রতীতি জন্মে। সুতরাং বিরক্ত জনক হইয়া উঠে। যেমন সুন্দর উদ্যান ও কালক্রমে কণ্টকাকীর্ণ হয়, সেইরূপ সুখের মধ্যেও দুঃখের বীজ থাকে। সেই বীজ উপ্ত হইয়া কালে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়ে। আর ভাল লাগে না, আগ্রহও থাকে না। তখন বিরাগবশতঃ রাজসবৈরাগ্য বা নিত্যকর্ম্মবৎ সুখাভিলাষে বিতৃষ্ণা জন্মে। এইরূপ বিতৃষ্ণার ফলে সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে, এবং স্বর্গাদি বিষয়ের অধিকারী হয়। নতুবা নহে।

যাহারা ইহসুখভোগে নিমজ্জিত ও পরিতৃপ্ত, যাহারা মনুষ্যপদবাচ্য, তাহারা ইহার মধ্যে আর সুখ খুঁজিয়া পায় না। তাহারা

দেখে, তাঁহারই লীলা চাতুর্য্য। তাহারা দেখে, ঐশ্বর্য্যাদিতে সুখশান্তির লেশমাত্র নাই। তাহারা দেখে সকলই দুঃখময়, মিথ্যাপ্রলোভন। তখন তাহারা বুঝে, সুখী, দুঃখী, রাজা, প্রজা, এক সূত্রে গ্রথিত। ইতর বিশেষ কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পীড়ার অসীমযন্ত্রণায় দিবারাত্র অস্থির, অবকাশ মাত্র নাই। তাহার যান, বাহন, সূক্ষ্মবস্ত্র, সুস্বাদু খাদ্য, দুগ্ধফেনসন্নিভশয্যা, কি সুখ বিধান করিবে? যে স্ত্রীর উপপতি অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই স্ত্রীর প্রণয়ে কি সুখ হইবে? প্রবৃত্তির অভাবে সকলই দুঃখ-ময় বোধ হয়। ঐরূপ সুখের হস্ত হইতে তখন পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করে। আর প্রলোভনে মুগ্ধ হয় না। তাহারা তখন সুখের স্ফুট অর্থ বুঝে। নচেৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বা আকাঙ্ক্ষাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই মুক্তি ভাগী বা সুখী হইতে পারে না। কর্ম্মনিষ্ঠ-জ্ঞানই এক মাত্র অবলম্বন, অন্য উপায় নাই। যখন ভোগের পর নিবৃত্তির আশ্রয় লাভ করে, তখন তাহারা সুখ চিনিয়া লইতে পারে, এবং সুখের অন্বেষণ করে। তখন জন্মান্তর দেখিতে পায়। ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের উপলব্ধির শক্তি জন্মে। তখন জন্মান্তরের চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজা রামকৃষ্ণ মহারাজ অতুলঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, পরমরূপবতী স্ত্রীলাভ করিয়াও সুখ খুঁজিয়া পান নাই। রঘুনাথ দাস, হিরণ্য গোবর্দ্ধনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া প্রভূত ধনের অধিকারী; এবং সুন্দরী ও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর পতিত্বলাভে সুখী হইয়া ও সুখ খুঁজিয়া পান নাই। তাই ইহারা উভয়েই ইদানীন্তনকালে সুখের জন্য সর্ব্বত্যাগী। কোনকারণ বশতঃ ইহাদের রাজস বৈরাগ্য নহে। বীভৎস দৃশ্যেও ইহারা বিরাগী নহেন। ইহারা শ্মশান, বিপদ ও দৈন্যবশতঃ বিরাগী নহেন। কোন রোগগ্রস্তও হন নাই। তবে সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত; কারণ ব্যতীতই এই মনোহর বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা সাধুদিগের ও বিস্ময় কর। এই অকৃত্রিম বৈরাগ্য তাহাদের অতিশয় মহত্ত্বের পরিচয়। যে সুখদুঃখ চিনিতে

পারে, তাহার এইরূপ গতি হইয়া থাকে। লালাবাবুর এই জাতীয় বৈরাগ্য নহে, উহা কারণ বশতঃ রাজস বৈরাগ্য মাত্র।

যতই মৃত্যু নিকটস্থ হয়, ততই দৈববিপাকজন্য ভীত হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় অধিকার জন্মে। ইহাই অধিকারী শব্দের প্রকৃত অর্থ। ভোগেই ভোগ নিবৃত্তি হয়, আহারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। দৃষ্টিতে ক্ষুধার শান্তি না হইয়া, দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। কখন ও শান্তিসহবাস ঘটে না। তাহার হৃদয়ে শান্তিদেবীর স্থানাভাব।

কেহ বা ইহজন্মের নৈরাশ্যে, পরজন্মে সুখলাভহেতু অদৃষ্ট-জনক কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরজন্মে সংকল্পানুরূপ ইষ্টও সিদ্ধি হয়। এবং ভোগের দ্বারা নিবৃত্তির অধিকারী হইয়া মোক্ষ বা সুখ লাভ করে। যখন ঐরূপ কার্য্যে সক্ষম না হয়, তখন বিরাগ আসিয়া অধিকার করে এবং ঈশ্বরে মতি হয়। কেহ কেহ ধৈর্য্যাবলম্বনে অশক্ত হইয়া শারীরিক বল বা, কৌশলের সাহায্যে সুখী হইবার প্রয়াস পায়। ইহাতেও পাপপ্রবৃত্তি জন্মে। কেহ বা উদরজ্বালায় প্রজ্বলিত হইয়া জ্ঞান হারায়। ইহাও পাপপ্রবৃত্তির কারণ হইয়া জন্মান্তরে পুনশ্চ কষ্ট ভোগ করে। ইচ্ছাময়ের কৌশল দুর্ভেদ্য এবং বুদ্ধির অবিষয়। ইহাকে আমরা সামান্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম ফল ভিন্ন কি বলিব? যে কারণে যাহার জন্ম, সে সেই কাজই করে।

একজন বিবেকী বলিয়াছেন ঃ—

নমস্যামো দেবান্নন্নু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তং কর্ম্মৈক ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎকর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। ইতি

তপশ্চরণ করিতেছিলাম। এক্ষণে আপনি দয়াপরবশ বরদা হইয়াছেন। সম্প্রতি আমাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে। আর আমার পতি লাভের বাসনা নাই। এক্ষণে কিরূপ কর্ম্মবিপাকে আমার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করুন।

দেবী বলিলেন, হে রাজকন্যে? পূর্ব্বজন্মে তুমি চাণ্ডালী ছিলে, তোমার বহু সন্তান ছিল। একদিবস জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে, তোমার পুত্রগণসহ তুমি ঐ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে ছিলে। দৈবযোগে একটি কূপ তোমার দৃষ্টি গোচর হইলে, তুমি আনন্দের সহিত পুত্রগণসহ কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলে; একটি কপিলা তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপানের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঐ কূপে এতাদৃশ স্বল্প জল ছিল যে, কপিলাকে পান করিতে দিলে, তোমাদের কুলান হয় না। তখন তোমার শরীরে দয়া উদয় হইল। এবং ঐ জল উত্তোলন করিয়া ঐ কপিলার প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলে। আপনার ও পুত্রগণের প্রাণের মমতা কর নাই। পরে স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা পুত্রগণকে রক্ষা করিয়া, আপনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে। এই কপিলাভক্তিসহ মৃত্যু হইয়াছিল। এবং এই কর্ম্মবিপাক হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সুখী বা মোক্ষভাগিনী হইতে পার নাই। এক্ষণে আর ক্ষোভের প্রয়োজন নাই। তোমার কর্ম্ম, পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর তুমি সুখী ও মোক্ষভাগিনী হইলে। আমি তোমাকে আমার কিঙ্করীরূপে গ্রহণ করিলাম। এই বলিয়া মহাদেবী, শর্ম্মিষ্ঠাকে যৌবন প্রদান করিয়া রাজকন্যা সহ অন্তর্হিত হইলেন।

ঐ চাণ্ডালী দৈবাৎ পূর্ব্বজন্মে তপস্যাদি কার্য্য বিনা, দয়াপরবশ হইয় কপিলার জীবনদানরূপ অদৃষ্টলাভ করিয়া রাজকন্যা হইয়াও সুখ বা মোক্ষভাগিনী হইতে পারেন নাই। যখন বিহিতকর্ম্মযোগে সংস্কৃতা হইলেন, তখনই তিনি সুখ ও মোক্ষের উপযুক্তা হইলেন। সুতরাং অসম্পূর্ণ কর্ম্মে সুখ লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিদ্বারা যদিচ মুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ মুক্তিতে কদাচ সুখলাভ হয় না।

প্রযত্ন অভাবে কোন কারণবশতঃ যে ভক্তি হয়, তাহা ক্রিয়াত্মিকা বলা যায় না। জ্ঞান যত্নসাধ্য, উহা ক্রিয়ার ধর্ম্মবিশেষ। সামান্যতঃ আপন ইচ্ছায় জ্ঞানাশ্রিতা ভক্তি জন্মে না। পুত্রকলত্রাদি বা ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি নহে। উহা এক প্রকার লোভ। ভক্তি ইহ বা পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়ার ফল। ভক্তির দ্বারা উপকার বা অপকার উভয় সিদ্ধ হয়। যাহা ক্রিয়াশ্রয়ী নহে তাহার ফলও সেইরূপ। স্বভাবভূত-বৃত্তিভেদে ভক্তির ও ভেদ হয়, ইহার সন্দেহ নাই। এই নশ্বর জগতে নশ্বরকর্ম্মহেতু ভক্তি, বা কর্ম্মফল অবিনশ্বর হইবে কেন? অনুরাগ ভক্তি নহে। দাস্য এই সামান্য ভক্তির উদ্বোধক। ভৌতিক না হইলে ও ভক্তির নাশ আছে। সমস্ত বস্তু, রস, বা ভাব সংযোগাদির ফল। সামান্য জ্ঞানের বিশেষেও এইরূপ ভক্তির বিশেষ হয়। কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত, কুব্যবহার কুপ্রথা, কুদৃষ্টি, কুদৃশ্য হইতে কালক্রমে কুসংস্কার জন্মে। পুনশ্চ সুসংস্কারে ঐরূপ ভক্তি বিশ্বাসের নাশও হয়। ভক্তির ও অভক্তি আছে। সংস্কার ত্রিবিধ—ভাবনাখ্য, স্থিতিস্থাপকাখ্য, ও বেগাখ্য।

ক্রিয়াশক্তি অহংকার। অহং ত্রিবিধ, বৈকারিক—মনঃ। তৈজস—ইন্দ্রিয়। তামস—ভূত॥ ত্রিবিধ ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে বা গীতায় দ্রষ্টব্য॥

রস ও ভাব, ভক্তিপ্রবর্ত্তক। জ্ঞানকর্ম্মে যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ। কৃষ্ণবশহেতু এক প্রেমভক্তিরস॥ যাহাকে আমরা দেখি নাই, চিনিনা, জানিনা, তাহাতে ভক্তি করিব, ভাল বাসিব কিরূপে? ইহা কখনও সম্ভব নহে। *ঈশ্বরকে আমরা জানিনা বা জানিবার উপায় নাই* বলিয়া চেষ্টাও করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে ভাল বাসিব কি প্রকারে? জোর করিয়া, ভয় করিয়া, ভালরূপ না জানিয়া, না দেখিয়া, কি ভালবাসা যায়?

ভাব প্রত্যয়ে রসাধিক্যবশতঃ না দেখিয়াও ভাল বাসা হয়, ইহা সাবয়ব পদার্থে আমরা দেখি। দেখ—কামোদ্রেকহেতু শৃঙ্গার রসের আধিক্য হয়। এই ইচ্ছা মনেই জন্মগ্রহণ করে, সেই জন্য কামের

একটি নাম "মনসিজ" রাখিয়াছেন। সমস্তরসেরই অধিক্য মনে। মনই রসের অবলম্বন, তাহার পর ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ হয়। শৃঙ্গার রসে প্রায় উত্তম নায়ক হয়। এস্থলে পরস্ত্রী বা অনুরাগবিহীনা বেশ্যা পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। যেমন সাধনাবিষয়ে ঈশ্বরানুরাগবিহীন সাধক বর্জ্জন করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ। যেমন সেব্য সেবক সাধনায় প্রয়োজন। শৃঙ্গার রসে, নায়ক নায়িকা অবলম্বনস্বরূপ হইবে। তবে সাধনায় গুরু, ইহাতে দূত, স্তুতিপাঠক বা সখী কার্য্যসাধকরূপে প্রয়োজন হইবে।

সকল রসের উদ্দীপকভাব আছে। শৃঙ্গাররসে—চন্দ্র, চন্দন, ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, বসন্তকাল ইত্যাদি উদ্দীপক। সাধনায় আত্মপরিচয় উদ্দীপক হয়। নচেৎ সাধনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। যেমন রূপজ মোহ প্রণয়ের নাশক, সেইরূপ আত্ম বিষয়ে অন্ধত্ব, সাধনার নাশক। ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষ প্রভৃতি, শৃঙ্গাররসের অনুভবনীয়॥ তটস্থ-ভাব সাধনার প্রবৃত্তি।

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে শৃঙ্গার দুই প্রকার হয়। যে স্থলে নায়ক অথবা নায়িকার রতিভাব সম্পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান, কিন্তু কেহ কাহাকেও প্রাপ্ত হইতেছে না, সেই স্থলে বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন হয়। বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। দর্শনে ত হইতেই পারে। দর্শনব্যতীত রূপ অথবা গুণাদি শ্রবণ দ্বারা নায়ক নায়িকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্জাত হইয়া উভয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ যে দশা হয় তাহাই পূর্ব্বরাগ। ঈশ্বরবিষয়ে সাধ্যসাধকভাবে ঠিক এই দশাই হয়। কিন্তু ইহা কাল্পনিকরূপে বিবেচিত হইলে, সাধকের বা নায়ক নায়িকার এরূপ দশা উৎপন্ন হয় না, ইহাকেই ভাবের ঘরে চুরি বলে। ঈশ্বরের রূপগুণাদি গুরু মুখে শুনিতে হয়।

পূর্ব্বরাগে নায়ক নায়িকা, দূত, দূতী স্তুতিপাঠক ও সখীর নিকট রূপগুণাদি শ্রবণ ঘটে। এবং ইন্দ্রজালে, চিত্রে স্বপ্নে, অথবা সাক্ষাৎ রূপে নায়ক নায়িকার দর্শন যথেষ্ট ও সন্তোষজনক হয়। পূর্ব্বরাগে দশদশা উপস্থিত হয় যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ,

প্রলাপ, ব্যাধি, জড়তা, অবশেষে মৃত্যু। ইহাই পরিণাম। পরপর্য্যায়ে প্রথমে দর্শনেচ্ছা, তাহার পর চিত্তের আসক্তি, তাহার পর সংকল্প অর্থাৎ পাইবার ইচ্ছা এবং উপায়চিন্তা, তৎপরে নিদ্রাত্যাগ ক্ষীণতা, বিষয়ে বিরতি, লজ্জাপরিহার, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। এই মৃত্যু অত্যন্ত সুখকর, ইহা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। ইহাও পূর্ব্ব জন্মের উচ্চ সাধনার ফল। শ্রীচৈতন্যের এই সকল অবস্থাই ঘটিয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন। ইহারই নাম প্রেমভক্তি। কাম হইতেই প্রেমের উৎপত্তি তাহার সন্দেহমাত্র নাই। যেমন পঙ্কজে পঙ্কগন্ধ থাকে না। সেইরূপ প্রেমে কাম গন্ধ থাকে না। কামে, মন সঙ্কুচিত হয়। কাম সঙ্কোচক। কিন্তু প্রেম মনকে জগদ্ব্যাপী করে। প্রেম ব্যাপক।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(কবিরাজ গোস্বামী)

সঞ্চারিভাব কাম এবং স্থায়িভাব প্রেম।

নিঃস্বার্থ যে ভাব এবং রস তাহাই প্রেম। দেখ—নদী জল পান করে না। বৃক্ষ ফলাদি উপভোগ করে না। মেঘ নিজের জন্য বর্ষণ করে না। সাধুদিগের সম্পদ নিজের জন্য নহে। বিনা স্বার্থে ইহারা বিতরণ করিয়া জগৎপালন করে। গোপিকাদিগের কাম নিঃস্বার্থ ভাবাপন্ন হইয়া প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্বচ্ছ ও ধৌত বস্ত্রে যেমন দাগ থাকে না, তদ্রূপ প্রেমেও উপাধি নাই। কাম অন্ধতম, গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারে বস্তু থাকিলে যেমন দেখা যায় না, এমন কি নিজেকেও দেখিতে পায় না। কিন্তু সর্প, ব্যাঘ্র, যাহা মনে কর তাহাই যেন সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেইরূপ কামী, তত্ত্ববস্তু দেখিতে পায় না। কেবল পাপই দেখিয়া থাকে। কাষ্ঠের অন্তঃস্থিত অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু ঘর্ষণে দাহিকাশক্তি উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সেইরূপ কামে, প্রেম বর্ত্তমান থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানমিশ্রিত যে কাম, তাহাই প্রেমে পরিণত হইয়া

মুক্তিকেও তুচ্ছ করে। নচেৎ ঐ আন্তরিক কামে বলসঞ্চার হইলে নরকাগ্নি উৎপন্ন হইয়া জীবকে ভস্মীভূত করে। মহাভাবের অধিকারী ব্যক্তি বুঝিতে পারে। "ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব"॥

কল্পনাশক্তির বিকাশ বিষয়ে, ইন্দ্রজাল, চিত্র, প্রতিমা, তেজঃ, শূন্য ইত্যাদি প্রধান। ইহাতেই সগুণ ব্রহ্মের মানসব্যাপাররূপ সাধনা। মূর্ত্তিকল্পনা ব্যাতিরেকে প্রথম প্রবৃত্তির উপায় নাই। পরে মন যখন বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন আর এরূপ ক্রীড়নকের আবশ্যক হয় না॥ তখন দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়। আসলে স্পৃহা হইলে, নকলে ঘৃণা জন্মে ইহাই স্বভাব।

প্রণয়জনিত ঈর্য্যাহেতু যে কোপ তাহাকেই মান বলে। ইহাও সেব্য সেবকের হয়। শ্রীচৈতন্য ইহার প্রদর্শক। পরস্পরের প্রেম গাঢ় হইলেও সেই অবস্থাকে মান বলা যায়। কেবল পুত্রউৎপাদক অবস্থা বা শক্তি প্রেম নহে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। নচেৎ এই সকল উক্তি প্রলাপ বোধ হইবে। সেই কারণ অধিকারীর প্রয়োজন। স্বভাবতঃ প্রেমের কুটিলঈক্ষণ বা ভাব হেতু, কারণ ব্যতীতও প্রণয়ে নায়ক নায়িকার মান হয়। পতি অপর প্রিয়ার সহিত মিলিত হইতেছে ইহা শ্রবণে কিম্বা দেখিলে কিম্বা অনুমানেও স্ত্রী ও পুরুষের মান হয়।

কার্য্যবশতঃ শাপবশতঃ কিম্বা সম্ভ্রমহেতু নায়ক নায়িকার প্রবাস হইয়া থাকে। যদি নায়কের প্রবাস হয়, নায়িকার অঙ্গ মলীন, মস্তকে এক মাত্র বেণী ধারণ করে। দীর্ঘনিশ্বাস সহচররূপে থাকে, ভূমি-শয়ন প্রভৃতি শোকসূচক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন লোকান্তরে গমন করিলে, যদি পুনরায় মিলনের প্রত্যাশা থাকে, সেই নায়ক বা নায়িকার মধ্যে এক জন শোকাকুল হয়, তাহাকেই করুণ বলে, শ্রীচৈতন্যদেবে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

ভক্তের ঈশ্বরদর্শনরূপ মুক্তি, সম্ভোগেরপরাকাষ্ঠা। নায়ক নায়িকার সম্ভোগসুখ ক্ষণিক। পরস্পরের প্রতি আসক্তচিত্তে দর্শন স্পর্শন ইত্যাদি। ঈশ্বরে এইরূপ রতি ও ভালবাসার এক অনির্ব্বচনীয় অবিচ্ছিন্ন

সুখের অধিকারী হওয়া যায়, যে পাইয়াছে সে প্রকাশ করিতে পারে না।

মধুরে লক্ষ্য পড়িলে জগতের যাবতয়ী সুখসম্ভোগ তুচ্ছ হইয়া পড়ে। "প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি"॥ মধুর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রস। শৃঙ্গার ১, বীর ২, করুণ ৩, অদ্ভুত ৪, হাস্য ৫, ভয়ানক ৬, বীভৎস ৭, রৌদ্র ৮, শান্ত ৯, এই নব রসের মধুরে সমাবেশ আছে। শৃঙ্গার বা মধুর সর্ব্বপ্রধান। সখ্য, দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য, মধুর। এই সকল ভাবে নবরসের সামঞ্জস্য। শৃঙ্গার রসে ত্রয়োদশ রসের সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়।

অবিদগ্ধবিধি ভাল না জানে সৃজন।
কোটী নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই॥
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই?

(কবিরাজ গোস্বামী)

তথাহি——

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম?
প্রিয়া যদি মান করি করেন ভৎর্সন।
বেদ স্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি।
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
তটস্থ হইয়া হৃদে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয় পরকীয় ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।

রাধা সহ ক্রীড়ারসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

(ইতি কবিরাজ গোস্বামী)

বস্তুতঃ লেখনীসঞ্চালন বা বাক্যবিন্যাস দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। তদ্রূপ রস বুঝাইবার চেষ্টাও ধৃষ্টতা মাত্র। এই রস বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। রস বিকল্প বা নির্ব্বিকল্পজ্ঞানবেদ্য নহে। ইহা জাতি ব্যক্তি স্বরূপও নহে। ইহা বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মস্বরূপ নহে, বা তাহা হইতে একান্ত ভিন্ন ও নহে। অথচ কাল্পনিকও নহে।

কাব্যপ্রকাশক বলিয়াছেন—জাতি পক্ষ আশ্রয় করিলে ব্যক্তিকে, ও ব্যক্তিপক্ষ আশ্রয়ে জাতিকে, এবং সবিকল্পজ্ঞানাশ্রয় করিলে নির্ব্বিকল্পজ্ঞানকে, যে ভাবে বুঝা যায়, রস ও সেইরূপেই বেদ্য। অতিরিক্ত ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। যেমন যোগী আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে সমর্থ, তদ্রূপ রসিকগণ ও রসতত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ হয়েন। অন্যকে পৃথক্‌রূপে বুঝাইতে না পারিলেও, যেমন সকলেই স্বস্ব আত্মাকে বুঝিতে পারেন, সেইরূপে রসের অনুভবকারীও স্বস্ব রসের আস্বা-দন করিতে ও বুঝিতে পারেন।

ভাব ও রস পৃথক্ হইলেও, ভাববিহীন রস বা রসবিহীন ভাব হয় না। রস ও ভাব ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। এক রস অপর রসের নাশক বা প্রকাশক হয়। যেমন হাস্য, ক্রোধাদির ব্যভিচারী। কোন এক-মাত্র নায়ক হইতে, নানাব্যক্তির নানারসের উদ্ভবও হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্যজ্ঞ প্রবেশ কালে, মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্ররূপজ্ঞানে রৌদ্র রসের অনুভব করিয়া ছিল (১)। প্রজাপুঞ্জ, মানবগণের শ্রেষ্ঠ রূপে দর্শন করিয়া অদ্ভুত রস উপভোগ করিয়াছিল।২। রমণীগণ, কন্দর্প স্বরূপে শৃঙ্গার রসে প্লুত হইয়াছিল।৩। গোপগণ, স্বজনজ্ঞানে শান্তরস উপভোগ করিল।৪। মহীপালগণ, শাসনকর্ত্তা রূপে, বীর রসের অনুভব করিয়াছিল।৫। পিতা মাতা, পুত্রজ্ঞানে করুণরসে আর্দ্র হইল।৬। ভোজপতি, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে জ্ঞাত হইয়া, ভয়ানক

রসে ভীত হইয়াছিল।৭। অজ্ঞগণ, জড়রূপে দর্শন করিয়া হাস্যরস উপভোগ করিল।৮। যোগীগণ, পরম তত্ত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া, শান্তি-রস আশ্রয় করিল।৯। বৃষ্ণিগণ, দেবতাজ্ঞানে অদ্ভুতরসে বিস্মিত হইল।১০॥ কেবল বীভৎস রস কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই॥ যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে রৌদ্র, শান্ত, ও শৃঙ্গার রসের পরস্পর ব্যভিচারী হইলেও যুগপৎ আবির্ভাবে ব্যাঘাত ছিল না। সেইরূপ, যে বস্তু যাহাতে না থাকে, সেই বস্তু তাহা হইতে কেহই প্রাপ্ত হয় না। রত্যাদি কিছুকাল হৃদয়ে ধারণ করিলে, ঐ রস ক্রমশঃ জ্ঞানে পরি-ণত হয়। ঐরূপ জ্ঞানগোচররস সংস্কারে পর্য্যবসিত হইলে অপূর্ব্বত্ব জন্মে। তখন ভাবনাখ্যসংস্কারের নাশ হয় না। বরং কারণান্তরে ফলদায়ক হয়। সুতরাং রসাদি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী॥

কাব্য ও নাট্যাদি, রতি প্রভৃতি ভাবের ও রসের আকর। বিভাব অনুভব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী ও ব্যভিচারী। বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। নায়ক ও নায়িকার অবলম্বনকে আলম্বন বলে। ইহার উদ্দীপক, চন্দ্র, কোকিল, বসন্ত, ইত্যাদি। সম্ভোগে সাহায্যকারী—ছয়-ঋতু, চন্দ্র, সূর্য্য, উদয়, অস্ত, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, উষা, মধুপান, যামিনী, সুগন্ধিবায়ু, অনুলেপন, ভূষণ, প্রমোদ উদ্যান, সুনি-র্ম্মল হর্ম্যাদি॥

নিজ নিজ কারণের আলম্বন উদ্দীপন দ্বারা রত্যাদি ভাবের যে বাহ্য প্রকাশ তাহাকে অনুভব বলে। স্ত্রীগণের অঙ্গজ এবং স্বভাবজ অলংকারকে বিভব বলে। অনুভাবস্বরূপ সত্বিকভাব অলঙ্কারাদি এবং কটাক্ষাদ যে চেষ্টা, তাহাও অনুভব বলা যায়। নিজ আত্মাতে বিশ্রাম-কারী যে রস, তাহার বাহ্য প্রকাশক আন্তরিক ধর্ম্ম-সত্ত্ব। ঐরূপ সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বিকারকে সাত্ত্বিক বিকার বলে। সত্ত্বং প্রকৃতের্গুণঃ সুখহেতুঃ প্রকাশকজ্ঞানং। সতোভাবঃ, বা সুখজনকগুণঃ। ধর্ম্মাশ্চ—প্রসাদঃ হর্ষ, প্রীতিঃ, সন্দেহঃ, ধৃতিঃ, স্মৃতিরিত্যাদি। সত্ত্বমাত্রের জনক হেতু অনুভবের বিরোধী, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য অশ্রু, এবং প্রলয় অর্থাৎ সুখ অথবা দুঃখের দ্বারা চেষ্টা এবং জ্ঞানের নিরা-

কৃতি। স্থিররূপেবর্ত্তমান রত্যাদির নির্বেদ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বা তিরো-ভাব দ্বারা আভিমুখ্যে চরণ, ব্যভিচার। চরণ, মেলক।

যাহার দ্বারা যেরসের বা ভাবের সঞ্চার হয় তাহাকে সেই ভাবের সঞ্চারী বলে। ইহা ক্ষণস্থায়ী ॥

চরমে শৃঙ্গারাদি কোন রসের তারতম্য থাকে না, যে ব্যক্তি কখনও ভুক্তভোগীনহে তাহার পক্ষে এইরূপ বাক্য দুর্বোধ্য হইবে। রসের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, অনুভবকারীর একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয়। যে রসের রসিক হউক, চরমে শান্ত রস আশ্রয় করিবে। ইহা রসের স্বাভাবিক। এই আনন্দ পরিবর্ত্তন বহুবিধ। ঐরূপ পরিবর্ত্তিত ভাব হইতে ব্রহ্মাস্বাদ ঘটে। যেমন দুগ্ধ, অম্ল বা দধি সংযোগে দধি রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ বিভবাদি কারণান্তরের যোগে প্রস্ফুটিত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, তখন আর ঐ রসকে নষ্ট করা যায় না। ঐরূপ রসের স্থায়িত্ব হয়। ঐপ্রকার রসের স্থায়িভাব, চিদানন্দচমৎকারত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ চমৎকার, সত্ত্বের উদ্রেকবশতঃ অখণ্ড সপ্রকাশ আনন্দচিন্ময়, অন্যান্যজ্ঞেয়পদার্থের সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য লোকোত্তরচমৎকারজনক। যেমন দেহ ও দেহী ভ্রান্তিপ্রযুক্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ রত্যাদির সহিত রসও অভিন্ন রূপে রসিকগণ আস্বাদ করে। রজঃ ও তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্টঅবস্থাকে সাত্ত্বিক বলে।

ইহা জন্মে আপদ, ঈর্ষা, ও অবমাননা হেতু (দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বৈবর্ণ্য উচ্ছ্বাসাদি,) দেহ বিষয়াদিতে যে অনুপাদেয় জ্ঞান, তাহাই ভাবান্তর তত্ত্বজ্ঞান। অন্ধকারে দীপ যেমন আপনাকে ও বস্তু সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ রস ও আপনাকে ও রসিককে প্রকাশ করে। চিৎ বিভাবাদি অপর জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কশূন্য বিষয়ান্তর দ্বারা আনন্দের ছিন্ন প্রবাহ, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার তুল্য। কিন্তু অবিচ্ছিন্নাবস্থা ব্রহ্মসাক্ষাৎ লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ। ইহাই রস বিষয়ের সাত্ত্বিকরসাবিষ্ট ভক্তের প্রধানত্ব ॥

(ইতি সংক্ষেপঃ)

খৃষ্টউপাসকগণ ভালবাসাকে ঈশ্বর বলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যের-প্রদর্শিত প্রেমভক্তি নহে। ইহা দয়ার প্রতিকৃতি। যিশু শিষ্যগণকে ভালবাসিতে শিক্ষাদিতেন অর্থাৎ দয়া করিতে শিক্ষাদিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া খৃষ্ট "জন্" নামক এক ধার্ম্মিক ব্যাক্তির নিকট গমন করিলেন। সে ব্যক্তি খৃষ্টকে চিনিয়াছিলেন, সেইজন্য শিষ্য করিতে অসম্মত হইলেন। তখন খৃষ্ট তাহাকে বলিয়াছিলের। "জন" তুমি আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ কর, তাহাতে পাপ হইবেনা, এই প্রকারে সকলধর্ম্মই সাধন করা উচিত। 'জন' তাহাকে অগ্নি ও পবিত্রআত্মা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। খৃষ্ট ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতরূপে আপন মস্তকে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। সেই সময় সকলে দৈববানী শুনিল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ"। সেই পর্য্যন্ত লোক সকল তাহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। খৃষ্টও লোক সকলকে পাপ ও তাপ হইতে মুক্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহুদিগণের বিশ্বাস ছিল ও আছে যে, খৃষ্ট পরে আসিবেন। এই খৃষ্ট নামধারী প্রবঞ্চক। এই জ্ঞানে ইহুদিগণ কাঁটা মারিয়া খৃষ্টকে হত্যা করে। খৃষ্ট জীবকে ভাল বাসিতেন, সেই জন্য নিজ রক্ত, মাংস, অস্থি ও প্রাণের দ্বারা লোক সকলের পাপ পরিশোধ করিলেন। সেই জন্য ভক্তেরা বলেন "Love is God"

স্থানাভাবপ্রযুক্ত একনিশ্বাসে রামায়ণ গাহিলাম।
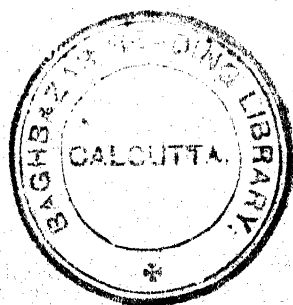
উপসংহার।

স্থূলতঃ—যৌবনের প্রবল বাত্যায় বিদ্ধস্ত না হইয়া পুণ্য বলে যদি জীবিত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে পরাৎপর সর্ব্বরূপী নারায়ণে মনোনিবেশ সুলভ হয়। কিন্তু মনুষ্য মাত্রের এই প্রবৃত্তি নাই, বা হয় না এবং হইবে না। যাহারা পূর্ব্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী, তাহাদের এই প্রবৃত্তি জন্মে। নচেৎ অকস্মাৎ দয়ার উদ্রেক বশতঃ পূর্ব্বকৃত স্বল্প পুণ্য ফলে, হঠ প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা মনুষ্যের উর্দ্ধগতি না হইয়া, ক্রমশঃ নরকাদি দ্বারা আবদ্ধ হইতে থাকে। ইহা বুদ্ধি পূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায়।

দেখ—দয়া দাক্ষিণ্যাদি, সত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণের দ্বারা কখন কখন্ আপনা হইতে বিনা কারণেও উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বাভাবিক প্রারব্ধ বলে। দয়া মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম। তপ, জ্ঞান, দান, এবং সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য দান কার্য্যে সর্ব্বদা ভূতদ্রোহ বর্জ্জন করিবে। মনিষিগণ ভূতদ্রোহকে সহস্র সহস্র পাপের নিদান বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সংক্ষেপ শিক্ষা "নামে রুচি, জীবে দয়া" স্মরণ করুণ। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হওয়া ধার্ম্মিকের লক্ষণ। এইরূপ জ্ঞান সত্বেও যদি মনুষ্য মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করে, তবে তাহার মনুষ্যত্বে ফল কি?

ইংরাজ, গ্রীক, মুসলমান, ও ফরাসী দার্শনিকগণ দয়াকেই এক মাত্র ধর্ম্মের সোপান বলিয়াছেন। কোম্‌তে, লিগলস্, ইহারা একান্ত পক্ষপাতি। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র, এইক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ না করিলে মুক্তিভাগী হয় না। মোক্ষ ও সুখের সাধনা হেতু যে সকল বস্তু প্রয়োজনীয়, তাহা একমাত্র ভারতেই প্রাপ্ত হইবে। অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

দেখ—যে স্থানের যে শস্য, সেই ক্ষেত্রেই তাহা জন্মে। কুম্‌কুমাদি সকল ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না। ইহা সহজ বোধ্য। এই লোকে মনুষ্যত্ব দুর্ল্লভ। তদুপরি পুরুষ হইয়া জন্ম। তদুপরি ব্রাহ্মণ

কুলে তদপরি ব্রহ্মণ্য। তদুপরি কৌলীন্য। তদুপরি সৎসঙ্গ ততোধিক দুর্ল্লভ। এই সকল সুযোগ স্বল্প পুণ্যে ঘটেনা। এই সকল সুযোগ ছাড়িয়া উভয় কালে শৈথিল্য মূঢ়ের কার্য্য।

হীন প্রাণিবর্গের সহিত মনুষ্যের সামান্য জ্ঞান বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। মনুষ্য আহার নিদ্রা মৈথুন ব্যাপারে বিলক্ষণ পটু। গৃহ নির্ম্মাণ, বিদ্যাভ্যাস, যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে। পশুও তাহাই করে। সম্বন্ধ বিচার পশুর আছে, মনুষ্যের নাই। পশ্বাদি স্বার্থ বুঝিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় স্বার্থপরতানিবন্ধন অশান্তি ভোগ করে না। ইহাই প্রথম পার্থক্য। দ্বিতীয় পার্থক্য—ঈশ্বর জ্ঞান পশ্বাদির নাই মনুষ্যের আছে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান কোথা হইতে মনুষ্যের উৎপন্ন হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে ইহা পরম্পরাগত। চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কোন দেবর্ষি বা কোন মহাত্মা প্রথমে যে, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এ বিষয়ে চিন্তাশীল জ্ঞানী কখন অস্বীকার করিতে পারেন না। নচেৎ এইরূপ জ্ঞান সর্ব্বসম্প্রদায়ে সংক্রমিত হইতে পারিত না। যে হেতু পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ অনুমানের কারণ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান হয় না। পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তি বা লিঙ্গ জ্ঞান হয় না। (প্রত্যক্ষের অনুমান ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ২০ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রত্যক্ষ ভিন্ন, বিষয়ের কথা দূরে, ইচ্ছা অনুযায়ী একটী বাক্য ও মনুষ্য উচ্চারণ করিতে পারে না॥ যাহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে জাতীর মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান অদ্যাবধি সংক্রামিত হয় নাই। তবে, ঐ সকল জাতী আমাদিগের নিকট শ্রবন করিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, অদ্যাবধি চেষ্টা করিতেছে, এবং উৎসুক আছে। তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি॥ ৩৮ পৃঃ॥

কি রূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, কোন্ প্রত্যক্ষে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ছিলেন, তাহা আমরা যুক্তি বা বিদ্যাবলে বুঝিতে পারি না। তবে পুরাণাদি বিশ্বাস করিলে বোধগম্য হয়। তিনি সর্ব্বরূপী ও সর্ব্বেশ্বর। কখন ব্রহ্মা রূপে জগৎ শ্রষ্টা। কখন বিষ্ণুরূপে পাতা। আবার কখন, অন্তকারী রূপে রৌদ্র শরীরে ভক্ষক। অস্মদাদির

ন্যায় তিনি এক মাত্র স্থূল শরীরে বদ্ধ বা মুক্ত নহেন। তাহার স্বরূপ সত্ত্বেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর। ইহা বেদেও পরিস্ফুট হইয়াছে (৩২ পৃষ্ঠা) তবে কারণান্তরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যক্ষ তপোনিষ্ঠ হেতু নির্ভুল। চিন্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল নহে।

অন্নার্থী যানি দুঃখানি করোতি কৃপণোজনঃ।
তান্যেব যদি ধার্ম্মার্থী ন ভূয়ঃ ক্লেশভাজনং॥

পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি তত্বের আলোচনার দ্বারা, ইন্দ্রিয় শক্তির যোগ্যতা, মুখ্য ও গৌণ সম্বন্ধ, স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য এবং উপাদান ও অবস্থা অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে বিষয়ী লোকের কতক অংশে কার্য্য কারণ জ্ঞান হইবার অধিক সম্ভাবনা।* এই সকল কার্য্যকারণভাব, জ্ঞানের দৃঢ়তাউৎপাদক। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায়, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ঐরূপ বিশ্বাস একমাত্র ধর্ম্মের সহায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধা না জন্মিয়া শৈথিল্য হয়। আশ্রয় বিহীন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ধর্ম্মের অবিরোধী নহে। কেহ কেহ ঐরূপ নিরাশ্রয় জ্ঞানকে অন্ধ বিশ্বাস বলে। ঐরূপ বিশ্বাসের দ্বারা অনেক সময় উপকার হইলেও মনো-মালিন্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। তাহাও সকলে বুঝিতে পারে। কেবল নাচিয়া গাহিয়াও মনুষ্য হওয়া যায় না (শ্রীচৈতন্য মূর্খ ছিলেন না) ঐরূপ মনোমালিন্য কখন কখন বিশ্বাসের ব্যাঘাতক হয়। জ্ঞান-পিপাসু-বা, ব্যক্তি বিশেষে ঐরূপ অবস্থায় ধর্ম্মে বিতশ্রদ্ধ হইয়া সেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। সাধুসঙ্গবিহীন অপক্ক জ্ঞানীর, সঙ্গদোষের এই পরিণাম। তাহার প্রমান সাধক শ্রেষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের স্থূলে বিশেষ অধিকার জন্মে। সুতরাং স্থূলবাদী সূক্ষ্ম বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং স্বার্থপরতা তাহাদের নিকট আদৃত। স্বার্থপরতাই অশান্তি। কিন্তু লোভপরতন্ত্র আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে বা ত্যাগ করিতে অশক্ত। স্বর্গ, অপবর্গ, সুখ, এবং শান্তি ও স্বার্থ।

স্বার্থপরতা নহে। অদৃষ্টানুযায়ীক স্বার্থ সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণ কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। তত্রাচ স্থূলবাদী অদৃষ্টে নির্ভর বা অদৃষ্টজনক কার্য্যে মনোযোগী নহেন। তাহারা পুরুষকার সেবী। যখন কোন ব্যক্তি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাঁহারা পুরুষকারে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাহার প্রসংশা করেন। পুনশ্চ ঐ ব্যক্তিকে যখন বিপন্ন দেখেন তখন তাহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করেন। বীরকেশরী নেপোলিয়ানের তুল্য, উদ্‌যোগী পুরুষ এবং ক্ষমতাশালী পুরুষ ইদানিন্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাকেও কর্ম্মবিপাকে কতসময় অদৃষ্টফলে অকর্ম্মণ্য হইতে হইয়াছিল। এক সময় কর্ম্মবিপাক বশতঃ আত্মহত্যায় প্রস্তুত হইয়া, নদীতীরে সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। জ্ঞান তাহাকে, "আত্মহত্যা মহাপাপ এবং কাপুরুষের কার্য্য," জ্ঞাত করিয়াও বাধা দিতে পারেনাই। হঠাৎ তাহার পূর্ব্বের ডিমেসিস্ নামক এক বন্ধু কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া, তাহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ আর গোপন করিতে পারিলেন না। মাতার এবং স্বকীয় অর্থ কষ্টের জন্য আত্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন, বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। ডিমেসিস্ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ৬০০০৲ স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী থলি তাহাকে দিয়া প্রস্থান করিলেন। নেপোলিয়েনের জীবন রক্ষা হইল। কিন্তু অনুতাপানলে সম্রাট্ বহুদিবস দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে বহুসন্ধানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উপকার পরিশোধ করিয়া শান্তিলাভ করেন।

ডাক্তার অমিয়েরা, সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি অদৃষ্টবাদী? সম্রাট্ উত্তর করিলেন হাঁ, তুরস্কবাসীদের ন্যায়। তবে, অলস অদৃষ্টবাদীদিগকে সম্রাট্ ঘৃণা করিতেন। তিনি কর্ম্মফল অদৃষ্টে নিক্ষেপ করিয়া কার্য্য করিতেন। তাই বলিলেন, আমি কার্য্য করি, চেষ্টাকরি, কামানের মুখে আত্মসম্পর্ণ করি। ইহা আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি যে, কোন এক প্রবল শক্তি, নিয়তি আমাকে পরিচালন করে। যে দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা শতসহস্র চেষ্টাতেও কেহ

অতিক্রম করিতে পারেনা। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেইজন্য ভীত হইনা। ক্লাপুরুষ সাজিব কেন? টুলো অবরোধে, ইটালীয় মহাসমরে আমি তাহা বেশ বুঝিয়াছি। আমার পার্শ্বস্থ কত সৈন্যাধ্যক্ষ মরিয়াছে, কিন্তু গোলার মুখে মুখে ফিরিয়া ও নেপোলিয়ান্ জীবিত। এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমান এবং প্রত্যক্ষের অভাব না থাকিলেও, স্থূলবাদীগণ সূক্ষ্ম বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহাকেই সংস্কার বলে। স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক যে সকল আচার ও ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই বিশদ ব্যাপার, স্থূলদর্শীকে এককথায় বুঝান যায় না। যে বুঝিবে তাহার সে শক্তি না থাকিলে বুঝে না। মনুষ্যাদি কিছুই নহে, কেবল কর্ম্ম বিপাকের অবলম্বন স্বরূপ ছায়া মূর্ত্তি।

যদি কোন জন্মান্ধকে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে চক্ষুষ্মান করা যায়, সেই ব্যক্তি জগৎকে কিভাবে দেখে? কি ভাবে বুঝে? কিভাবে গ্রহণ করে? সেই ভাবের অনুমান করিতে পারিলে, এই জগৎ সংসারের প্রকৃত ভাব কতক বুঝা যাইতে পারে। কি নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কতক উপলব্ধি হইবার সম্ভব। এইরূপে দেখিতে শিক্ষা করা উচিৎ। নচেৎ বহুকাল সঙ্গহেতু বিপর্য্যস্ত সাংসারিক জ্ঞানে বা পুস্তকাদি পাঠে, আমরা সৃষ্টি, স্থিতি, বা নাশের কারণ বুঝিতে পারিব না। দিবারাত্র ক্রিড়া বা মদ্যাদিপানে অনুরক্ত, চিন্তাহীন জীবন যেমন অতিবাহিত করাযায়। স্ত্রী, পুত্রাদি এবং ঐশ্বর্য্যময় জীবন ও ঠিক্ সেইরূপ। নূতন আহার, নূতন বিহার, নূতন আকাংক্ষা সর্ব্বদাই চিত্তকে অবকাশ বিহীন করিয়া ফেলে। কর্ত্তব্যের বোধ একেবারেই থাকেনা। যখন অন্তক আসিয়া সাক্ষাৎ করে, তখন অনুতাপ আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাও সকলের নহে।

অধ্যয়নাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তবে সহকারী কারণ বটে। আকবর, শিবজী, রণজিৎ, প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিরক্ষর, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী। নেপোলিয়েন, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা এবং মানচিত্র

বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী; ও ঈশ্বরে অচলা ভক্তি ছিল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, সন্তানের চরিত্র, মাতার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও বিদ্বান হইলেও, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, আর সাতটি ভাই, সাতটি নেপোলিয়েন হইল না কেন? তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আকবর চিন্তাশীল, সেইজন্য নিরক্ষর হইয়াও সূক্ষ্মদর্শী।

ফলতঃ স্থূল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান হইলে, ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ক্ষণিক সুখ, সুখ নহে, উহা দুঃখের বীজ। অদ্য যাহাকে রাজরাজ্যেশ্বর দেখিলাম, আগত কল্য হয়ত অতি নিকৃষ্টের ও কৃপার ভিখারী। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তই ইহ ও পরজন্মে সর্ব্বকালে সুখী। সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান না হইলে, পরা বিদ্যায় অধিকার হয় না। অনুভবাত্মক জ্ঞানে, ঐরূপ বুদ্ধি জন্মে। আবার ঐরূপ অনুভব কর্ম্মায়ত্ত। পুস্তকাদি অধ্যয়নরূপ কার্য্যনিষ্ঠজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম সংযোগে, কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পরা বিদ্যায় অধিকার হয়। অনুভবাত্মক স্মৃতি ও তত্ত্ব জ্ঞানে সাহায্য করে। যেমন, একজন সূত্রধরের কিছুকাল তামাকু সাজিলে বা সেবা করিলে, কিছুদিন পরেই একজন কারীকর হয়। পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, সতত গুরু উপদেশ, গুরু গৃহে বাস, তত্ত্বজ্ঞানের উপায়। সেইজন্য শিষ্যত্ব গ্রহন করিতে হয়। নচেৎ কার্য্যকারী শক্তি জন্মেনা। পিতা মাতা তত্ত্বজ্ঞান বা অদৃষ্ট প্রদান করিতে পারে না। পিতা, কাম প্রেরিত হইয়া বালকের জন্মদেন। মাতৃ কুক্ষি হইতে যে জন্মলাভ করাযায়, তাহাকে পশ্বাদির ন্যায় সাধারণ জন্ম বলিতে হয়। যিনি বেদপ্রদ পিতা তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিজগণের ব্রহ্মজন্ম ইহ, পর, সর্ব্বত্রই শাশ্বত। সামান্য জ্ঞানের সহিত গুরুর উপদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমাদের জীবন, দেশ কাল পাত্রাধীন বলিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। প্রথম জীবনে বিদ্যা অভ্যাস। মধ্যে, উপার্জ্জন

ও ভোগ। শেষ পরম কারুণিক, দাতা, ও সর্ব্বেশ্বরে মনোনিবেশ। বিষয়ের, প্রথম। বয়সের, মধ্য। এবং ধর্ম্মের শেষভাগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু যদি যৌবনেই লীলা শেষ হয়। তবে বঞ্চিত হইতে হয়। সেই জন্যই ধর্ম্ম এবং অর্থ ক্রমশঃ প্রত্যহ সঞ্চয় করিবে। আয়ু, পুণ্যফলে বর্দ্ধিত ও পাপ প্রভাবেই ক্ষীণ হয়। লোক সকল কর্ম্ম বিপাক বশতঃ মৃত ও জীবিত হয়। সেইজন্য কেহ আমগর্ভে পতিত। কেহ পক্কাবস্থায় গত। কেহ জাত মাত্রেই উপরত। কেহ বা যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হয়। অদৃষ্ট বশতঃ সুখ, ঐশ্বর্য্য, অদৃষ্ট ও নিধন হয়। ধনে জীবনোপায় মাত্র হয়, সুখী হইতে পারে না। ধনীগণ প্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসে বঞ্চিত হয়। সাধু অসাধু চিনিতে পারে না। ভক্ত ব্যক্তিতে দ্বেশ হয়, বাহিরে প্রীতি দেখান, লঘু গুরু, সকলেই তাহাদের রুচি। জ্বরযুক্ত রোগীর ন্যায় সর্ব্বদাই কষ্টভোগ ও মুখে কটুবাক্য লাগিয়া থাকে। পুত্র, নিঃস্ব পিতকে, ও স্ত্রী, স্বামিকে পরিত্যাগ করে। আবার ধনী হইলে, যে পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ সম্বন্ধ সংঘটিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুত্র, পিতৃবৎসল ও পিতা, পুত্র বৎসল থাকে। অর্থ সম্বন্ধেই বিবাদ, ও পিতা শত্রুরন্যায়, পুত্র ঘাতকের ন্যায় হইয়া উঠে।

পুরুষকার অতি অকিঞ্চিৎকর। যেমন যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রীকার্য্য করে, সেইরূপ অদৃষ্ট, পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য করে মাত্র। পুরুষ-কারের কর্ত্তৃত্ব নাই। পরিশ্রমে বা চেষ্টায় কিছুই হয় না। সুযোগ পরিশ্রমে ঘটে না। উদ্বেগে বুদ্ধি বৃত্তি স্থির থাকে না। সুতরাং আশা মানবের দুঃখের মূল, নিরাশায় পরম সুখ।

> যদাসৌ দুর্ব্বারঃ প্রসরতি মদশ্চিত্ত করিণঃ।
> তদাতন্বোদ্দাম প্রসর রস রুঢ়ৈর্ব্ববসিতৈঃ॥
> ক্বতদ্ধৈর্য্যালানং ক্বস নিজ কুলাচার নিগড়ঃ।
> কসালজ্জারজ্জুঃ ক্ব বিনয়ঃ কঠোরাং কুশমপি॥

সম্রাট আকবর বলিতেন—"জ্ঞানানুযায়ী যদি কার্য্য না করি, তবে ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন? সেরূপ জ্ঞান অপেক্ষা মূর্খতা শ্রেষ্ঠ।

এবং সর্ব্বতো ভাবে নিরাপদ।" মনুষ্য প্রয়োজনীয় বা অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলে, যদি সন্তোষের সহিত উচ্চাকাংক্ষা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখন সুখী হইয়া শান্তি উপভোগে সক্ষম হইবে না। যতই উন্নতিশীল এবং উদ্‌যোগী হউক না কেন, যতই উন্নতির শিখরে আরোহণের চেষ্টা করিবে, ততই বারম্বার তাহাকে দুঃখান্তর ভোগ করিতে হইবে, তাহার সংশয় নাই।

প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া পরম কারুণিক শ্রীহরির চরণযুগলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখী হইবে। সকল বিষয়ের সীমা আছে, সীমা অতিক্রমে পতন নিশ্চয়।

নেপোলিয়েন্ একদিন হেলেনায় বলিয়াছিলেন। "যখন আমি রাজনৈতিক চিন্তায় অবসর পাই; এবং কারাধ্যক্ষের অসদ্ব্যবহার উপেক্ষা করি। তখন মনে হয়, ইহা অপেক্ষা আমার ৫০০ পাউণ্ড আয় থাকিলে, আমি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া Agacia নগরের আমার পুরাতন বাটীতে বাস করিয়া সুখী হইতে পারিতাম।"

সেই জন্য মহাত্মা ইষা বলিয়াছেন—"এই পৃথিবী আমাদিগের সেতু। ইহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও। সেতুর উপর অবস্থিতির জন্য গৃহনির্ম্মণ করিলে বহুকাল বাস করিতে হইবে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরানুগ্রহলাভ মনুষ্যের কার্য্য এবং সুখের কারণ। যাহা দান করিবে তাহাই তোমার উত্তম সম্বল।"

প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো।
দেবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতোনশোচামি ন বিস্ময়োমে,
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

অর্থাৎ যেশক্তি বা যে সকল কারণ আমরা দেখিতে পাইনা, বা বুঝিতে পারি না, তাহাকেই দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ইহাই জগৎ কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বা ইচ্ছা।

তথা—

স্ত্রীণাং লোলুপতা নাম প্রধানং দোষমুচ্যতে।
নির্দ্দোষায়াং যাপ্যমুখ্যাং নচ দৈবাৎ পরং বলং॥

অতএব বলং নৈব যদ্বাহু বল মুচ্যতে।
ভাগ্যং বিভর্ত্তি ক্ষীণোঽপি নচ দৈবাৎ পরং বলং॥
ধনবান্ বুদ্ধিমাংশ্চাপি জনঃ পরবশঃ সদা।
আত্মানং মন্যতে শ্রেষ্ঠং নচ দৈবাৎ পরংবলং॥
কর্ত্তব্যে নিয়মাচারে যত্নবান্ সততং ভবেৎ।
জানীয়াৎ সততং ধীরো নচ দৈবাৎ পরং বলং॥
যত্নে কৃতেঽপি সুদৃঢ়ে যদি কার্য্যং নসিধ্যতি।
তদানানুভবেদ্দুঃখঃ নচ দৈবাৎ পরং বলং॥
দৈবং পুরুষ কারেণ যো নিবর্ত্তয়িতু মিচ্ছতি।
ন স জানাতি মূর্খত্বান্ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥
দৈবেন লভতে স্বর্গো দৈবেন মোক্ষমিষ্যতে।
ত্রৈলোক্যং দৈব বশগং নচ দৈবাৎ পরং বলং॥
দৈবস্তু প্রাক্তনং কর্ম্ম কিং বেশ্বর চেষ্টিতম্।
উভয়ং তুল্য মেবোক্তং নচ দৈবাৎ পরং বলং॥

ইতি নিত্যানন্দ বংশবল্ল্যাং পূর্ব্বভাগে

সাধনা প্রকরণ সমাপ্তা॥

সন ১৩২১ সাল ১ আশ্বিন।

ওঁনমঃ কুলদেবতায়ৈ।

শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী।

বিদ্যানিধি প্রকরণ প্রথম কাণ্ড।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবল্লি লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বিবাহ ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জন্ম এবং বিবাহ তথা শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর জন্ম ও বিবাহ জাতি এবং কুল মর্য্যাদা প্রকাশ করা এক প্রকার অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহু প্রামাণিক ও পুরাতন ইতিহাস এবং বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহা বারবার বিবৃত হইয়াছে; এবং সেই সকল গ্রন্থ শিষ্ট সমাজে বহু পূর্ব্ব হইতে আদৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে পণ্ডিতাভিমানী কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষের ধৃষ্টতা নিবন্ধন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন হেতু সত্যের অপলাপ সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। ইহাতে আবার ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইলে অন্তঃকরণ মলিন হইয়া নীচতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে অতীতের একমাত্র সাক্ষী গ্রন্থ নিচয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, কোন ঐতিহাসিক বিষয় লিখিতে হইলে কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইলেও পুনশ্চ ২।৩ খানি ঐরূপ গ্রন্থের সহিত পরামর্শ একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রক্ষিপ্তাংশের নির্ব্বাচন দুরূহ প্রযুক্ত ঐ সকল প্রলাপ উক্তির ন্যায় নিস্ফল। তবে যে স্থলে কোন প্রকার গ্রন্থের সাহায্য নাই সেই বিষয়ের কিম্বদন্তি-মাত্র সম্বল হইতে পারে। কিন্তু ঐ রূপ-স্থলে নিরস্ত থাকাই বুদ্ধিমান ও বিবেচকের কার্য্য। আমি "এই নিবন্ধে কোন প্রকার কল্পিত বিষয় বা জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করি নাই।

পুস্তক সমুহ মধ্যে যে রূপ বিষয় বা ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই মাত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠক গণকে উপহার দিলাম। ইহাতে আমার উপর রুষ্ট হইয়া দোষারোপ করিবেন না। প্রথমতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে,... শ্রীনিত্যানন্দ অদৃষ্ট বশতঃ ত্রিবিধ লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত; প্রথমতঃ ষণ্ড, দ্বিতীয় পাষণ্ড, তৃতীয় ভক্ত। ষণ্ড ঈর্ষাপরবশ, পাষণ্ড বিতর্কে, এবং ভক্ত অপরিণাম দর্শী হেতু। অর্থাৎ মহিমান্বিত করিতে গিয়া ভক্ত অকারণ নিন্দা করিয়া থাকে; কেবল গল্পচ্ছলে নিরক্ষর ব্যক্তি সমূহের দ্বারাই উহা সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেচক ব্যক্তির ক্ষোভের বিষয় নহে।

ভক্তিমান বৈষ্ণবকবিগণ ব্রাহ্মণের জাতি বা কুলমর্য্যাদার বিষয় কোন খবর রাখেন না এবং প্রয়োজন ও হয় না। কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও পুস্তকে ও গ্রন্থাদি মধ্যে লিখিতেও ছাড়েন নাই। ইহাই গোলযোগের মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা কখন সুন্দরামল্ল, কখন যাজক ব্রাহ্মণ, কখন বা নিত্যানন্দের তিন পুত্র এমন কি যে যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি তাহাই লিখিয়া কৃতকার্য্য মনে করিয়াছেন। পরং সুন্দরামল্ল ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় যে কত প্রভেদ তাহা তাঁহারা জ্ঞাত হইতে পারেন নাই বা চেষ্টাও করেন নাই। ইহা এক প্রকার তাঁহাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত। নচেৎ গোপীজন বল্লভ ও রামকৃষ্ণকে শ্রীনিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার দিতে কখনই সাহস করিতেন না। কারণ শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর পুত্রগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল, ইহারা কুলপোষক। গোপীজন বল্লভ ও রামকৃষ্ণ সুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি, কষ্ট শ্রোত্রিয় কুল নাশক। উভয়ের কুলমর্য্যাদায় মহদন্তর সূচিত হইয়াছে। ইঁহারা এক মাতৃগর্ভের তিন সহোদর কি করিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয়। কুলশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই নহে, এরূপ ব্যাপার বহুতর আছে। গ্রন্থ গৌরব ভয়ে নিরস্ত রহিলাম। কিন্তু বীরচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারে এক সমুদ্রোত্থিত কন্যা কল্পনা করিয়াছেন। আবার গ্রন্থকার ইহা প্রকাশ করিতে পাঠককে পুনঃ পুনঃ নিষেধও

করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে ঐ প্রক্ষিপ্তাংশের উল্লেখ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। ঐ সকল প্রবাদ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রমাণ স্থলে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। হইতে পারে কোন দুষ্ট, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসারতা দেখাই-বার ইচ্ছায় প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া প্রকারান্তরে বর্ণন্ করিতে গিয়া এই অপবাদ সৃষ্টি করিয়া থাকিবে; বা অন্য কোন কার্য্য সিদ্ধ করিবার আশয়ে ইহার অবতারণা করিয়াছে।

দেবীবর বিশারদ মেল বন্ধন কালে আদ্যাশক্তির আরাধনায় সিদ্ধ হইয়া মহামায়ার আদেশানুসারে মেল বন্ধনে কৃতকার্য্য হন্। সুতরাং ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়। দেবীবর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও শ্রীনিত্যা-নন্দ আপন প্রকৃত পরিচয় গোপন করেন। কারণ সে সময়ে তাঁহার সংসারে লিপ্ত হইবার বাসনা একেবারেই ছিল না। পরে শ্রীচৈতন্যের বারম্বার অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। ইহা প্রমাণ সহ দেখাইব। ইহাই সন্দিগ্ধতার প্রকৃত কারণ। এবং সেই ভ্রম বশতঃ গঙ্গা দেবীর বিবাহে আপন মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেও সক্ষম হন নাই। অরক্ষণীয়া কন্যা রাখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বীরচন্দ্র তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এই নানা কারণে পুত্রের হস্তে রাখিতে সাহসী হন নাই। কাজে কাজেই গৌরীদাস চট্টের এক পালিত পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর অপ্রকট হয়েন। যদিও নিত্যানন্দ কুলীন ছিলেন না, তত্রাচ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ কুলকার্য্য না করিলে নিন্দিত হয়। কিন্তু সময় ও কার্য্য গতিতে তাহাও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া কলঙ্ক কালিমায় নিমজ্জিত হইতে হইয়াছিল। এ সংসারে সকলই অদৃষ্টপর। কি ঈশ্বর কি মনুষ্য কি হীন প্রাণীবর্গ এই পাদগম্য স্থানে যে কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাকেই অদৃষ্ট-সুলভ সুখ দুঃখের বশীভূত হইতে হইবেক। ইহাই কাল ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরবর্ত্তি কালে দেবীবর বিশারদ মেল বন্ধনে কৃতসংকল্প হইয়া কুলীন, গৌণকুলীন, ও সৎশ্রোত্রিয় দিগকে আহ্বান করিয়া কুলাচার্য্যগণ

উপস্থিতে এক সভার অধিবেশন করিলেন। ঐ সভায় আদি বংশজ বা সপ্তশতী এবং অন্য অন্য ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেই কারণে গোপাজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঐ সর্ভায় দেবীবরের গুরু উচ্চাসনে উপবিষ্ট হেতু সভাসদ্ সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবীবর তাহা বুঝিতে পারিয়া ধৃষ্টতা হেতু শোভাকরকে নিষ্কুল করিলেন; এবং ঐ সমস্ত বাদানু-বাদে দেবী বরের গুরুদেবের সহিত মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ রামচন্দ্র প্রভুকে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র সভায় উপস্থিত হইয়া আপন কুল-মর্য্যাদা ব্যক্ত করিলে পর, দেবীবর বীরচন্দ্র প্রভুর সন্দিগ্ধতা মার্জিত করিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতেই পার্ব্বতী নাথের কুল রক্ষা হইল, এবং দেবীবরও বীরচন্দ্র প্রভুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

তথাহি—বীরভদ্র প্রভুর পুত্র শ্রীল রামচন্দ্র।
দেবীবরের সভায় বৈসে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র॥
তাঁহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয়।
তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয়॥

এই আখ্যায়িকার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট ও কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ সংযুক্ত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় স্ত্রীলোকের মুখ নিঃসৃত বাক্যের মধুরিমা গ্রহণ করিয়া বিস্তর অবক্তব্য গল্পের অবতারণা দ্বারা আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ইহাই গ্রন্থ প্রকাশকের পুস্তক কাটৃতির উপায়। সত্য কথা বলিতে হইলে একজনকে গালাগালি না দিলে পাঠকবৃন্দ সে পুস্তক খরিদ করেন না। এবং গ্রন্থকারেরও লভ্য হয় না। অধুনা পুস্তক প্রণয়ন অতিশয় সহজ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমি শ্রীগঙ্গাদেবীর বংশ বিস্তার লিখিবার সময় কয়েক খানি আধুনিক কুলগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহাঁর মধ্যে শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধ নির্ণয় নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের বংশ মর্য্যাদা

লিখিতে পণ্ডিত মহাশয় কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা পাঠক বৃন্দকে দেখাইবার জন্য এই কাণ্ড চতুষ্টয় লিখিলাম। বোধ হয় বিদ্যা-নিধি মহাশয় লোক মুখে যে রূপ শুনিয়াছেন, তাহাই অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আবার শাস্ত্রান্তর পরামর্শ বা বিচারের আবশ্যক আছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরং কুলশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ইহাই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। অনেক স্থলে গল্প অবলম্বনে গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতেও পশ্চাৎ পদ নহেন। যাহারা বংশানুক্রমে কুলকার্য্যে ব্রতী তাহাদের কুলমর্য্যাদা লিখিতে এইরূপ ভ্রম সম্ভব নহে।

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ হেতু প্রথমে উদাসীন ছিলেন। পরে ভেকে নীচ জাতীয়া কন্যা গ্রহণ করেন তাহার গর্ভে গঙ্গাও বীর ভদ্রের জন্ম হয়। তদবধি নিত্যানন্দ বান্তাশী বলিয়া নিন্দিত হয়েন। পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন সেই কারণ তাহার নামে বীরভদ্রী দোষ হয়। (ইতি সম্বন্ধ নির্ণয় ৪০৪ পৃষ্ঠা) ইহাতে দেখা যাইতেছে যে প্রথম অভিযোগ এক প্রকার আব্‌দার বলিলেও মন্দ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন কি না তাহা দেখিয়া আব্‌দার করা উচিত ছিল। পণ্ডিত প্রবর তাহা একবারও চিন্তা না করিয়া কি প্রকারে তাহাকে বান্তাশী করিয়া ফেলিলেন? এবং নিঃসংশয়ে কি প্রকারে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। শ্রীনবদ্বীপে নিত্যানন্দের কিরূপ আচার ও ব্যবহার ছিল তাহার পরিচয় স্বরূপ চৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক ছত্র নমুনা দিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের আচার ও ভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের এক ভক্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন; এবং তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য-দেব ব্রাহ্মণকে যাহা উপদেশ দেন তাহাও দেখাইলাম। তথাহি—

হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্ব্বদাস সঙ্গে করে কীর্ত্তন আনন্দ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যান করিলেন লীলা।
সেই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা॥

অকৈতব রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে রতিমতি॥
সঙ্গে পারিষদ গণ পরম উদ্দাম।
সর্ব নবদ্বীপ ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তার পূর্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান্ জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্য চন্দ্রেতে তান্ বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলা চলে।
তথায় আছেন কতদিন কুতূহলে॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান্ প্রভুর চরণে॥
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বলে প্রভু? মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু ত না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্নাস আশ্রম তান্ বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষন॥
ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্নাসীরে।
সোনারূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥

দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র মত মুঞি তান্ না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড় লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভুতত্ত্ব কহিলেন তাঁনে॥

এই প্রশ্নে শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রম ও আচার সমস্ত প্রতিফলিত। ইহাতে পাঠক বৃন্দ বিবেচনা করিবেন যে, সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহার শ্রীনিত্যানন্দের ছিল কি না। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণকে যে উত্তর দিলেন তাহাতে সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকারান্তরে দিলেও ইহা অত্যন্ত সহজে বোধগম্য হইবে।

শুনিয়া বিপ্রের বাক্য গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হাঁসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর॥
শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান্ গুণদোষ কিছু না জন্ময়॥
পদ্ম পত্রে কভু যান না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপও নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান্ শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান্ আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥

যদিচ কার্য্য তাহাকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু কারণ বুঝাইতে আর গোপন করেন নাই। এই সমস্ত আচারে শ্রীনিত্যানন্দের অধিকার আছে এবং ঐ সকল আচার তাহার পক্ষে পাপজনক বা স্বেচ্ছাচার নহে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ

শ্রীচৈতন্য ভবিষ্যৎ জ্ঞাত ছিলেন। ইহা প্রমাণ স্থলে গৃহীত না হইলেও গল্পচ্ছলেও কোন কোন স্থানে বিশ্বাস যোগ্য ও প্রমাণের সাহায্য করিয়া থাকে। সন্ন্যাসী দার পরিগ্রহ করিলে তাহাকে বিড়ালব্রতী ও অবকীর্ণী বলে। ফলতঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে শিষ্ট সমাজ তাহার সংশ্রব পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। সেই ব্যক্তি অপাংক্তেয় হইয়া থাকে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রকার বিধান করেন নাই। প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির নিষ্কৃতির উপায় আছে।

কিন্তু এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধিহীন পাপে লিপ্ত হইলে, হিন্দু সমাজে তাহার স্থানাভাব। এরূপ পাতক গ্রস্ত হইয়াও শ্রীবীরচন্দ্র কি প্রকারে কুল কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা একবারও গ্রন্থকার চিন্তা করেন নাই। অবশ্য বৈষ্ণবগণ "তেজীয়সাং ন দোষায়" বা নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে মার্জ্জনা করিতেও পারেন এবং করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য বা ব্রাহ্মণ ও কৌলীন্য সমাজে কি প্রকারে মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইলেন। সকলে সে সময় চৈতন্য বা নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বা অবতার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না। সেইজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বহু পাষণ্ডীর উল্লেখও আছে। "কথায় বলে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে" বিদ্যানিধি মহাশয় বিবেচনা না করিয়াই মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। মোট কথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নিত্যানন্দ কখনও বিধি বোধিত সন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ইহা গ্রন্থ নিচয়ে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা কেবল শ্রীচৈতন্যেরই ঘঠিয়াছিল। বরং শ্রীনিত্যানন্দ সন্যাস গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সহিত অবধুত সাজিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন মাত্র। এই স্থলে বান্তাশীর কোন লক্ষণই বর্ত্তমান নাই। শ্রীনিত্যানন্দ গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহনান্তর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তীর্থযাত্রা মানসে গৃহত্যাগ করেন। তীর্থ দর্শন সমাপনান্তে।

বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা।
সেই কালে নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা গেলা॥
তাঁরে শিষ্য কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ।
অবধুত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ॥

(নিত্যানন্দ দাস)।

দ্বাত্রিয়ংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফিরিয়া আইসেন। তদনন্তর চৈতন্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ছিলেন এই মাত্র। তৎপুরে শ্রীচৈতন্যের অনুরোধে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহী হইয়াছিলেন। তাহাতে একমাত্র পুত্র বীর চন্দ্র ও একমাত্র কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মে। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়ছাত্র মাধব মৈত্রের সহিৎ কন্যার বিবাহ দেন। পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ স্বকীয় পরিচয় ব্যক্ত করিতেন না। সেই জন্য ঘটকেরাও তাহাকে সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় স্বীকার করেন। গাঁঞি অর্থাৎ বাসস্থান যখন প্রকাশ করিলেন সেই সময় সন্দিগ্ধতা মার্জ্জিত হইয়াছিল। এবং তৎকাল হইতে আমরা সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে পরিচিত। কন্যার বিবাহ শেষ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে অপ্রকট হয়েন। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, যে এই সকল প্রমাণ সত্বে কি প্রকারে পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বান্তাশী করিয়া ফেলিলেন। ইহা কি প্রতিহিংসা না অনভিজ্ঞতা ? পাঠক মহোদয় বিচার করিলে বাধিত হইব। পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন বলিয়া তাহার নামে বীরভদ্রী দোষ হয় নাই, বান্তাশীর পুত্র চণ্ডাল হইতেও ঘৃণিত জীব। যদি বীর-চন্দ্র তাহাই হইতেন তাহা হইলে এই সামান্য শ্রোত্রিয় গত দোষ হইত না। এবং তিনিও জগদ্‌গুরুপর্য্যায় প্রাপ্ত হইতেন না। যাহাদের মস্তিষ্ক কেবল অর্থানুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত তাহাদিগকে আর কি বুঝাইব।

ভেকচ্ছলে অসবর্ণার পাণি গ্রহণ ও তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন ইহাই দ্বিতীয় অভিযোগ। এ বিষয়ের উত্তর, ধর্ম্মশাস্ত্র সাপেক্ষ নহে। নিরক্ষর ব্যক্তির ও ইহাতে অধিকার আছে। যে কোন ব্যক্তি হউন ব্রাহ্মণও ভেক আশ্রয় করিলে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাম, গোত্র ও জাতি সমস্ত লোপ হইয়া বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্তে তত্তৎ নাম ও গোত্রাদির অধিকার জন্মিয়া থাকে। পুনশ্চ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ভেক আশ্রয় না করিলে বিবাহ সিদ্ধ নহে। দ্বিতীয় কথা অসবর্ণার পাণি গ্রহণ মন্বাদি সংহিতা-কারগণ লিখিয়াছেন—শূদ্রাংশয়ন মারোপ্য ব্রাহ্মণোযাত্যধোগতিম্। জনয়িত্বাসুতংতস্যা ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে॥ অর্থাৎ শূদ্রাগমনে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়। কিন্তু পুত্রোৎপাদনে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায় বান্তাশী হইয়া নিষ্কৃতি লাভ হয় কি প্রকারে ? শ্রীনিত্যানন্দের ব্রহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ রহিল কি প্রকারে। পুনশ্চ শ্রোত্রিয় গত দোষ বীরভদ্রীর আধার বীরচন্দ্র কি প্রকারে হইলেন। ইহাও বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, তাহাও গ্রন্থকার বিবেচনা করেন নাই। বৈষ্ণব বা শূদ্রের উপর শ্রোত্রিয়গত দোষ সংক্রামিত হইতে পারে না।

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন পূর্ব্বে অম্বিকা নিবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবীকে বিবাহ করেন ও তাহার বসুধা ও ঠাকুরাণী নাম্নীকন্যাদ্বয়কে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

যৌতুক রহস্য।

ইহা এক অদ্ভুত ব্যপার, সূর্য্যদাস সমাজ ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পুনঃ সংস্কার আপন বাটিতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ সময় আচারাৎ তিনচারি দিবস নিত্যানন্দ ঐ বাটীতে ছিলেন। একদিবস নিত্যানন্দ আহার করিতে ছিলেন এবং জাহ্নবী পরিবেশন করিতে করিতে তাঁহাকে চতুর্ভুজা মুর্ত্তি দেখাইলে পর, নিত্যানন্দ আদরের সহিত তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন দক্ষিণে উপবেশন করান। সেই দিবস পরিহাসচ্ছলে যৌতুকের কথা উত্থাপন করিয়া ছিলেন। সূর্য্যদাস এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া উভয় কন্যাই শাস্ত্র মত সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে এই কন্যা সামান্য লোকের অঙ্কশায়িনী হইবার উপযুক্তা নহে। আমার বোধ হয় বিদ্যানিধি মহাশয়, পুস্তক লিখিবার সময় কোন ভৌতিক আকর্ষণে অভিভূত ছিলেন নচেৎ স্মৃতি লোপ হইল কেন ? বোধ হয় বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন বুদ্ধির ও জড়তা হইয়াছে। তিনি ঠাকুরাণী নাম্নীকন্যা কোথা হইতে সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা আমি চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। পুনশ্চ শ্রীমতী বসুধা ঠাকুরাণী সূর্য্যদাসের প্রথমাকন্যা। ভিক্ষার্থী বৈষ্ণবগণ ইহা প্রত্যহ দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া থাকে। তথাচ ভ্রম হইল ইহা বড় লজ্জার কথা। জাহ্নবী কনিষ্ঠা কোন শাস্ত্রমতে অগ্রে জাহ্নবীকে বিবাহ করিয়া

বসুধাকে সেই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন? এবং সেই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বসুধাকে কি সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল? কিম্বা যৌতুকবিবাহের কোনরূপ পদ্ধতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? সে সময় কি সমাজ বা শাস্ত্র শাসন ছিল না? দোকানদার পণ্যবিক্রয়ের পর যেমন ফাউদেয় ইহা সেইরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত কথা পুস্তকে প্রকাশের উপযোগী নহে। বরং রহস্য করিলে মন্দ হয় না। এইসকল বিষয় পরে দেখাইব। নিত্যানন্দের বিবাহ হইতে বীর চন্দ্রের বিবাহ পর্য্যন্ত যথা স্থানে প্রকাশ করিব। আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত কারণেও পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

এই কাণ্ডে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন। হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি। বীরভদ্রের পুত্রগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। হাড়াই পণ্ডিতের অন্য বংশের পুত্রগণ যাহারা রাঢ়দেশে আছেন, তাহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। সুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় নিবাস একচাকা গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলা। (৪৬৯ পৃষ্ঠা সম্বন্ধ নির্ণয়।)

এবার পণ্ডিতের শাস্ত্রীয় অভিযোগ বটে। ইহা স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত মধুরিমা নহে। আমি বারম্বার বলি যে, পণ্ডিত মহাশয় এই সকল বিষয়ের কোন অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের এত কষ্ট দিলেন কি জন্য? আমরা জ্ঞাত আছি যে কুলাচার্য্যগণ সহজে সোজা রাস্তা দেখাইবার পাত্র নহেন। বরং কৌতুক করিতে ও রঙ্গ দেখিতে ভাল বাসেন। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মত্রেই জ্ঞাত আছেন, সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। বরং উপাধি গত কুলমর্য্যাদা বলিলেও চলিতে পারে। যতদূর কুল শাস্ত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা শণ্ডিল্য গোত্রের একটি শাখা মাত্র। অর্থাৎ গাঁঞি বিশেষ। নিত্যানন্দের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণের দশম পুত্র মহাত্মা বিকর্ত্তন হইতেই বটব্যালের স্রোত চলিয়া আসিতেছে। (বৃঢ়ো মাসচটকঃ খ্যাতো বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ) ইতি বাচস্পতি মিশ্রঃ।

মূলঘটনা কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টি পুত্র জন্মে তাহাদের বাসোপযোগী রাজ প্রদত্ত ৫৯ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রামের নামানুরূপ বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৫৯ গাঁঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কাহার মতে ৫৬ গ্রাম (রাঢীয়দিগের ভরণ পোষণের জন্য) মহারাজ ক্ষিতিশূর প্রদত্ত। কথায় বলে পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁঞি তা ছাড়া বাঁমুন নাই। এক্ষণে সুন্দরা মল্ল গাঁঞি ইহা হইতে পৃথক্। ইহা ব্যক্তি বিশেষের বা হুড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম নহে। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন।

তথাহি—ততোঽভবৎ ব্যতীতে কালে উনবিংশতি পুত্র পর্য্যায়ে বং ঈশান সুতঃ তারাপতিঃ সিন্দুরা গ্রাম নিবাসত্বাৎ সিন্দুরা বল্লভ গাঁঞি শ্রোত্রিয় অভিনিবেশঃ। (ইতি কুল পঞ্জিকা)।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। সিন্দুরা গ্রাম এক্ষনে হুগ্‌লি জেলার অন্তঃর্গত বৈঁচি হইতে ১॥০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে। এবং প্যাণ্ডুয়া হইতে ১।০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আধুনা সন্দুয়া নামে খ্যাত। অসম্বন্ধ প্রলাপউক্তির প্রতিবাদ বিরক্তি জনক হইলেও লিখিতে হইল। যাহারা পুরুষানুক্রমে কুল কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মর্য্যাদা লিখিতে এতাদৃশ ভ্রম হইতে পারে না; তবে ক্ষত বা ছিদ্রান্বেষণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টারও প্রয়োজন নাই। আমাদিগের ন্যায় কুলাঙ্গার শ্রীনিত্যানন্দ বংশে বিরল নহে। আমরা স্ব স্ব জাতি বা কুল মর্য্যাদার কিছুই অবগত না হইয়া কখন বলিতেছি আমরা সুন্দরামল্ল আবার কখন গৌরব ইচ্ছা করিয়া রামায়ণ প্রণেতা কীর্ত্তিবাসকে পূর্ব্বপুরুষ পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ কুলাঙ্গার গণ আপন আপন ইষ্ট সিদ্ধি করিতে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বংশ মর্য্যাদার হানি করিতেছে। আমরা কষ্ট শ্রোত্রিয় না হইতে পারিলে পোষ্যগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে ইহাই অবান্তর বলিয়া বোধ হয়। আর কি আছে তাহা জ্ঞাত নহি। এক্ষণে পোষ্যের আধিক্যে প্রায় শ্রীনিত্যানন্দ বংশ অত্যল্পই অবশিষ্ট আছে তাহা বংশ লতায় দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত মহাশয়কে বীরভদ্রী থাকের লক্ষণ

আঁটিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে কোন সন্ন্যাসী ভেকে কলুনিকে বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলে সেই সন্তান বীরভদ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা এবং কলুনীতে লক্ষ্মীর আবেশ তাহার কৃপাকটাক্ষ মাত্র। কারণ বিদ্যা-নিধি মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ সন্তানকে বড় ভাল বাসেন। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ঐতিহাসিক বিষয় লিখিতে বসিয়া কি প্রকারে এইরূপ প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পণ্ডিত মহাশয় কি জ্ঞাত নহেন যে, পূর্ব্বে সমাজ এরূপ হিমাচলের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া অত্যাচার সহ্য করিত না। কৌলীন্য সমাজ সে সময় যৌবনের ভোগে পূর্ণবলী ছিল বলিয়াই অধুনা বহু বেত্রাঘাৎ সহ্য করিয়াও এপর্য্যন্ত কৌলীন্য এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রাখি-য়াছে। শ্রীনিতানন্দের পুত্র এক বীরচন্দ্র ও কন্যা এক গঙ্গাদেবী। বীরচন্দ্রের তিন কন্যা। প্রথম ভুবনমোহিনীকে ফুং মুং পার্ব্বতী নাথকে দান করেন। ইনি মুখৈটি বংশের প্রধান ও নির্দ্দোষ কুলীন ছিলেন। তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে। বীরচন্দ্রের কন্যা গ্রহণ হেতু পার্ব্ব-তীর কুলনাশ ঘটে নাই। ইহাকে বীরভদ্রী থাক গত হইতে দেখা যায় মাত্র। ইহাকে দোষ দুষ্ট বলা যায়না। তাহাও বীরচন্দ্রের কন্যার পাণি গ্রহণ জন্য নহে। পূর্ব্বে পার্ব্বতী নাথ, ঘোষ কানুরায়ের কন্যা বিবাহ করে। তাহার গর্ভে যে কন্যাজন্মে সেই কন্যার বিবাহে বীরভদ্রী থাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের স্কন্ধে সে দোষ যে কেন সংক্রামিত হইল তাহা শ্রীভগবান চন্দ্রই জানেন। কুলাচার্য্যগণ বোধ হয় অর্থলোভ প্রযুক্ত ইহা করিয়া থাকিবেন। তাহাও পরে দেখাইব।

শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর বিবাহে মাধবকে বীরভদ্রী প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। প্রাচীন কুলগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এবং ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট কারণও প্রদর্শিত হয় নাই কেন, তাহা সম্বন্ধ নির্ণয়কার কি একবারও চিন্তা করেন নাই? কেবল মাত্র নিত্যানন্দী বা পার্ব্বতী ঠাকুরী বীরচন্দ্রের উপয় নিক্ষেপ করিয়া পাঠক বৃন্দের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে প্রয়াসী। তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোথা হইতে ফুলিয়া মেলে

বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি, এবং ইহা কেনবীরচন্দ্রের নাম কলঙ্কিত করিতেছে তাহার বিচারে অক্ষম। লুলা পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে "বীরে গেল্ল পারু"মাধব নহে। যদি চ পণ্ডিতমহাশয় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, কলুনির গর্ভজাত সন্তানই বীরভদ্রী হইবে; কিন্তু সে হিসাবে গঙ্গাও কলুনীর গর্ভজাত কন্যা। তাহাতে মাধবের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহাও তাহার চিন্তার প্রথম ধন্দ ছিল। এই প্রকার চিন্তাশূন্য নির্লিপ্ত গ্রন্থকার কখন দেখা যায় নাই; এবং দেখে নাই। পুনশ্চ পণ্ডিত প্রবর লিখিতেছেন বীরভদ্রের ভগ্নীর নাম গঙ্গা। গঙ্গার সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। হুগ্‌লি জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামীগণ গঙ্গাবংশ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। কিন্তু বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট। ৪৭০ পৃষ্ঠা।

ইহাই শেষ টিপ্পনি বটে, কিন্তু ইহার মূল শূন্য। যদি চ পণ্ডিত প্রবর মাধবকে বঙ্গভূষণ চট্টের বংশ সম্ভূত বর্ণন করিয়াছেন। তত্রাচ ঐ শ্রোত্রিয় গত দোষ মাধবাচার্য্যকে কি প্রকারে স্পর্শিল তাহার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কেবল বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। আর অধিক বিদ্যায় কুলান হয় নাই। ইহা একপ্রকার নূতন সমস্যা বটে।

বীরভদ্রী,—দোষ, ভাগ, ভাব, বা যূথ বলিয়া কোন কুলাচার্য্যই স্বীকার করেন নাই; ইহাকে থাক্ মাত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহা ও ফুলিয়া মেলে ইহার প্রথম উৎপত্তিস্থান। চট্টবংশে বীরভদ্রীর উৎপত্তি নহে। ইহা সর্ব্বজন বিদিত কথা। যখন বিদ্যানিধি মহাশয় মাধবকে বঙ্গভূষণ চট্টের বংশে স্থানদান করিয়াছেন। তখন হিসাবের মুখে বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট না বলিলে ছাড়ান পান কৈ। পণ্ডিতপ্রবর জ্ঞাত নহেন যে পার্ব্বতীকে ধরিয়া এত টানাটানি কেন? ইহা বুঝাইতে আর বাকি নাই। পণ্ডিতমহাশয় কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হইলেই সমস্ত বুঝিতে সক্ষম হইবেন। আর আমরাও লক্ষ্মীআবিষ্ট কলুনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব। তবে পণ্ডিত মহাশয় বড় গল্প প্রিয় ইহাই ভয়ের বিষয়। গল্প এবং ভ্রম সঙ্কুল সম্বন্ধ নির্ণয় দেখিলেই বুঝা যাইতে

পারে। গ্রন্থকারের পুঁজির অভাবে এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে। গ্রন্থে এইরূপ ভ্রম প্রমাদ বিস্তর থাকিলেও ঐ সকল অংশ আমার আলোচ্য নহে। বীরভদ্রী থাক্ নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত হইলেও কুলাচার্য্যগণ যেরূপে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নেও তদনুরূপ প্রদর্শিত হইল।

ফুলিয়া মেলে বীরভদ্রী থাক।

ফুলিয়া মেলে পার্ব্বতী নাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্রের কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন, বীরভদ্রের গাঁঞি ঠিক ছিলনা। পূর্ব্বে নিত্যানন্দ আপন পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য কুলাচার্য্যগণ সন্দিগ্ধ বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব পার্ব্বতীর কুলে দোষ পড়ে। সেই কারণ কুলীন সন্তান তাহার কন্যা গ্রহণ করিতে আর সাহস করেন না। কন্যা উপযুক্তা হইলে বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। কাজে কাজেই পার্ব্বতীনাথ জোর করিয়া গয়ঘড় বন্দ্যো৷ লক্ষ্মীনাথ সুত হরিকে ধরিয়া কন্যাদান করেন, কিন্তু হরি বন্দ্যো৷ বাসিবিবাহ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। পরদিন পার্ব্বতী-নাথ হরি বন্দ্যোকে না পাইয়া তাহার পুত্র রামদাসকে ধরিয়া "তুমিই পূর্ব্ব রাত্রে আমার কন্যা বিবাহ করিয়াছ" এইরূপ বলিয়া বল পূর্ব্বক তাহার কন্যার উত্তর বিবাহ দিলেন। এ দিকে বরের মা ও কন্যার মা উভয়ে সহোদরা ছিলেন। অর্থাৎ পার্ব্বতী ও হরি উভয়ে ঘোষ কানু-রায়ের কন্যা বিবাহ করায়, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে; প্রথমে পার্ব্বতীর কন্যা রামদাসের বিমাতা। পরে পত্নী শেষে আবার ভগ্নী প্রকাশ হইল। এই দোষে বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি হইল।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)।

এক্ষণে সামান্য বুদ্ধির সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে। শ্রীনিত্যা-নন্দের গাঞি ঠিক ছিল না। ইহাতেই সন্দিগ্ধ বটব্যাল প্রাপ্ত। বিবেচনা করিয়া দেখুন তাহাহইলে হাড়াই পণ্ডিতের অন্যবংশের পুত্রগণ সুন্দরা

মল্ল হইল কি প্রকারে। সম্বন্ধ নির্ণয়কার ইহা চিন্তা করেন নাই। পূর্ব্বে ঘটকরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও শ্রীনিত্যান্দ আপন পরিচয় দেন নাই। কি কারণে পরিচয় গোপনে, রাখিয়া ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। বোধ হয় সে সময় তিনি জাতি গত ভাব গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় ধৃতকুল চন্দ্রিকা।

চৈতন্য ভাগবতে শ্রীঅনন্তধাম।
বাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম॥
অবধৌত নাহি ছিল জাতির কথাটি।
হরি বোলে দেয় কোল এই পরিপাটি॥
মহাপুরুষের কার্য্য দোষ বলা নয়।
ইহা বলি কুলাচার্য্য কুলে রাখি দেয়॥

এই কারণে সন্দিগ্ধ বটব্যাল হইলেন। যখন অন্য বংশের গাঁঞি ঠিক ছিল। তখন সুন্দরা মল্ল স্বীকার করিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইত। তাহা না হইয়া আবার বটব্যাল কোথা হইতে উপস্থিত হইল। সেই জন্য আমি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, শ্রীনিত্যানন্দ বংশের সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক? যে হেতু হাড়াই পণ্ডিতের সহিত এতাদৃশ জাতিগত পার্থক্য, যাহাতে অন্য বংশের পুত্র গণের গাঁঞি নিশ্চয়াত্মিকা। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে বীরভদ্রীর পরিবর্ত্তে পার্ব্বতী ঠাকুরী হওয়া উচিত ছিল। নিত্যানন্দ কয়েক দিন মাত্র আপন পরিচয় দেন নাই ইহাই তাহার বিশেষ অপরাধ। কিন্তু কুলাচার্য্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ফুলিয়া মেলে বীরভদ্রী থাক। ঘোষ কানুরায়ের কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিবাহে এই ঘটনা। ইহাতে বীরচন্দ্র কিসে অপরাধী হইল।

বিদ্যানিধি পুনশ্চ লিখিয়াছেন বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সন্যাস গ্রহণ হেতু জাতি ছিল না। সুতরাং নীচ জাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন। এবং অনাচরণায় শূদ্রের অন্ন পর্য্যন্ত খাইতেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিক ইহার প্রিয় শিষ্য ছিল। উদ্ধারণ হইতেই নিত্যানন্দ পরিবার মধ্যে সুবর্ণ বণিক শিষ্য চলিয়া আসিতেছে। গ্রন্থকার কেবল

সুবর্ণ বণিক শিষ্য করিবার কারণ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। অপর অপর নীচ জাতি শিষ্যের খবর লইতে পারেন নাই। নিত্যান্দ উদ্ধারণের বা নীচ জাতির অন্ন খাইতেন ইহা কোথা পাইলেন। তাহার প্রমাণ না দিয়া গোঁজা মিল দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে কেবল অন্ন খাইতেন কি না তাহার প্রমাণ দিলাম। প্রমাণিক গ্রন্থের প্রমাণে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

স্বর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম।
যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভোজন॥
ইতি প্রেমবিলাস।

ইহাতে অন্ন ভোজন কি প্রকারে পাঠকগণ বুঝিবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ধৃত চরিতামৃত বচনে চেষ্টা করা যাউক যদি বুঝিতে পারি।

সুবর্ণ বণিক ছিল দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে নিতায়ের সেবিল চরণ॥

ইহাতে উদ্ধারণের অন্ন ভোক্তা নিত্যানন্দ ছিলেন কি না তাহা পাঠক বৃন্দ অবধারণ করুণ। তবে যখন কল্পনীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন তখন পণ্ডিতজির মতে সকলি সম্ভব হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক আর অধিক কি লিখিব সময় অনুসারে সুমিষ্ট ছত্র লেখা আমার অভ্যাস নাই। তবে এরূপ বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক গ্রন্থকারের হস্তে পড়িলে এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে এক প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধির অবান্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। নিত্যানন্দ বংশের উপর যে ভক্তিসূচক মর্য্যাদা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে। বোধ হয় এই ভারাক্রান্ত সূক্ষ্মাগ্রভাগ শেল অতিশয় নীচ প্রকৃতির কতকগুলি লোকের অন্তঃকরণে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত উদ্ধার কয়িয়াও সমাজে পতিত না হইয়া বরং গৌরবান্বিত। তাহার উপর আবার বহু দিবস হইতে এতৎকাল পর্য্যন্ত গোষ্ঠীপতির আসনে সমাসীন। ইহা তাহাদের সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। ঐ দ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের উপর ব্রহ্মণ্যদেবের এতাদৃশ

কৃপাকটাক্ষ। ইহার পর যদি বীরভদ্রী বলিয়াও নাশিকা কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহা হইলে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয়। নচেৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

এতাবতা মহতের নিন্দা প্রমুখ স্বকীয় সম্মান বৃদ্ধি করিতে শ্রীনিত্যানন্দের বংশধরগণ অভ্যস্ত নহেন। সম্মান ও মর্য্যাদা শ্রীনিত্যানন্দ নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করিতেন। এই কারণ প্রভু সন্তানগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াও "সুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশবল্লী লিখিতে আরম্ভ করিয়া কুল মর্য্যাদা প্রয়োজন বিধায় কথায় কথায় বহু দূরে উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু কি করিব কোন বিষয় লিখিতে হইলে সম্পুর্ণ করাই লেখকের কর্ত্তব্য। নচেৎ এ পর্য্যন্ত যাহার ধমনীতে সেই রক্তস্রোত প্রবাহিত ঐরূপ প্রভু সন্তানগণেরও সে গুণের অভাব নাই। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, শ্রীনিত্যানন্দের পবিত্র বংশে বলাৎকারে বিবাহ বা যবনাদি দোষ কিছুই নাই।

মহৎকে নীচ বলিয়া কীর্ত্তন করিলে মহতের কোন ক্ষতি না হইয়া লভ্য হইয়া থাকে। প্রত্যুত তাহাকেই লোকে উপহাস করে। এবম্বিধায় শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্‌গুরু তিনি তাহাই ছিলেন, থাকিবেন, ও আছেন। কেহই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না। বরং লোকসমাজে নিন্দাকারীকেই অপদার্থ জ্ঞানে উপহাস করিবেন। কতদূর তিনি জনসাধারণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মানসোপচার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ এই শ্লোকটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তথাহি—

গৃহ্নীয়াদ্ যবনী পাণিং।
বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্॥
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ পদাম্বুজম্।

যদিচ আমি উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা মার্জ্জনাসহ জাতীয়ভাব গ্রহণে প্রস্তুত নহি, তত্রাচ শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম।

অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ যদি যবনী গ্রহণ করেন এবং মদ্যও পান করেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্যনীয় জানিবেন॥

ন মধ্যেকান্ত ভক্তাণাম্ গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম॥

তথাচ—তেজীয়াসাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বোভুজো যথা॥

সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আর কি কহিব কথা।
মায়া মায়িকের সঙ্গে নাহিক সর্ব্বথা॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ।
বিধি নিষেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ॥
তৎসন্তান ঈশ্বরাংশ জগতের গুরু।
জগতের রক্ষাকর্ত্তা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
যদ্যপি বাস্তাশী দোষ তাহে নাহি হয়।
তবু কুলাচার্য্য বৃথা বীরভদ্রী কয়॥

ইতি বিদ্যানিধি প্রকরণ সমাপ্তা।

মুখৈটি বংশ।

কীর্ত্তিবাস মুখো।

আমার খুল্লতাত পণ্ডিতপ্রবর যশস্বী ও মাননীয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু যিনি আমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন ও ভাল বাসিতেন। যাহা আমার দ্বারা পরিশোধের উপায় নাই, এবং শ্রীনিত্যানন্দ বংশ যাঁহার আবির্ভাবে প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ বিকীরন্ করিতেছে। সেই মহাপুরুষ যাহা লিখিয়াছেন তাহা নির্ভূল হইলেও আমি জ্ঞানাভাবে বুঝিতে নিতান্ত অনুপযুক্ত। তাহা এই—

এবে কহি মো অধমের বংশ পরিচয়।
সুন্দরামল্ল বন্দ্য হইতে ক্রমাগত হয়॥
নিত্যানন্দ পিতামহ ওঝা মহাশয়।
নিত্যানন্দ যাঁর পৌত্র বন্দ্য উপাধ্যায়॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ভাষা গ্রন্থকর্ত্তা।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত হন বিখ্যাত এ বার্ত্তা॥
তাঁর পিতামহ শ্রীমুরারি ওঝা জানি।
সুন্দরামল্ল ভ্রাতৃ প্রপৌত্র হন তিনি॥
সুন্দরামল্ল হইতে দ্বাদশ গণনায়।
নিত্যানন্দ হইতে দশম এ অধম হয়॥
আমি অপরাধি, হই নিরবধি,
প্রকৃতি পরম মন্দ।
গুণেতে লঘিষ্ঠ, পাপেতে গরিষ্ঠ,
নাম নবদ্বীপচন্দ্র॥

৺গোলকচন্দ্রের পিতা অদ্বৈতচন্দ্রের বাল্যে কি পরিচয় ছিল তাহা জ্ঞাত নহি। তবে তিনি মোকাম নোতা গ্রাম হইতে শুভাগমন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সে সময় সুন্দরা-মল্লই ছিলেন। নিত্যানন্দ সন্তানগণ এ পরিচয় দেন না। ইহাঁরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচিত। আমরা সুন্দরামল্ল বা ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখৈটি বংশ হইতে ক্রমাগত নহি।

৺কীর্ত্তিবাস মুখোর ধারা।

ঊর্দ্ধতম এক দেশ মাত্র।

১৩ উৎসাহ
|
১৪ আহিত
|
১৫ উধো
|
১৬ শিয়ো
|
১৭ নৃসিংহ (ফুলিয়া)
|
১৮ গর্ভেশ্বর
|
১৯ মুরারি ওঝা
|
২০ ভৈরব — বনমালী — অনিরুদ্ধ

২০ ভৈরব
|
২১ গজপতি

বনমালী
|
২২ মৃত্যুঞ্জয় — ২২ কীর্ত্তিবাস *

২২ মৃত্যুঞ্জয়
|
২২ মালাধর খান (৯)
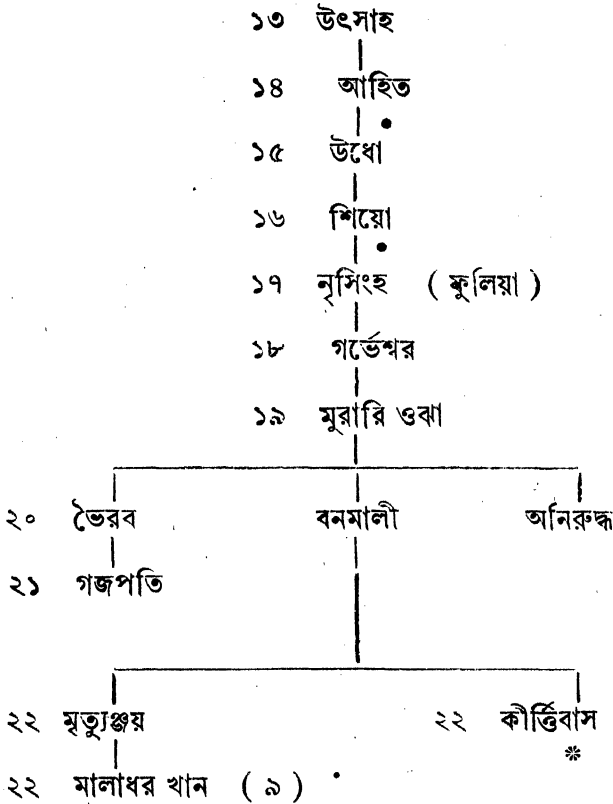
আমাদের ইহার সহিত বংশের কোন প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। ইহাই আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিদ্যা-প্রণোদিত।

অরণ্যকাণ্ডে কীর্ত্তিবাস মুখো কি লিখিয়াছেন দেখুন।

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়া নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাস॥

তথাহি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে—

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥

---

(৯) ইনি মালাধর খানির প্রকৃতী ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

* উক্ত কীর্ত্তিবাস মুখো চিরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনিই সাতকাণ্ড রামায়ণ ভাষা গ্রন্থকর্ত্তা।

উক্ত বনমালীর পুত্র প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিবাস' সুন্দরামল্ল বা' বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন। (২৬৫ ও ৫৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন সম্বন্ধ নির্ণয়) এই কীর্ত্তিবাস রামায়ণ প্রণেতা; গজপতি বারানসী পর্য্যন্ত খ্যাত ছিলেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)।

' ২৬৭ পৃষ্ঠা ব্রাহ্মণকাণ্ড দেখুন।

কীর্ত্তিবাসের বংশবল্লি।
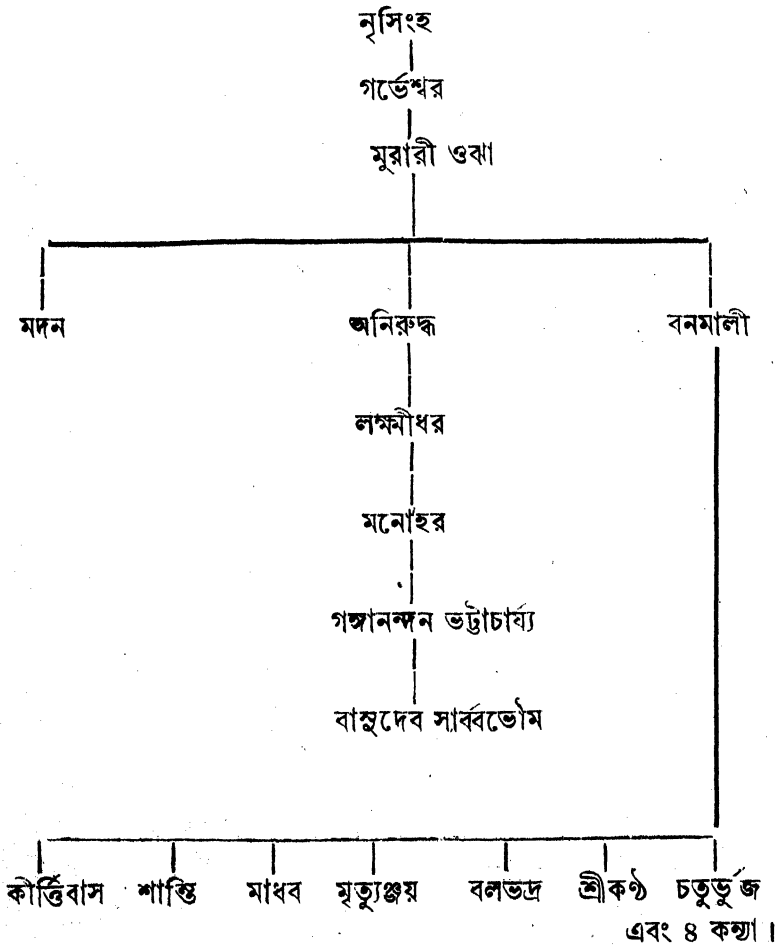
শ্রীহর্ষ হইতে মাধবাচার্য্য ১৩ পুরুষ, মাধবের পুত্র উৎসাহ, তাহার পুত্র আহিত, তাহার পুত্র উধো, তাহার পুত্র শিয়ো, তৎপুত্র নৃসিংহ ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। এবং তাহার বংশাবলী ফুলের মুকুটি বলিয়া খ্যাত। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের প্রথমে এইরূপ বংশাবলী আছে।

সুন্দরামল্ল বা সিন্দুরাবল্লভ।
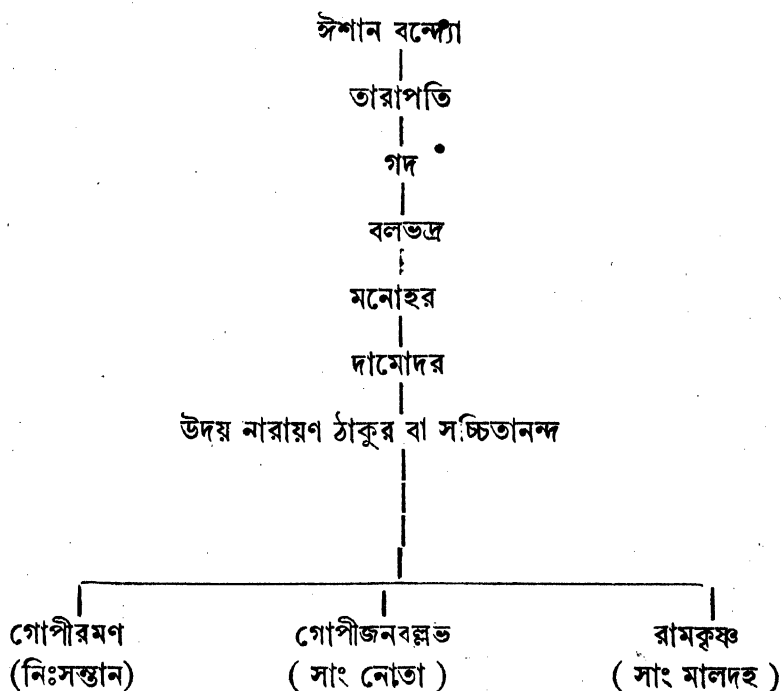
উপনিবাস—

বনপাষ কামার পাড়া পরে খড়দহ।

আমি বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে একখানি বংশলতা গোস্বামী সমাজ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহু পুরাতন হস্তলিখিত ও কীটদষ্ট। সেই তালিকা দৃষ্টে এই বংশলতা লিখিয়াছি। কুল পঞ্জিকা বা অপর গ্রন্থ হইতে ইহা সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যেহেতু কুলাচার্য্যগণ কুলীনদিগের বংশ এবং আদান প্রদান বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বংশজ বা কষ্ট শ্রোত্রিয়ের হিসাব এক স্থানে বা বংশবল্লীর রীতি অনুসারে রাখেন নাই। তবে বন্দ্যঘটীয় তারাপতি হইতে

সুন্দরামল্ল গাঁঞি উৎপত্তি বিধায় কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তাহা হইতেই কতক ভ্রমপ্রমাদ শোধন করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বে ইহারা কুলীন ছিলেন। পরে গাঁঞি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বংশজে কন্যা দান করিয়াই কষ্টশ্রোত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। অনুমানে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দনৌজা মাধবের পূর্ব্বে মুসলমান রাজগণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া কুলীন সন্তানগণ নানা স্থানে বাসস্থান আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা কুলপ্রথা পরিত্যাগ করিয়াই আদান প্রদান আরম্ভ করিলেন। বংশাবলী দৃষ্টে বোধ হয় ১৪ পর্য্যায় হইতেই আদি বংশজের সৃষ্টি। মোট কথা বুঝিতে হইলে রাজা দনৌজা মাধবের সময় হইতেই প্রকৃত বংশজের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা দনৌজা মাধব যখন দোষ গুণ অনুসারে কুলীনগণকে বিভাগ করিলেন। সেই কালে যাহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বংশজ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহারাই আদি বংশজ। বংশজগণ স্ব স্ব কৌলিন্য হারাইয়া অন্য অন্য কুলীন সন্তানগণকেও অর্থ বা সুন্দরী কন্যা বা বৃত্তির লোভে বশীভূত করিয়া আপন আপন দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন কুলাচার্য্যগণও বিশেষ সতর্ক হইয়া কুলরক্ষার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেবীবরের মেল বন্ধনের পূর্ব্বে প্রায় শতাধিক সমীকরণ হইয়াছিল। ইহা মহামহোপাধ্যায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের তালিকা পাঠে সহজেই জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সুন্দরামল্ল বা সিন্দুরা বল্লভ গাঁঞি ইহাঁর সহিত সপ্তশতী সংস্রব নাই ইহা কে বলিবে। কিন্তু হরি মিশ্র বা এড়ু মিশ্রের সময় যে ৫৬ গাঁঞি কুলপঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে। ইহা সপ্তশতী সংস্রব বিহীন বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সুন্দরামল্ল গাঁঞি ইহা হইতে পৃথক্। বাচস্পতি মিশ্র যখন কুলরাম প্রকাশ করেন, তখন বহু সংখ্যক সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ রাঢ়িয়দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সেই নিমিত্ত এই সকল অভিনব গাঁঞির উৎপত্তি হইয়া-

ছিল। তাহারই অন্যতম সুন্দরামল্ল বা সিন্দুরা বল্লভ গাঁঞি। বন্দ্য-ঘটীয় গাঁঞি হইতে এই অভিনব গাঁঞির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার উৎপত্তির হেতু কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। ১৯ পুত্র পর্য্যায়ে ঈশান বন্দের পুত্র তারাপতি সিন্দুরা গ্রাম নিবাস হেতু সিন্দুরা বল্লভ গাঁঞি হইল। এক্ষণে আধুনিক কুলপঞ্জিকায় সুন্দরামল্ল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে সুন্দরা মল্লের আদি পুরুষ তারাপতি বন্দ্যো। তদ্বংশীয় পুত্রগণ ঐ গাঁঞি প্রাপ্ত হইয়াছে বা সংশ্রব দোষেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহা বংশাবলীতে ইহা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। বল্লালসেনের সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে গৌণ কুলীনগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কেবল আদান প্রদান নহে কুলীনদিগের সহিত পরিবর্ত্ত পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। মহেশ্বর বন্দ্যো যিনি বল্লালের সভায় মুখ্য কুলীন বলিয়া সম্মানিত। তিনি গৌণ কুলীন অতিরূপ পিপ্পলীর সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখাইতেছি যে, এরূপ সংশ্রবও পূর্ব্বে বিরল ছিলনা। বল্লাল ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার লক্ষ রাখিয়া এইরূপ বিধিবদ্ধ করিলেন যে, কুলীন ভিন্নগোত্রীয় কুলীনের কন্যার সহিত আদান প্রদান করিবে নচেৎ কুলভঙ্গ হইবে। কুলীন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে তাহার কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে তাহাদের কুলক্ষয় ঘটিবে। ইহাই কুলধর্ম্ম। যিনি ধ্যান ও জ্ঞান পরাঙ্মুখ, ক্রোধাদির সেবক; লোভী; পরশ্রী কাতর এবং মুর্খ তাহার কুল থাকিবে না। অর্থাৎ নিষ্কুল হইবে। বংশ লোপে, রণ্ড ও পিণ্ড ইহাও কুলক্ষয়ের কারণ হইবে। বলাৎকার দূষিত ও আদান প্রদান বিবর্জ্জিত হইলে তাহার কুলক্ষয় হইবে। কুলপ্রথা নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় সকল ব্রাহ্মণই আহুত হইয়া রাজার মতাবলম্বী হইলেন। কেবল বিকর্ত্তন ও তাহার সঙ্গে কতিপয় ব্রাহ্মন অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যান। পূর্ব্বে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে কুলীন সন্তান যে কোন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। রাজা দনৌজামাধব

শ্রোত্রিয়দিগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম সিদ্ধ, দ্বিতীয় সাধ্য, তৃতীয় সুসিদ্ধ, চতুর্থ অরি। বিকর্ত্তনাদি পূর্ব্বকথিত দ্বাবিংশতি গ্রামীর অন্তর্গত অথচ কুলীন বা গৌণ কুলীন বলিয়া যাহারা গণ্য হন নাই তাহারাই সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইলেন। মোটা কথায় তাহাদের সুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলে। কুলীনগণ ইহাদের কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাদের কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল হইবে। যাহারা সাধন চতুষ্টয়ে যত্নবান্ তাহারাই সাধ্যশ্রোত্রিয় পদবাচ্য যেমন হড় গুড় ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত দ্বাবিংশতি গ্রামীন্ ভিন্ন পঞ্চ গোত্র সম্ভূত বিপ্র সকল সুসিদ্ধ নামধেয়। ইহাদের কন্যাও কুলীন সন্তান গ্রহণ করিতে পারেন। উক্ত দ্বাবিংশতি গ্রামীন্ হউন বা না হউন যাহার কন্যা গ্রহণ মাত্রে কুলনাশ হয় তাহা-দিগকে কুলনাশক বা অরি শ্রোত্রিয় বলিয়া থাকে। যেমন ছান্দড়িয়া চট্টো, গোমাঞ্চি গঙ্গো, বামন বন্দ্যো ইত্যাদি। সুন্দরামল্ল ইহার অন্যতম, ইহারা কুলনাশক এবং অরি শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।* ইহাতেই বাঁড়ুরি, মুখুটি, চাটুতি, এই সকল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ ইহারা কুলমর্য্যাদা বিহীন উপাধি মাত্র অবশিষ্ট।

"ধান ভান্‌তে শিবের গীত" আমরা কথায় কথায় বহুদূরাগত। প্রকৃত বিষয় বংশলতার কুড়ি পর্য্যায়ে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যো শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এক গ্রামে বাস হেতু দাদা বলিতেন, এবং সতত এক স্থানে থাকিতেন। ক্রমশঃ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন।

যৎকন্যা লাভমাত্রেণ স্বকুলস্থো বিনশ্যতি।
কেচিদ্রব কুলেজাতাঃ লক্ষ্মীপত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥
কেচিত্তু শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ সুন্দরামল্লবাসিনঃ॥ (বাচস্পতি মিশ্র)।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়—পিপ্পলী, দীর্ঘাঙ্গী, দিণ্ডী। সাধ্য শ্রোত্রিয়—মাহিন্ত্যা, হড়, গুড়, পারিহাল।

সুসিদ্ধ—মাসচটক, কুশারি, পাকড়াশী, বটব্যাল, শিমলায়ী, সিমলা, পোষলী, পালধি, কাঞ্জাড়ী পলসায়ী, পূর্ব্বনন্দী, কুসুমকুলি, কড়িয়াল, অম্বুলি, ভূরি, বাপুলি, সিয়ারি, সাহুরি, ঘন্টয়ারি; দন্ধবাটী, তৈলবাটী, দীঘল, কোয়ারী, পারি, বালি, শাটেশ্বরী, ভট্ট, কুলকুলি, দায়ারি, পুংসি, সিদ্ধল ও নায়ারি।

অরি—উল্লিখিত সপ্তবর ব্যতীত, আকাশ, ঘোষলী, সেউক ও মূলী, এই চারি গাঁঞি। রবকুলে জাত লক্ষ্মীপতি প্রভৃতি ও সুন্দরামল্লবাসী শ্রোত্রিয়গণ ও জগদানন্দ মহিন্ত্যা, গজেন্দ্র দন্ধবাটী এবং পরমানন্দ দিণ্ডী, ইহারা অরি অর্থাৎ কুলনাশক।

কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীরমণ শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে পর, উদয়নারায়ণ বা সচ্চিদানন্দ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কুলগুরুর নিকট উপদেশ না লইয়া গোপীজন-বল্লভ ও রামকৃষ্ণকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া উভয়কে শ্রীনিত্যা-নন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন। জাহ্নবা দেবী বন্ধ্যা ছিলেন। সেই কারণ তিনি প্রযত্ন সহকারে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। বালকদ্বয়ও মাতৃহীন ছিলেন। তাহারাও জাহ্নবাকে মাতৃস্থানীয় জ্ঞানে তাহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যখন শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় শ্রীজাহ্নবার মতানুসারে নোতা ও মালদহের গদি উঁহাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। যাহাতে ঐ মঠ দুইটীর কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলে, সেই বিষয়ের উপদেশ দিয়া নীলাচলে প্রস্থান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করিলে পর শ্রীজাহ্নবা প্রায় নোতায় বাস করাতে বীরচন্দ্র দুঃখিত হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া, খড়দহ মোকামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরচন্দ্র তখন বালক, এই অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া গঙ্গার বিবাহ দিয়া তিনি নীলাচলে চলিয়া গেলেন। তৎপরে শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রের বিবাহ দেন ও রামচন্দ্রকে একমাত্র পুত্র রাখিয়া শ্রীবীরচন্দ্র লীলা সম্বরণ করিলেন। 'আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো'। অতএব গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বীরচন্দ্রের পুত্র নহেন সম্পর্করহিত ভ্রাতা মাত্র।

আর একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে উত্থাপন করিতে সাধ হইল। পাঠক মহোদয় চপলতা মার্জ্জনা করিবেন। আর একটি প্রসঙ্গ ইহার প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করিব॥

ইতি সুন্দরামল্ল সমাপ্ত।

রামাই।

শ্রীজাহ্নবা কেবল গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণকে পালন করিয়াই মাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন তাহা নহে।

তিনি এইরূপ কীর্ত্তি অনেক রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার আর এক পুত্র রামাই। ইহারা বংশজ ভাবাপন্ন পাটুলের চাটুতি। এই রামাইয়ের পিতা চৈতন্য দাস অপুত্রক ছিলেন। তাহার সহধর্ম্মিনী শ্রীজাহ্নবার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে, শ্রীজাহ্নবা তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন।

তথাহি—

তোমার দুই পুত্র হবে বড়ই উত্তম।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি মোরে কর সমর্পণ॥

কালক্রমে দুই পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ রামাই কনিষ্ঠ শচীনন্দন। যখন পুত্রদ্বয় বড় হইল, জাহ্নবা রামাইকে প্রার্থনা করিলেন।

তাহার পিতা চৈতন্যদাস জাহ্নবার হস্তে রামাইকে সমর্পণ করিলেন।

তথাহি—

হরিনাম দিলা তারে অতি সযতনে।
তবে শুনাইলা ইষ্টনাম হৃষ্টমনে॥
রাধা কৃষ্ণ কাম মন্ত্র সব শুনাইল।
ঠাকুর রামের করে ধরি সমর্পিল॥
চৈতন্য দাসেরে কৃপা করিয়া তখন।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিজালয়ে করিলা গমন॥
জাহ্নবা কহিল তবে চলহ রামাই।
এখানে কি কাজ আর নিজ ঘরে যাই॥

(ইতি মুরলী বিলাস)

রামাইও শ্রীজাহ্নবাকে কর্ণধার এবং মাতৃস্থানীয় জ্ঞানে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালিত হইতে লাগিলেন। তবে দুঃখের বিষয় খড়দহ ভিন্ন

আর নিত্যানন্দের অপর গাদি ছিল না। নচেৎ রামাই এক গাদির অধিকারী হইয়া নিত্যানন্দের ঔরস পুত্র সাব্যস্ত হইতে পারিতেন। কুলশাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় যে ইহারা পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন; এবং পাটুলিয়া চাটুতি বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইহারা কত পর্য্যায় হইতে বংশজ ভাবাপন্ন তাহা সহজে জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তবে আদান প্রদানে জ্ঞাত আছি, চৈতন্য দাসের পিতা বংশীবদনানন্দ চট্টো, যথার্থ বৈষ্ণব চূড়ামণি ছিলেন। তিনি দক্ষের অধস্তন বিংশতি পর্য্যায়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামাই দ্বাবিংশ। ইহার মধ্যে দেখা যায় রামাইয়ের অধস্তন চতুর্থ পর্য্যায়ে লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করিয়া শ্রীধরের বংশে লক্ষ্মীকান্ত মুখোর দ্বিতীয় পুত্র মাণিক চন্দ্র ভঙ্গ হয়। পুনশ্চ রামেশ্বরের বংশ সম্ভূত কালীপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র গোপীনাথের সহিত বৈঁচির পাংচং নিত্যানন্দ গোস্বামীর কন্যা বিবাহে ভঙ্গ। পুনশ্চ ঐ কালীপ্রসাদের পঞ্চম পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বাগনাপাড়া নিবাসী বিশ্বম্ভর গোস্বামীর কন্যা বিবাহে ভঙ্গ হন। সুতরাং জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইহারা পূর্ব্ব হইতেই ভঙ্গ ভাবাপন্ন। কিন্তু এতাবৎ কুলকার্য্য করিয়া সম্মানিত হইয়া রহিয়াছে। এদিকে বীরচন্দ্র জাহ্নবার বিলম্ব দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইতেছিলেন; পথে সাক্ষাৎ হইল। মাতাকে লইয়া রামাইসহ খড়দহে ফিরিয়া আসিলেন। পরে জাহ্নবার আজ্ঞানুসারে বৃন্দাবনে রামাই চলিয়া গেলেন। তৎপরে বাগনাপাড়ায় শ্রীমূর্ত্তি (রামকৃষ্ণ) স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এক্ষণে রামাইয়ের ভ্রাতা সচ্চিদানন্দের ধারা শ্রীপাঠ বাগনাপাড়ার গোস্বামী খ্যাতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত রামাই শ্রীশ্রীরাধার শ্যামসুন্দর জীউর সেবা করিতেন এবং খড়দহে বাস করিতেন।

রামাই যখন দেবালয় স্থাপন করিয়া অতিথি সৎকারে নিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় বীরচন্দ্র খড়দহ হইতে বৈষ্ণবগণের মুখে অতিথি সৎকারের সুখ্যাতি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণবগণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত করায় বীরচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে,

আমার অজ্ঞাত এরূপ ভক্ত কে আছে ? তিনি বারশত নেড়াদিগকে রামাইকে নিগ্রহ করিবার উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন। নেড়াগণ হুঙ্কারে বাগনাপাড়ার লোক সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া দুই প্রহর নিশীথে রামাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিল। রামাই তাহাদিগকে ভক্তি সহকারে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নেড়াগণ বলিল, আমরা যদি কাঁচা আম্র সহকারে ইলিস মৎস্যের ঝোল পাই তবে আহার করিব, নচেৎ চলিলাম। কিন্তু রামাই সেই অগ্রহায়ণ মাসে ইলিস মৎস্য কোথায়, আর কাঁচা আম্রই বা কোথায় পাইবেন। এই চিন্তায় অস্থির হইয়া রামাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামাই নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটিয়া গেল; পরে হাস্যমুখে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া নদীতীরে প্রার্থনামাত্র বিস্তর মৎস্য হস্তগত হইল। আম্রবৃক্ষের নিকট প্রয়োজন মত রসাল প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে আবাস বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পাকাদি কার্য্য সমাধা করিয়া নেড়াদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। নেড়াগণ যখন আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা বীরবলাই শব্দে হুঙ্কার করিয়াছিল। সেই সন্দেহে রামাই তাহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নেড়া সম্প্রদায় বলিল আমরা প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেরিত ও ভৃত্য। আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম। এই কথা শুনিবামাত্র শ্রীজাহ্নবার নাম করিয়া রামাই বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং একখানি পত্র নেড়াদিগের দ্বারা বীরচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। বীরচন্দ্র নেড়া সম্প্রদায়ের মুখে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং পত্র পাঠে অবগত হইয়া বাগনা-পাড়ায় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে মিলিত হইলেন। এক্ষণে শচীনন্দনের বংশই রামাইয়ের ধারা রক্ষা করিতেছে।

রামাই সমাপ্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ১৩৯৫ শকে মাঘ মাস শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে, ভট্ট নারায়ণ চতুর্ব্বেদীর বংশে বটব্যালোপাধিক শ্রীমুকুন্দ ওঝার ঔরসে বিমল শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কুলে একাচক্র গ্রামে (চিদানন্দ) জন্ম-গ্রহণানন্তর বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী ১৪০৭ শকে শ্রীহরি লোক পাবনার্থ শ্রীচৈতন্য রূপে অবতরি। শ্রীচৈতন্য ইচ্ছাশক্তিময়। শ্রীনিত্যানন্দ ক্রিয়াশক্তিপর। যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন লীলা-ক্ষেত্রে শ্রীঅনন্ত বলদেবরূপী, তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপে নিত্যানন্দ রূপে প্রকট হইয়া কার্য্যসাধক। ঐ সময় যবনাধিকার প্রযুক্ত জনসাধারণ স্বভাব পরিত্যক্ত ও যবনানুকরণে অনুরক্ত এবং হরিনাম ও হরিভক্তি বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া নদীয়া বিহারী হরি নাম বিলাইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

তথাহি—

কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তি মিশ্র সব।
তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব।
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখে হ নাহিক হরিধ্বনি।
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
"গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জন পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণু-মায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

(ইতি চৈতন্য ভাগবতে)

এই প্রকার ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ ভক্ত মনোরথ পূর্ণ করিবার অভিলাষে ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্য কলেবরে প্রকট হইলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবধূত বেশে তীর্থ পর্য্যটন হেতু গৃহত্যাগ করিলেন। বিংশতি বর্ষ কাল পর্য্যন্ত তীর্থ পর্য্যটনানন্তর দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে পুনশ্চ মথুরাধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার উপযুক্তকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদনন্তর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীনবদ্বীপে নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য পরিকর সহ মহাপুরুষ অনুসন্ধানের ভান্ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎকার লাভ ও স্বকার্য্য উদ্ধারে যত্নবান্ হইলেন। অর্থাৎ এই মিলনের পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভু অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখাইতেন। শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ অবধি তাহার কার্য্যকারকভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। অবশেষে আদি লীলা সম্পূর্ণ করিয়া অন্ত্যলীলার শেষ ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীনিত্যানন্দকে গৃহী হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কখনও বিধিবোধিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানই কঠোর অন্তরায়। তাঁহার মনে সংসার কখন স্থান পাইত না। প্রেমানন্দে বিহ্বল শ্রীনিত্যানন্দ একমাত্র নাম ব্রহ্মেরই নির্ব্বিকল্প উপদেষ্টা ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্মের অধিকারী।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গৌড়ে প্রচারক নিযুক্ত হইয়া গৌরাঙ্গের অনভিমতে ভক্তির পরিবর্ত্তে মুক্তিবাদ প্রচার করেন। প্রতি বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রথযাত্রার সময় গৌরাঙ্গ দর্শনে যাইতেন। সেই সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে, অদ্বৈত প্রভু ভক্তি ছাড়িয়া পঞ্চবিধা মুক্তি ব্যাখ্যায় লোক সকলকে ভক্তিহীন করিয়াছেন। আপনি সত্বর ইহার উপায় না করিলে ভক্তি বিধায়ক নাম বিলুপ্ত হইবে। গৌরাঙ্গসুন্দর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় নিত্যানন্দের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং গৌরাঙ্গ অপ্রকটে কিরূপে জীব, ভক্তির অধিকারী হইবে তাহার সদুপায় চিন্তা করিয়া শ্রীনিবাসকে প্রকাশ করিলেন; ও শ্রীনিত্যানন্দকে সংসারে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। * ইহাই শ্রীনিত্যানন্দের বংশ বিস্তারের পক্ষে প্রকৃত কারণ হইয়াছিল।

তথাহি—

গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে।
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥
কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম।
সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ॥
কেহ কহে ভক্তি ছাড়ি আচার্য্য গোঁসাই।
মুক্তিকে প্রধান করি গাওয়াইলা ঠাঁঞি ঠাঁঞি॥
কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর।
মুক্তি কহি কহি গোঁসাঞে ভাসাইল সংসার॥

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহার নিকট স্ত্রীসম্ভাষণ পর্য্যন্ত মহাপাতক মধ্যে গণ্য হইত। একদিবস ছোট হরিদাস শিখী মাহিতির ভগ্নী মাধবীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে মহাপ্রভু তাহাকে ত্যাগ করিলেন।

তথাহি—প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ছিল সেই জন্য তাঁহাকে সংসার করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল ।
নিত্যানন্দ বিচ্ছেদ দুঃখ অধিক বাড়িল ॥
এই কালে প্রভু স্থানে স্বরূপ রাম রায় ।
কহিবারে চাহে প্রভু আনন্দ হিয়ায় ॥৮
আইস আইস ভাল হৈল আইলা দুইজন ।
ভক্তি শূন্য হইল গৌড় শুনহ কারণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য হৈল ঈশ্বরের মুর্ত্তি ।
ভক্তি ছাড়ি বাখানেন পঞ্চবিধামুক্তি ॥
বুঝিতে নারিনু আমি অদ্বৈতের মন ।
কিসে ভক্তি রহে ইহা কহ দুইজন ॥
ঘৃণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ করি ।
এ লীলার তিঁহ হন মুল অধিকারী ॥

তথাহি—

ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল ।
ভক্তিশূন্য হইল জীব ভয় উপজিল ॥
কিরূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে ।
গৌড়ে কিছু প্রেম নাম চাহি পাঠাইতে ॥
নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কিমতে হইবে ।
অবিদ্যমানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু নিত্যানন্দের সাক্ষাতে ।
বিদ্যমানে প্রেম যেন নহিবেক বাধে ॥
অবিদ্যমানের কথা কি কহিব আমি ।
যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি ॥

তত্রৈব—

নামের আভাসে পাপ করিলেক ধ্বংশ ।
ভক্তিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ ॥
হেন নিত্যানন্দে প্রভু গৌড়ে পাঠাইয়া ।
পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবিতে লাগিলা ॥
সঙ্গ ছাড়া নিত্যানন্দ করিলাম আমি ।
কি করিব যেবা হয় যুক্তি দেহ তুমি ॥

পরে যখন নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল। ॥
জীবের উদ্ধার নাহি হ'লো
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই।
আমায় ধররে নিতাই ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রথম নাম প্রচারের কারণ নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এইবার গৌরাঙ্গের পত্র প্রাপ্তে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহার অনুমতি ক্রমে সংসার করিতে দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইলেন। তৎপরে তৃতীয় বার গৌরাঙ্গ অপ্রকটে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া লীলা সম্বরণ করিলেন।

তথাহি—

পূর্ব্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র বসি একাসনে।
নীলাচলে সেই যুক্তি করিল নির্জ্জনে ॥
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার।
তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার ॥
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতারে;
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার।
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে নাহি ত প্রচার ॥

তত্রৈব—

বিকর্ম্ম সুকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা।
অবধূত সাজাইলা সংসার ভ্রমাইলা।
মোর নেত্রে পট দিয়া লুকাইয়া রহিলা ॥
আপনি প্রেমেতে বহুত নাচাইলা।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥

পুনঃ ভূষা পরাইয়া করিলে বিষই।
আপন বুঝিতে নারি কখন কি হই॥
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার।
আপনেতে জাতি ধর্ম্ম করিলে স্বীকার॥

এবঞ্চ—

এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হইল।
প্রভু তাঁর হস্তে ধরি কহিতে লাগিল॥

তথাচ চরিতামৃতে—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥

ইতি।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিহ থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥

ইতি চৈতন্য ভাগবতে চ।

এবম্প্রকার পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া ক্লিষ্ট প্রায় নিত্যানন্দ বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া তীর্থযাত্রাচ্ছলে কতিপয় মহান্তগণ সহ গৌড়ে

যাত্রা করিলেন। পথে আসিবার সময় তাহার পূর্ব্বঘটনাবলি স্মৃতি-পথে উদয় হইল। একাচক্র গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের পিতা প্রভুর বিবাহ দিবার অভিলাসে কুন্‌কুন্‌ ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, অপ্রত্যাশিত বৈরাগ্য বাতে কম্পিত হইয়াছিলেন। তাহার আঘাতে পিতা মর্ম্মাহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে পিতৃ-আকাঙ্ক্ষা স্মরণ পূর্ব্বক তাহা পূর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। গৌড়ে পৌঁছিয়া মোকাম পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের ঘরে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, দিবারাত্র নাম ও উচ্চসংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চিন্তার লক্ষণ তাহার মুখচন্দ্রিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদা রাঘব এইরূপ চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশ জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু রাঘব ঐ সকল বাক্যের প্রত্যুত্তর না করিয়া মহান্ত ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; এবং শ্রীবাসের গৃহে দুই চারি দিবস অবস্থানান্তর প্রত্যাগত হইলেন। কিছুদিন গত হইলে পর, একদিন কীর্ত্তনাবসানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিবাস এই বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাত করিলেন। মোকাম বড়গাছি নিবাসী রাজা হরিহোড়ের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, কন্যা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া গৌড়েশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী শালিগ্রাম নিবাসী সারখেলোপাধিক শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা মনোনীত করিয়া, শ্রীজয়ানন্দ ঘটকাচার্য্যকে তথা প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দকে কন্যাদানের কথা শ্রবণ মাত্রে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজয়ানন্দ চক্রবর্ত্তী পুনশ্চ কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হয়েন নাই। প্রত্যুত কৃষ্ণদাসকে জ্ঞাত করিলেন মাত্র। কুমার পণ্ডিতের অসম্মতি বুঝিয়া অন্য অন্য স্থানে চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং এই শুভকার্য্য সংঘটনে মনস্থ করিলেন। দৈবক্রমে সেই দিবস স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সূর্য্যদাস কহিতে লাগিলেন।

তথাহি—ওহে বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা।
কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহু বস্থা॥

নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই।
আমার গৃহস্থ কন্যা দিতে পারি কোই॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ।
অন্তর দুঃখিত হইয়া কহে রক্ষ কৃষ্ণ॥
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার কি হইল কি হইল॥
ধাইয়া সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডব দুয়ারে॥
আচম্বিতে অঙ্গ কম্প নয়ন উত্তাল।
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম॥
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দ্ধার।
কদাচিৎ প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার॥
অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে।
কহিয়া চিকিৎসা কৈল বহু শাস্ত্র মতে॥
তথাচ নাহিক কিছু ভালোর বিষয়।
ঔষধি আধার বান্ধি চিকিৎসক কয়॥
অতঃপর কর ইহার পরমার্থ চেষ্টা।
গঙ্গাতীর লও তোমার কন্যা কুল জেষ্ঠা॥
এত শুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিল।
তারে আশ্বাসিয়া গৌরী দাস যে বলিল॥
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরিয়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে॥
যার যার জীবাও ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে যেই কন্যা দিব তারে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে॥
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়।
সবে মিলি চল নিত্যানন্দ পদে পড়॥

(শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

শ্রীনিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন—

এইরূপ কথনে কথনে দিন গেল ;
পরদিন সূর্য্যদাস সারখেল আইল ॥
প্রভু কহে ইঁহো ককুদ্মি রাজা হয়।
তার দুই কন্যা করিব পরিণয় ॥
তথি আসি সূর্য্যদাস নিতাই প্রণমিলা।
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিতে লাগিলা ॥
স্বপন দেখিনু বল রাম নিত্যানন্দ।
মোর কন্যাদ্বয় সহ হইল সম্বন্ধ ॥
দুই কন্যা সম্প্রদান আমি তাঁরে কৈল।
সন্ন্যাসীরে বর পাইয়া কন্যা তুষ্ট হইল ॥
স্বপ্ন কথা বলি সূর্য্য আনন্দিত হইল।
নিত্যানন্দ রাম নিয়া শালিগ্রামে গেল ॥
বাড়ি গিয়া দেখে কন্যা হইয়াছে মৃত।
বিষধর সর্প তারে করেছে আঘাত ॥
মৃত কন্যা দেখি সূর্য্য করয়ে ক্রন্দন।
হাঁসি নিত্যানন্দ তাঁরে দিলা প্রাণদান ॥
সেই কন্যার নাম বসুধা হয়।
তাহার কনিষ্ঠারে জাহ্নবা বলি কয় ॥
দুই কন্যা নিত্যানন্দে করিল সম্প্রদান।
হীন কুল সূর্য্যদাস পাইল সম্মান ॥

তথাচ অদ্বৈত প্রকাশে—

হেথা প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বসি।
উদ্ধারণ দত্ত কথা কহে হাঁসি হাঁসি ॥
হেন কালে বসুধার মৃত দেহ লঞা।
গঙ্গাতটে আইল পণ্ডিত দুঃখিত হঞা ॥
সৎকার করিতে সব উদ্যোগ করিলা।
তঁহি প্রভু হাসি সূর্য্যদাসেরে কহিলা।
এই কন্যা যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবে কহ সত্য করি ॥

শুনিয়া পণ্ডিত কহে তাঁর বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে।
মৃত সঞ্জীবনী নাম দিল তার কাণে॥

যে প্রকারেই হউক না কেন, বৃন্দাবন দাস অপস্মার রোগ লিখিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও অদ্বৈত প্রকাশকার সর্পাঘাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ।

অপস্মার নিদানম্।

চিন্তাশোকাদিভির্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হৃৎস্রোতসি স্থিতাঃ।
কৃত্বা স্মৃতেরপধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ব্বতে॥
তমঃ প্রবেশ সংরম্ভো দোষোদ্রেকহতস্মৃতেঃ।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদোঘোরশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

অনিলজ, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, এবং ত্রিদোষজ এই চতুর্ব্বিধ অপস্মার। অতি প্রবৃদ্ধ বাতাদিদোষ সকল স্মৃতিনাশ পূর্ব্বক এই ঘোরতর ব্যাধি উৎপন্ন করে বলিয়া ইহার নাম অপস্মার। অপস্মারকে পণ্ডিতগণ অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফজাত যে অপস্মার জন্মে তাহা সাধ্য। সন্নিপাত দ্বারা যে অপস্মার উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যাখ্যেয়। দোষজ অপস্মার যখন আগন্তুর (দেব গ্রহাদির) সংযোগ হয়, তখন ভিষগ্বরেরা সাধারণ কর্ম্ম ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ৮ অধ্যায় ৮ শ্লোকে এবং ১২ শ্লোকে নিদান স্থানে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সর্প দংশনে, বিষ প্রয়োগে বা বিসুচিকা ও অপস্মার রোগে রোগী মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও জীবনীশক্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয় না। কখন কখন এই সকল রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে পুনর্জীবিতের ন্যায় দেখা যায় এবং আরোগ্যলাভ করে। এস্থলে বসুধার অপস্মারই হউক বা সর্পাঘাতই হউক ঘটনাচক্রে সমস্ত একরূপ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমার বিদ্বান্ গ্রন্থকার মহাশয় কলুর কন্যা কোথা পাইলেন। এবং তান্ত্রিক মতে পুনশ্চ ভেকে বিবাহ এবং সেই জন্য তাহার পুত্রের বীর উপাধি হইয়াছিল। এই সমস্ত ইতুরে কথা কোথা হইতে পাইলেন। ইহা বোধ হয় তাহার বিদ্যার বহর হইতে অবতারণা করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা তাহাতে দুঃখিত নহি। কারণ যদি কোন শিষ্ট বা সুধী ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত হইয়া প্রকাশিত হইত তাহা হইলে

আমাদের ক্ষোভের বিষয় ছিল। এস্থলে "সুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে" এই মহাবাক্য স্মরণ করাই যুক্তিযুক্ত। বাল্য কালের শ্লোক পাঠক মহাশয় মনে করুন!

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপিসন্।
মনিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

এক্ষণে প্রকৃত কথা, সূর্য্যদাসের স্বপ্ন গ্রন্থকারগণ একরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। পাঁচ সাত খানিরও অধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ নিচয়ে যাহা ঐক্যমতে বিশদরূপে বর্ণনা দৃষ্টি গোচর হইতেছে তাহা অবশ্যই বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু ইহতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া কলকণ্ঠ নিঃসৃত গল্প কেহ বিশ্বাস করিয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করে না। কেবল খুড়িমার গল্পই যে গ্রন্থের ভিত্তি তাহার কথা উল্লেখ করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে না।

তথাহি—

প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে বারিধারা চলে॥
স্বগণ সহিতে গৌরীদাস পায়ে পড়ে।
প্রভুধরি উঠাইলা মরিয়া চাপড়ে॥
ভুলিয়া রহিলি সব মূর্খ গোয়ালিয়া।
কণ্ঠে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া॥

(ইতি বৃন্দাবন দাস।)

অত্যন্ত কাতর গৌরীদাস প্রভুর স্মরণ গ্রহণ করিলে বসুধাকে আরোগ্য করিলেন। সূর্য্য দাস ও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহ উদ্ধারণকে সঙ্গে দিয়া প্রভুর পারিষদগণকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া কুমারকে বিবাহের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। কুমার কৃষ্ণদাস প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকার করিয়া, অদ্বৈতাচার্য্য সহ বড়গাছি উপস্থিত হইয়া রাজ বাটীতে সমস্ত বিবাহের দ্রব্যাদি উদ্‌যোগ করিতে আদেশ দিয়া ; উভয়ে সালীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ের পরামর্শ মতে বড় গাছির রাজ বাটী হইতে

বিবাহ স্থির করিলেন। সূর্য্যদাস ও তাহার ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া বিনতিসহকারে কুমারকে উভয়ের হিতকর বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন। যদি চ আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; তত্রাচ পণ্ডিত সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন যে। শ্রীনিত্যানন্দের অবৈধ সন্ন্যাসীর বেশে আশ্রম বিহীন হইয়া ভ্রমণ, ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈধ অনুষ্ঠান মধ্যে গণ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণ নিরাশ্রমী হইয়া একক্ষণ ও থাকিবে না। অপি চ দ্বিতীয় আশ্রম সম্পূর্ণ না হইলে তৃতীয় বা চতুর্থে ব্রাহ্মণ অধিকারী নহে। তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ "বাণপ্রস্থাশ্রমং বক্ষ্যে তৎশৃণ্বন্তু মহর্ষয়ঃ। পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈববা"। ইতি॥ নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন না, এবং বাণপ্রস্থ ও নহেন। ঐ সকল আশ্রমোচিত অনুষ্ঠানও তাহার ছিল না। সন্ন্যাসী বেশে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ন্যাসীর সহিত থাকিতেন। তাঁহার পথ স্বতন্ত্র এবং বিধি নিষেধ সম্বন্ধে তিনিই কর্ত্তা ও উপদেষ্টা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী না হইলে ধর্ম্মপ্রচারকগণকে পাপী হইতে হয় না। তাঁহার পন্থা ও শিক্ষা তাহার নিজস্ব হেতু নিত্যানন্দ প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। তত্রাচ নিত্যানন্দের সন্ন্যাসীর বেশ ভূষা গ্রহণ হেতু পুনসংস্কার আবশ্যক। নচেৎ বিবাহ সংস্কারে অধিকার জন্মিবে না। যদি চ আমরা বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। কিন্তু এই সংস্কার আমার বাটীতে সম্পন্ন হইবে। তাহা হইলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে না। এই বাটীতে কার্য্য শেষ করিয়া বড়গাছি রাজবাটীতে বিবাহ অঙ্গভূত মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিবেন। নচেৎ সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে। এক্ষণে আপনি সন্তোষের সহিত স্বমত প্রকাশ করিলে আমরা দিন স্থির করিতে পারি।

এই প্রকার ধর্ম্মসংগত প্রস্তাবে কুমার সম্মত হইলেন। এবং ঐ দিবস কুলাচার্য্য অধ্যাপক ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সকলকে আহ্বান করাইয়া কুমার কৃষ্ণদাস নিজব্যয়ে তাহাদিগকে যথোচিৎ সম্মানিত

শ্রীমতী কামিনী মণি দাসী প্রদত্ত।
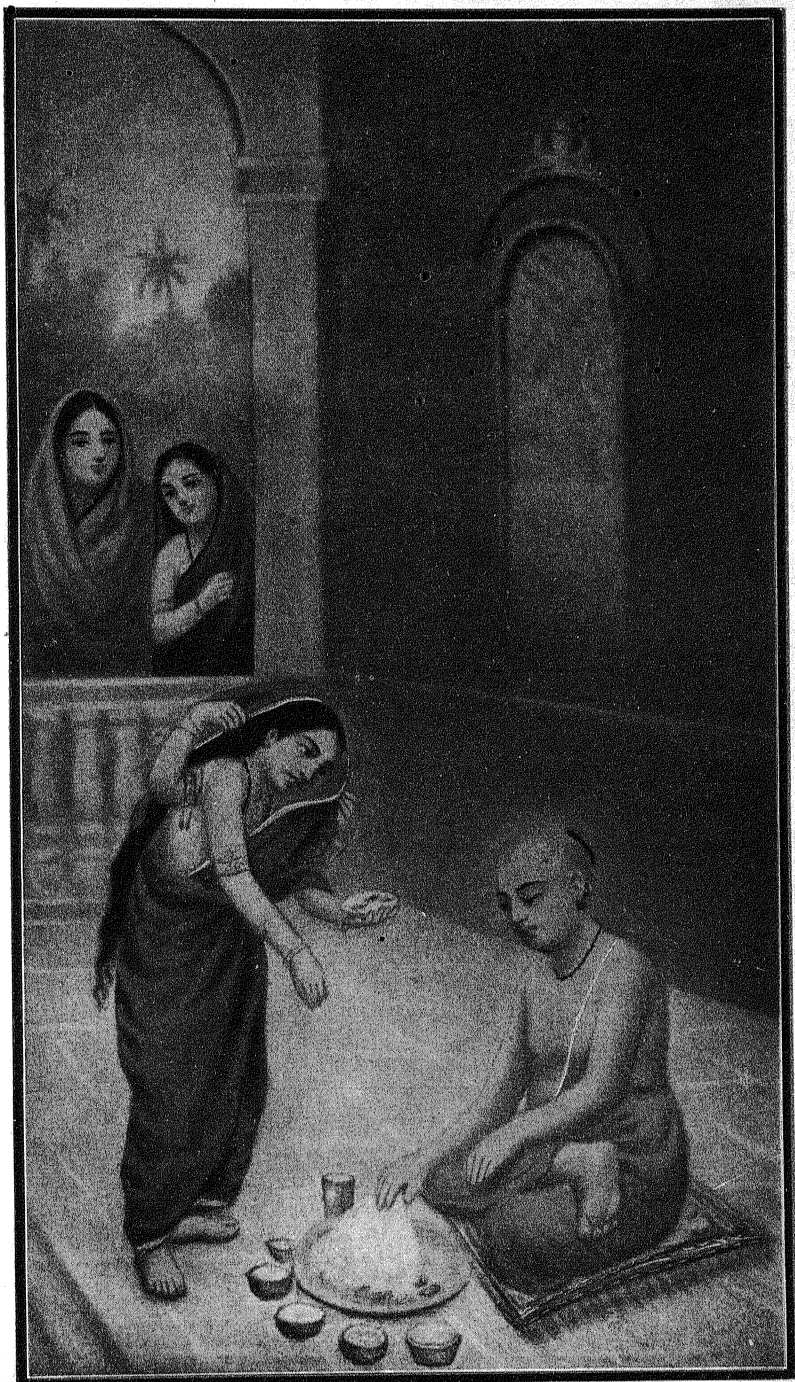
করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বিধি বোধিত কার্য্য শেষ করিয়া আচারাৎ শ্রীনিত্যানন্দ দিবসত্রয় সূর্য্যদাসালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদা নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করিতেছিলেন। শ্রীমতী জাহ্নবা পরিবেশন করিতে তাঁহার শ্রীমস্তকের বসন শ্লথ হইল। লজ্জা বশতঃ শীঘ্র অপর দুই হস্তে সম্বরণ করিলেন দেখিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় দক্ষিণে উপবেশন করাইয়া সূর্য্যদাসের নিকট কৌতুকে যৌতুক গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তথাহি—

কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বারে বারে জাহ্নবা দিছেন ব্যঞ্জন॥
সূর্য্যদাসের কন্যা হয়েন বসুর কনিষ্ঠা।
বাল্যাবস্থাবধি তাঁর নিত্যানন্দে নিষ্ঠা॥
পরশিতে শ্রীমস্তকের বসন খসিল।
আর দুই ভুজে বাস সম্ভ্রম করিল॥

(বৃন্দাবন দাস।)

কৌতুকচ্ছলে জাহ্নবাকে যৌতুক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এই মাত্র অপরাধ। তৎপরে কুমার প্রভুকে লইয়া বড়গাছি উপস্থিত হইলেন। এবং বিবাহের উদযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তথাহি—

সর্বত্র ব্যাপিল শুভ বিবাহের কথা।
অপূর্ব্ব সম্বন্ধ সভে কহেন যথাতথা॥
বড়গাছি গ্রামের নিকট প্রবেশিতে।
গ্রামবাসী লোক আসে আগুসারি নিতে॥

নির্দৃষ্ট দিবসে কুমার শুভক্ষণে প্রভুর গাত্র হরিদ্রা ও শুভাধিবাস শেষ করিলেন।

তথাচ—

ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বৈসে চারি পাশে।
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে॥

নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল।
হৈল মঙ্গল ময় বাদ্য কোলাহল।
অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
নিজ গৃহে কৈলা সবে সন্তোষে গমন॥

এবঞ্চ—

নিত্যানন্দ চন্দ্রের হৈল অধিবাস।
যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেল সূর্য্যদাস॥
মনে মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে।
করায় কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে॥

"কন্যার" ইত্যুপলক্ষণং—

লোক শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রেকৈল দুই কন্যাদান।

(ইতি রত্নাকরে)

পাঠক বৃন্দ দেখুন এখানে ফাউ বা যৌতুক বুঝায়। কিম্বা দুই কন্যাই বিধি পূর্ব্বক দান প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৎপরে কুমার আচারাৎ দ্রব্যসম্ভার শালিগ্রামে প্রেরণ করিলেন; তথাহি—"চারিপাশে বিপ্রগণ ধন্য মানে, চাহি কন্যা-পানে হরষহিয়া। বেদধ্বনি করি, করে আশীর্ব্বাদ, ধান্য দূর্ব্বা দুহু মস্তকে দিয়া।" বিবাহ দিবসে গোধূলি সময়ে বড়গাছি হইতে সমারোহে সকলে বরানু-গমন করিয়া ছিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র বিষয়ী লোক সকল এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চগ্রামীন্ ব্রাহ্মণগণ ও সকলেই বরানুগমনে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালের শোভাবর্ণন করিতেছেন। যথা—

কোটী মনমথ গরব ভর হর।
পরম সুন্দর নিতাই হলধর॥
করত গমন চড়ি নব, চৌদোলে ছবি ছলকয়ে॥
বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত।
ললিত লোচন কঞ্জ মুখ মৃদু, হাস মঞ্জুল ঝলকয়ে॥

এবঞ্চ—

বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র আভরণ।
সাক্ষাৎ পণ্ডিত কৈল জামাতাবরণ॥
পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান।
পূর্ব্বাপর আছে যান বেদের বিধান॥

এই স্থানে পুনঃ শব্দে জাহ্নবাকে বুঝাইতেছে ইহা স্পষ্ট। যৌতুক কেবল নহে, বেদ বিধান মতে সম্প্রদান উক্ত হইয়াছে। (ইহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।)

তথাচ—

বরকন্যা লইলেন গৃহের ভিতর।
দিব্য শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসর॥
বিদগ্ধ যুবতী সব প্রবেশিলা ঘরে।
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিল বাসরে॥

এবঞ্চ—

এমত আনন্দ রাত্রি প্রভাত হইল।
স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিল॥
বিধি শাস্ত্রযজ্ঞাদিক কর্ম্ম সব কৈল।
তার পরে শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল॥

সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া বর ও কন্যাদ্বয় সহ কুমার কৃষ্ণদাস বড়গাছি রওনা হইলেন।

তথাহি রত্নাকরে—

বিবাহ পরদিন হৈল মহানন্দ।
সর্ব্ব মনোরথ কৈল সিদ্ধ নিত্যানন্দ॥
বিদায় সময় সূর্য্যদাস দৈন্য করি।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি॥

শ্রীনিত্যানন্দ নববধূদ্বয় সহ বড়গাছি রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদাসের মাতা এবং শ্রীবাসও অপরাপর প্রভুর অন্তরঙ্গ মিলিত হইয়া নব বধূদ্বয় ঘরে তুলিলেন। সেই দিবসের কল্যাণকর কার্য্য সমস্ত শেষ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছিলেন।

তথাহি—

বসুধা জাহ্নবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়গাছি হৈল মহানন্দ॥
শ্রীবাসের ভার্য্যাদি প্রবীনা সকল।
কৈল যে বিহিত হইয়া আনন্দে বিহ্বল॥
শ্রীবারুনী বেরতী-বংশ সম্ভবে।
তস্য প্রিয়ে বসুধাচ জাহ্নবী॥
শ্রীসূর্য্য দাসাখ্য মহাত্মনঃ সুতে।
ককুদ্মি রূপশ্চ চ সূর্য্য তেজসঃ॥
কেচিৎ বসুধাদেবীং কালাবানীং বিবৃণ্বতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচি জ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাংমতং॥

কিছুদিন বড়গাছি গ্রামে বাস করিয়া নদিয়ায় আইর সহিৎ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বসু জাহ্নবাকে দেখিয়া আই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিছুদিন নবদ্বীপে রাখিয়া পরে শান্তিপুর হইয়া সপ্ত গ্রামে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর ভক্তও আত্মীয়গণের অনুরোধে শ্রীপাঠ খড়দহে বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসু জাহ্নবাসহ বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাতপুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর প্রণামে কালগত হইয়া অবশেষ এক পুত্র বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবী একমাত্র কন্যা জন্মে। এই পুত্র ও কন্যা জীবিত রহিলেন। এই পুত্র ও কন্যা দেখিয়া অভিরাম কহিয়াছিলেন—

নাচি বোলে অভিরাম ঈশ্বরাংশ হয়।
জগৎ উদ্ধার হবে জানিনু নিশ্চয়॥
বীরভদ্র প্রভু হয় ঈশ্বরাবতার।
তাহার কৃপায় হইল জগৎ উদ্ধার॥

(নিত্যানন্দ দাস।)

শ্রীবসুধা গর্ভ সম্ভুত বীরচন্দ্র শ্রীপাঠ খড়দহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তথাহি অদ্বৈত প্রকাশে—

মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীবসুধা মাতা।
শুভক্ষণে একপুত্র প্রসবিল তথা ॥
নিত্যানন্দাত্মজ তিঁহ হয় সদানন্দ।
জগতে বিখ্যাত নাম হৈল বীরচন্দ্র ॥

এবঞ্চ—

শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পাইয়া।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥
শরৎ কৃষ্ণানবমীতে বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাবে সবলোক ভাষে ॥
তিন লোকে জয় জয় হরিধ্বনি হৈল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥
ধন্য ধন্য বসুলক্ষ্মী বলে সর্ব জন।
পুত্র প্রসবিল যেন চন্দ্র বদন।
পঞ্চদশ মাস তেজোরূপিযে রহিলা।
মার্গশীর্ষ শুক্লচতুর্থিতে প্রসবিলা ॥
বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যেনা দেখেচে সে দেখুক এবার ॥

(ইতি বৃন্দাবন দাস।)

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বীরচন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। একদা নিত্যানন্দ বহির্বাটীতে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় দাদা রবে অভিরাম গোস্বামী রূপী শ্রীদাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার গলদেশ ধরিয়া দাদা বলিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। অভিরাম কহিলেন দাদা তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে ছেলে দেখাও। নিত্যানন্দ আনন্দ সহকারে বলিলেন দাদা তোমার তো ছেলেদেখা নয় প্রণাম করা। তা-কে কোথাকার এসেছে তুমিত সকলি জান। ঐ সময় বসুধা ঠাকুরাণী অভিরামের আগমন জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত কাতর এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পুত্রের নিকট

উপবিষ্টা ছিলেন। এমন সময় অভিরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুন্দর খট্টোপরি বীরচন্দ্রকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অনিমেষে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষোচিত লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। পুনশ্চ প্রভুর চরণতলে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার ব্যতিক্রম না দেখিয়া তৃতীয় বার সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর ক্ষান্ত হইলেন। তখন বীরচন্দ্র হাস্য করিয়া পদচারণে সন্দিগ্ধচিত্ত অভিরামকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অভিরাম হরিধ্বনি সহকারে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বীরচন্দ্রও দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

বীরচন্দ্রের বিবাহ।

জহ্নবাদেবী আখণ্ড বন্ধ্যা ছিলেন শ্রীবসুধাগর্ভ সম্ভূত বীরচন্দ্র বাল্যলীলা শেষ করিয়া ক্রমে কৈশোর প্রাপ্ত। যদিচ তিনি বিদ্যা বা তপস্যায় পিতা নিত্যানন্দ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তত্রাচ চাঞ্চল্য বশতঃ ঐশ্বর্যের প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া অমানুষী কার্য্য সকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কারণ শ্রীনিত্যানন্দ তাহার উপর বিরক্ত এবং বাজীকর বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। একদা উপদেশচ্ছলে বীরকে কতকগুলি সাধক সুগম ও সুললিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। যেসকল কার্য্য ও বিষয় লইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ, ইহা পরমার্থ বা তত্ত্বৎ প্রাপ্তির সাধক নহে। বরং ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় সাধনার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমে যাদুকর বা বুজ্‌রুখ খ্যাত হইয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করতঃ ব্যবসার দ্বার উদঘাটিত হয় ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তখন ইহাই তাহাদের পরমপুরুষার্থ অনুমীত হয়। যদিচ অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাধককে আপনা হইতেই পূর্ব্বপর্য্যায়ে আশ্রয় করে। ফলতঃ যাহারা অপক্ক যোগী তাহাদিগের উপর সিদ্ধি নিচয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শনৈঃ যোগভ্রষ্ট করিয়া অধঃপাতিত করে। কার্য্যতঃ পরমার্থের আর আকাঙ্ক্ষামাত্র থাকেনা। অতএব তুমি এই সকল প্রলোভন ত্যাগ কর। কিন্তু বীরচন্দ্র পিতার উপদেশ দুর্ব্বোধ্য বিধায় অবহেলা করিয়া গৃহত্যাগে কৃত সংকল্প হইলেন।

গৃহত্যাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকদিন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। দেখিলেন বৌদ্ধগণের প্রবল অত্যাচারে হিন্দু একেবারে অবসন্নপ্রায়। পূর্ব্বে গৌড়ে নীচ জাতীয় অত্যাচার সামান্য ছিলনা। তাহার পর বৌদ্ধ অভ্যুত্থানে প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিল। বিশেষতঃ বহু নীচজাতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ললিতবিস্তারে তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বীরচন্দ্রের বঙ্গদেশ

আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজোৎসাহে ও ব্রাহ্মণ গণের চেষ্টায় মনের স্রোতঃ ফিরাইয়াছিল বটে। কিন্তু নিকৃষ্টের পক্ষে কোন উপায় স্থির হয় নাই। ব্রাহ্মণ বা সৎশূদ্র অনেকেই পূর্ব্বভাব স্বীকার করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা অর্থ সামর্থ্য বিহীন বা নীচ বর্ণসঙ্কর তাহাদের উপায় ছিলনা। বরং হিন্দুরাজ গণের শাসনে তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতে ছিল। বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্দুগণ তাহাদের স্থান দেন নাই। সে সময় তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক ১২০০ ছিল। তাহাদের আকার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা এইরূপ। কেশ বিহীন মস্তকে শিখামাত্র অবশিষ্ট। শুক্লবস্ত্র (অর্থাৎ গড়া) পরিধান ও উত্তরীয় তদ্রূপ। হস্তেদণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র (কিস্তি) বীরচন্দ্র দেখিলেন এই ভিক্ষুর দল জাত কুল হারাইয়া গৃহস্থের উপর যথোচিৎ অত্যাচার করিতেছে। আপন পর জ্ঞানশূন্য পরম দয়াল বীরচন্দ্র প্রভু তাহাদিগকে ডেকে উদ্ধার করিয়া আপন স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। এবং ভিক্ষান্নের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিলেন। ইহারাই নেড়া বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিল। কিছুদিন পরে নেড়ার দল অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উত্তেজিত হইল। তখন প্রভু নেড়ি সৃষ্টি করিয়া বিবাহের আদেশ করিলেন। অদ্যাবধি তাহাদের সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। পরবর্ত্তি কালে বীরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রবল হইল। কিন্তু প্রস্তর অভাবে ইচ্ছা মনেই ছিল। বহু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন গৌড়েশ্বরের দ্বারে একখানি প্রস্তর বিদ্যমান আছে। একদিন প্রাতে বীর নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবাবের পারিষদ বর্গ ফকীর বলিয়া সমাদর করিলে, নবাব সোলেমানের চক্ষু আকৃষ্ট হইলে তাহাকে, আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু হাস্য মুখে বলিলেন জাঁহাপনা যে খানা প্রত্যহ উপভোগ করেন তাহাই খাইব। খানা উপস্থিত হইলে যেমন মোহর কাটিয়া খানা খোলা হইল

খানার পরিবর্ত্তে নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্প সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। সন্দিহান চিত্তে নবাব তিনবার এই প্রকার দেখিয়া কিছু দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীর কেবল প্রস্তর মাত্র প্রার্থনা করিলে সোলেমানখাঁ স্বীকার করিয়া প্রস্তর খোলাইয়া তাহাকে দিলেন।

তথাহি—

* পাথসাহ বোলে গোঁসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান॥
গোঁসাঞি বোলে বহুমূল্যের তেলুয়া পাথর।
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝল মল॥
গোঁসাঞি বোলে ইহাতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ॥
পাথসাহ পাথর খুলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল॥
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি।
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি॥

(শ্রীনিত্যানন্দ দাস)

তথাহি—

মহা মহোৎসব কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ।
সকল চৈতন্যগণ কৈল আগমন॥
অদ্বৈত পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাশয়।
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈল দয়াময়॥

(ইতি বীরচন্দ্র চরিত)

---

* সোলেমান খাঁ বাহাদুরের নামে যদিচ সিক্কা খোতবা প্রচলিত ছিল। তত্রাচ তিনি গৌড়ে হজরত আলা উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সম্রাট্ আক্‌বরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইনি ৯৮১ সালে পরলোক প্রাপ্ত।

ফেরেস্তার মতে রাজত্বকাল ২৫ বৎসর মাত্র।

নানা কার্য্যে ব্যাপৃত বীরচন্দ্র ক্রমে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বেই অপ্রকট হন। কিন্তু কি প্রকারে এবং কি অবস্থায় ও কোথায় তিনি অপ্রকট হন তাহার সঠিক সংবাদ কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। এবং অনুমান ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। বরং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট অধিকন্তু অনুমান সিদ্ধ বলা যায় নিত্যানন্দের কোন প্রকারেই কিছুই স্থির হয় না। তবে তাহার কতক অংশ প্রকাশ আছে জয়া নন্দের চৈতন্য মঙ্গলে "আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি।" শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর মহাশয় বলেন প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্যের বিচ্ছেদে দিবানিশি বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রায়ই সজ্ঞা হীন থাকিতেন, জ্ঞান হইলে চৈতন্যের আলাপ ও বিলাপ করিতেন। তিনি নিরন্তর খড়দহে বাস করিতেন ও শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব শ্যামসুন্দর যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন নিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট প্রমান আছে। তাহার পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অচ্যুতানন্দই কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তবে হিসাব করিয়া দেখিলে এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বা লিপিকর প্রমাদ তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ এক চাকা গ্রাম হইতে বঙ্কিম দেবকে মোকাম খড়দহে আনিয়া স্থাপনান্তর ত্রিপুরা-সুন্দরী ও অনন্তদেব শিলা, এই তিন দেবতার পূজা সেবা করিতেন। তিনি লীলা সম্বরণ করিলে, বীরচন্দ্র যখন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে সময় ঐ উভয় বিগ্রহই গুঞ্জাবাটীতে ছিলেন। কিন্তু দুই বিগ্রহ একস্থানে বা একই মন্দিরে স্থাপিত করা শাস্ত্র ও আচার বিরুদ্ধ। সেই কারণ পুনশ্চ মন্দিরের প্রয়োজন বিধায় ঐ নূতন মন্দির অতি সামন্তরূপে নির্ম্মিত হইল, এবং শ্যামসুন্দর ত্রিপুরা-সুন্দরী ও শ্রীঅনন্তদেব নূতন মন্দিরে প্রেরিত হইলেন। কিছুদিন রেপ দুই মন্দিরে দুই বিগ্রহের সেবা পূজা দুরূহ প্রযুক্ত বীরচন্দ্রপ্রভু

বঙ্কিম দেবকে গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের হস্তে অর্পন করিলেন। কিন্তু অনন্তদেব দিলেন না। সেই পর্য্যন্ত বঙ্কিমদেব মোকাম নোতাগ্রামে গমন করিলেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে নহে। এবং তদবধি বহু বৎসর পর্য্যন্তগুঞ্জাবাটীর পুরাতন মন্দির শূন্য ছিল। অধুনা অল্পকাল মাত্র আমার মন্ত্র শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক ঐ মন্দির ভগ্ন করিয়া গুঞ্জা বাটীর মধ্যস্থলে দুইখানি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব সেই স্থানেই প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নূতন মন্দির প্রথমে অতি সামান্য ব্যয়ে নির্ম্মিত, সেই জন্য অতি অল্প সময় মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। প্রবাদ আছে পট্টেশ্বরী মাতা গোস্বামিনী ঐ মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। সেই অবস্থায় অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ঐ মন্দিরের সংস্কার হয় নাই। যখন বীরচন্দ্র বঙ্কিম দেবকে দান করেন, সেই পর্য্যন্ত অদ্যাবধি গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণের বংশ পরম্পরায় সেবাধিকারী হইয়া রহিয়াছেন মাত্র।

তথাহি—

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দির প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল।
বসু জাহ্নবাকে লৈয়া গমন করিল॥
তথা হইতে একচাকা করিলা গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন॥
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিম দেবে অন্তর্দ্ধান হইল সেথা॥

বীরচন্দ্রের গর্ভধারিণী তৎকালে জীবিতা। কথিত আছে ১৫১০ শকে শ্রীনরোত্তমের খেতুর বা খেতরী গ্রামের মহামহোৎসবে দেবী জাহ্নবা ও বীরচন্দ্র উভয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। মহোৎসব শেষ করিয়া আসিবার সময়, পরমেশ্বরী দাস তড়াআঁটপুরের সংবাদ

দিলেন। সেই মতে তড়াআঁটপুরে শ্রীরাধার গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন কালে ঝামাটপুর গ্রামে রাধাশ্যাম দাস নামে এক ভৃত্যের বাটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক প্রিয় ভৃত্য "মীনকেতন" রামদাস সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহ্নবার সহিৎ সাক্ষাৎ করিলেন। জাহ্নবাও তাহাকে আদরের সহিত ২।৪ দিবস তথায় অবস্থিতি করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রামদাসের সহিত যদুনন্দন আচার্য্যের পরিচয় ছিল। এবং তাহার কন্যাদ্বয়কে রামদাস অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখন যদুনন্দনের বাটীতে যাইতেন ঐ কন্যাদ্বয় রামদাসের স্নান আহারের উৎযোগ করিয়াদিতেন, এবং সর্ব্বক্ষণ তাহার নিকট উপকথা শুনিতেন। একদা রামদাস ঐ কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মাতা গোস্বামিনীর চরণ বন্দনা করিলেন। কন্যাদ্বয় অতি সুরূপা ও সুলক্ষণা বলিয়া জাহ্নবার প্রতীতি জন্মিল। তখন রামদাসকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে; রামদাস বলিল শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যের এই দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী ও কনিষ্ঠা নারায়ণী। ইহাদের গর্ভধারিণী পতিব্রতা ও সুশীলা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী। এমন সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া জাহ্নবার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক উপবিষ্টা হইয়া মাতাগোস্বামিনীর সহিৎ আলাপ করিতে লাগিলেন।

তথাহি রত্নাকরে—

ঝামাট পুর বাসী শ্রীযদু নন্দন।
তাঁর দুই কন্যা অতি রূপবতী হন॥
জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী কনিষ্ঠা নারায়ণী।
রূপে গুণে শীলে ধন্য ভুবন মোহিনী॥
পিপ্পলি বংশোদ্ভব সেই বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভুবীর চন্দ্রে কন্যাদ্বয় কৈল দান॥
(বীরচন্দ্র চরিত)

পিপ্পলি বংশ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।

লক্ষ্মী দেবীর সম্ভাষণে মাতা গোস্বামিনী সন্তোষ হইয়া ঐ ভৃত্যের দ্বারা যদুনন্দনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে; তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যাদ্বয়কে বধূরূপে ক্রোড়ে পাইয়া জাহ্নবা আনন্দ সাগরে নিমগ্না হইলেন। শীঘ্রই বিবাহ কার্য্য শেষ করিয়া বর ও নববধূদ্বয় সহ খড়দহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবসুধা ও গঙ্গা দেবী বধূদ্বয় ঘরে তুলিলেন। সেই দিবস হইতে খড়দহে মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ ও কুলীন সন্তানগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন এবং সামাজিক ব্যবহারাদি দান করিয়া তিন দিবস মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য সপ্তাহ কালে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীজাহ্নবা উপস্থিতেই বসুধাদেবী স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং শ্রীজাহ্নবা শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীগোপীনাথ জিউয়ের বাম ভাগে উপবিষ্টা রহিলেন। শ্রীমতী দক্ষিণে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যাহা অদ্যাবধি সেই ভাবেই বিরাজিত রহিয়াছে।

শ্রীপরমেশ্বরী দাস কহে ধীরি ধীরি।
নির্বিঘ্নে গেলাম বৃন্দাবনে শীঘ্র করি॥
সেবাধিকারিরে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা।
লৈয়া গেনু যাঁরে তাঁরে বামে বসাইলা॥
পূর্ব্বঠাকুরাণী হর্ষে বসিলা দক্ষিণে।
হইল অদ্ভুত শোভা দেখিনু নয়নে॥

(ইতি নরহরি চক্রবর্ত্তী)

রসুয়াঠাকুর।

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ব্যাপার বর্ণন করিতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। বীরচন্দ্রের বিবাহে সেইজন্য সতর্ক হইতে হইল। পাঠকবৃন্দ রসভঙ্গ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। শ্রীবীরচন্দ্র মূর্খ ছিলেননা তিনি বহুগ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বধর্ম্ম বিষয়ে একজন বিবেককার ও অতিশয় সৎপ্রচারক।

বীরচন্দ্র গৃহস্থাশ্রম কালে সাধন ভজন বিষয়ে অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। গৃহধর্ম্ম পালনে ও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। শ্রীবীরচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্নী নারায়ণীর গর্ভে একপুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ইনি সাধকোত্তিম হইলেও পিতারন্যায় পণ্ডিত ছিলেন না। তিন কন্যা—প্রথমা ভুবন মোহিনী। দ্বিতীয়া কন্যা নবদুর্গা। তৃতীয়া নবগৌরী। ইহারাই বীরচন্দ্র গোস্বামীর ঔরস জাত। আপাততঃ রামচন্দ্র প্রভুর বংশ কিছু কিছু খড়দহে ও কিছু কলিকাতায় বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের বাক্যানুসারে নির্ব্বংশ হইবার সময় আগতপ্রায়। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বহু হইলেও অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট। অধুনা বিভিন্ন শ্রোত হইতে বহু পোষ্য আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে ও করিতেছে। শোষোক্ত বংশ লাতায় তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলাম। যাহা জ্ঞাত হইয়াছি তাহা নির্ভূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমস্ত পোষ্যই যে জ্ঞাত হইয়াছি তাহা আমার বিশ্বাস নাই। আর জ্ঞাত হইবার উপায়ও নাই দেখিয়া নিরস্ত রহিলাম।

শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যাবস্থা।

ও

বিবাহ।

নারায়ণী গর্ভসম্ভূত শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বাল্য কালে অতি শান্ত ও সরলপ্রকৃতির বালক ছিলেন। অদৃষ্টবশতঃ .বিদ্যাভ্যাসে শিথিল প্রযত্ন হেতু পিতার ন্যায় বিদ্যা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু সাধন ভজনে অত্যন্ত পটু ছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতে পিতার নিকট ইহাই সযত্নে অভ্যাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। পিতার পদাঙ্কানুসরণে কার্য্য করিতেন। প্রায় নয়বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হয়েন। তদবধি মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য (পঞ্চমহাযজ্ঞাদি) অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি নক্তাশী ছিলেন নক্ষত্র দর্শনান্তে ফল মূলাদি ও দুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করিতেন মাত্র। ধান্য বা গোধুমান্ন গ্রহন করিতেন না। তবে ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞের অনুরোধে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কদম্বমালা অন্নাদি পাক করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিতেন, এবং স্বামীর অনুমতি ক্রমে ঐ অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমে শ্রীরামচন্দ্র প্রভু, খড়দহের পর পারে মাহেশ গ্রামে ৺জগদানন্দ পিপ্‌লাই (১) অধিকারি মহাশয়ের কন্যা কদম্বমালাকে বিবাহ করেন। ইহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। শ্রীজগন্নাথদেব এক সন্ন্যাসীর ঠাকুর। মাহেশ গ্রামের গঙ্গাতীরে স্থাপিত ছিলেন। * খালিজুড়ির জমিদার শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাই ৮৯৯ সালে বা ১৪১৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫৪ শকে বা ৯৩৯ সালে ঐ সন্ন্যাসীর নিকট শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হইয়া সেবা আরম্ভ করেন। ১৪৮৫ শকে বা ৯৭০ সালের চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে মৃত্যু হয়।

* এক্ষণে সুন্দর বনের সামিল। (১) ইহারা মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ দেবীবর, রাধারাণী ও রমাদেবীর বিবাহে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় স্বীকার করেন।

তাহার পুত্র চতুরভুর্জ পিপ্‌লাই ও কন্যা রাধারাণী। তাহার সহোদরের কন্যা রমা এই দুই কন্যা। হরিওঝার দ্বিতীয় পুত্র যোগেশ্বর পণ্ডিত রাধারাণীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তৃতীয় কামদেব পণ্ডিত রমা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। হারা খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। চতুর্ভুজের পুত্র নারায়ণ পিপ্‌লাই। তস্যপুত্র ৺জগদানন্দ পিপ্‌লাই। (অধিকারী) ইহার পুত্র রাজীবলোচন ও কন্যা দুই, জ্যেষ্ঠা কদম্বমালা ও কনিষ্ঠা গুঞ্জামালা। শ্রীরামচন্দ্র প্রভু কদম্বমালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৭৭ শকে নয়ানচাঁদ মল্লিক নূতন মন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যু সময়ে পুত্র নিমাইচরণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, মন্দির সম্পূর্ণ হইলে ঐ মন্দির তাহার নামে প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক জগন্নাথদেবকে স্থাপিত করিয়া ঐ দেবতার সেবায় কারণ ২০০০০৲ টাকা প্রণামী দিবে। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে অধিকারী মহাশয় ৺নয়ানচাঁদ মল্লিকের নামে প্রতিষ্ঠা করিতে স্বীকার করিলেন না। সুতরাং নিমাইচরণ পিতার আদেশ মত ঐ টাকা প্রণামী না দিয়া ৫০০০৲ টাকা মাত্র ট্রাষ্টিদিগের নিকট রাখিয়াছেন। অদ্যাবধি তাহার সুদ শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় পর্য্যাপ্ত হইতেছে। এবং কিঞ্চিৎ স্বর্ণালঙ্কারও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কথিত আছে ঐ টাকার বাকি অংশ গৌরচরণ মল্লিকের নিকটও ছিল। তৎপরে ৺যদুলাল মল্লিকের মাতা শ্রীমতী রঙ্গনমণি দাসী শ্রীজগন্নাথ দেবের গুঞ্জাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেবার জন্য নবাব খানেআলি সাহ ১১৮৫ বিঘা জমি (এক্ষণে জগন্নাথপুর নামে খ্যাত) লিখিত পাট্টাসহ বন্দবস্ত করিয়া দেন। অধুনা সাং পানিহাটীর জমিদার গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরি মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাহা নাখরাজভুক্ত করিয়া, দেবত্তর সম্পত্তির রক্ষার উপায় করিয়া আপন পূণ্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যদিচ প্রসঙ্গক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় এস্থলে লিখিত হইল। ইহা তোষামোদ জনিত কাহারও মনস্তুষ্টির কারণ নহে। কেবল অধিকারী মহাশয়দিগের আচার ব্যবহার ও কুলমর্য্যাদার নির্দ্দেশক মাত্র। পাঠকবৃন্দ ক্ষমা

করিবেন, আপনারা বুঝিতে সক্ষম না হইলেও আমাদের ইহাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে পূতিগন্ধময় স্বার্থ বিদ্যমান আছে।

অধুনা অদৃষ্টচুষ্ট অবস্থান্তরায়ের ব্যবচ্ছেদে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও অদ্যাবধি ৺নিমাইচরণ মল্লিকের বংশে ঐরূপ দাতা বিরল নহে। ৺কমলাকর অধিকারীর বংশে শ্রীনিত্যানন্দ বংশের সহিত ব্যবহার ও অন্নসম্পর্ক আছে ও ছিল। কিন্তু ৺বল্লভজীর সেবাধিকারিগণের সহিত ইহা নাই, এবং পূর্ব্বেও ছিল না। ৺নিমাইচরণ বল্লভজির মন্দির ও প্রস্তুত করিয়াছেন, ঐ মন্দির ভগ্নাবস্থায় গঙ্গাতীরে এপর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পরে গৌরচরণ মল্লিক বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ৺বল্লভজিউকে স্থাপন করেন। এবং ৺সেবার জন্য প্রাত্যহিক ২৲ হিঃ বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়া স্বনামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। পরে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র ৺মতিলাল মল্লিক রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। "রুদ্ররাম পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ৺রাধাবল্লভজীউ। পরে তাহার সহোদর পুত্র রতিরাম ঠাকুর সেবাধিকারী নিযুক্ত হয়েন। রতিরামের বংশধরগণ অদ্যাবধি সেবাধিকারী বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহারা মল্লিক বাবুদের দান গ্রহণে পতিত হন। এক্ষণে চতুঃসাগরী করিয়া জেতে উঠিয়াছেন।"

দেবগণের মর্ত্তে আগমন ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

এই কারণেই বোধ হয় আমাদের সহিত আহার ব্যবহার নাই ও ছিল না।

রামচন্দ্র প্রভুর বিবাহের যোজকতা শ্রীমতীঠাকুরাণীই সংঘটন করিয়াছিলেন। অম্বিকা নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি পিপ্‌লাই মহাশয়দিগের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। তিনিই শ্রীমতীঠাকুরাণীর দ্বারা শুভকার্য্য স্থির করিলেন। বিবাহ সময়ে ঘটকাচার্য্য দেবীবর বিশারদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বীরচন্দ্র প্রভু তাহার মন্ত্র দাতা গুরু ছিলেন পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বীরচন্দ্র প্রভু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই কারণ দেবীবর এই বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের অঙ্গভূত

সম্প্রদান, অধিকারীমহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। উত্তর বিবাহ খড়দহে সম্পন্ন করিয়া কুলীনসন্তানগণকে দেবীবর উপস্থিতে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত তিন দিবসে পর্য্যাপ্ত করিয়া শুভ বিবাহ সমাপনান্তর কিছুদিন পরে লোকান্তরিত হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঔরসে কদম্ব মালার গর্ভে চার পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ রামদেব, মধ্যম কৃষ্ণদেব, তৃতীয় বিষ্ণুদেব, চতুর্থ রাধামাধব। এই রামদেব ও রাধামাধবের বংশই এক্ষনে বিদ্যমান রহিয়াছে মাত্র। তাহার মধ্যেও বিস্তর অন্য অন্য বংশের পোষ্য আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছে ও করিতেছে। রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্যা এক ত্রিপুরা সুন্দরী। এই কন্যা কামদেব পণ্ডিতের বংশে চাঁদের পুত্র রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করেন।

গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী আরম্ভ।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনু নৃপঃ॥

ধনোর চাটুতি মহাদেবের বংশ।

পুত্রাঃ বিবিধ গুণযুতাঃ লোক মান্যাঃ সুশীলাঃ।
রামচন্দ্রঃ কৃষ্ণদেবঃ মহেশঃ শিবরামকঃ।
বিশ্বনাথোপিচরমো গৌরীদাস তনূদ্ভবাঃ॥

(ইতি মহাবংশাবলী)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশবল্লী যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া অধুনা শ্রীমাধবাচার্য্যের কুল মর্য্যাদা প্রকাশ করিবার পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্র কিরূপ কুলে এবং কি মর্য্যাদায় কন্যাদান করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানেও মাধবের পিতার নাম বা বংশমর্য্যাদা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। যতই অগ্রসর হই ততই চিন্তা ও লজ্জা আসিয়া যুগপৎ অধিকার করিতে লাগিল। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এমন কি কিম্বদন্তি পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইলনা। বহু গবেষণায় বুঝিলাম যে, মাধবাচার্য্যের বংশাবলী গঙ্গাবংশ বলিয়া সমাজে খ্যাত। তাম্র যেমন সুবর্ণ সম্পর্কে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিক্রেয় হয়। সেই প্রকার শ্রীনিত্যানন্দের কন্যা গ্রহণ হেতু মাধবাচার্য্যের পিতৃপরিচয় প্রচ্ছন্ন ভাবাপন্ন। এমন কি তাহার পিতৃপক্ষের উপাধিগত চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। যদিচ ইহারা গোস্বামী উপাধি বিশিষ্ট, তত্রাচ কেবল গোস্বামী উপাধির দ্বারা জাতিগত ভাব বা কুল মর্য্যাদা কিছুই জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। গোস্বামী উপাধি ব্রাহ্মণ বৈদ্য এমন কি শূদ্রের মধ্যেও বিরল নহে। এতাবতা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কুলশাস্ত্র আলোড়নে প্রবৃত্ত হইয়া, অপর অপর গোস্বামী গণের কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলাম। সাং মালপাড়া, বাগ্‌নাপাড়া, নবগ্রামী, যবগ্রামী, শান্তিপুর, বৈঁচি ও বোড়ো নিবাসী গোস্বামী গণের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে বংশ ও কুলমর্য্যাদা, পিতৃ পিতামহাদির নাম, ইত্যাদি জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু মাধবাচার্য্যের বংশ বা গঙ্গাবংশীয় প্রভুদিগের আদান প্রদান প্রসঙ্গে কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। এবম্বিধায় কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লেখনী সঞ্চালনে বিরস্ত হইতে হইল।

মাধবাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের জামাতা। তাহার কুলমর্য্যাদা জ্ঞাত হইতে এত কষ্ট পাইতেছি কেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং আধুনিক কুলগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে পুস্তকান্তর পাঠ করিতে করিতে সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকে মাধবাচার্য্যের কুলমর্য্যাদা ও পিতা পিতামহের নাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠ করিয়া আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইলেও প্রমাণাদি বিহীন। সুতরাং পুনর্ব্বার প্রামাণিক গ্রন্থ নিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৪০৩ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে তাহা নির্ভুল না হইলেও ঐ কয়েকছত্র আমার লেখনী সঞ্চালনের হেতুভূত। এই জন্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বিদ্যানিধি দক্ষ হইতে গৌরীদাস পর্য্যন্ত শাস্ত্র মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু হরিদাসজ গৌরীদাসের পুত্রের মধ্যে মাধব কোথা হইতে সংগৃহীত তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। অন্য পক্ষে এই মাধব নিত্যানন্দের জামাতা তাহাই বা সাব্যস্ত করিলেন কি প্রকারে? এস্থলে বিদ্যানিধি প্রমাণ প্রয়োগ রূপ কোন ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল বঙ্গ ভাষায় নামের তালিকা প্রকাশ করিয়া সন্তোষের সহিত আরোগ্য স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্বন্ধ নির্ণয় যে প্রকারে মহাদেবচট্টোর বংশে মাধবকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গৌরীদাস

রামচন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণ	মহেশ	মাধব*	শিব	বিশ্বেশ্বর

কুলশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণ দৃষ্টে ভ্রমদূর হয় বটে। তত্রাচ আমি এই বিষয় কলিকাতা নিবাসী গঙ্গাবংশোদ্ভব গোস্বামী প্রভুদিগের নিকট সামঞ্জস্য সম্ভবপর

* এই মাধব নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা ইনি বীরভদ্রের সহোদরা গঙ্গাকে বিবাহ করেন।
(৪০৩ পৃঃ সম্বন্ধ নির্ণয়)

বিবেচনায়, আমি ও সাং পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীনীলমাধব চক্রবর্ত্তী আমরা উভয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হই। তিনি স্বকীয় বংশ মর্য্যাদায় অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত শ্রীযদুনন্দন গোস্বামীর নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যদুনন্দনের এই বিদ্যায় কৃষ্ণলাল গোস্বামীর অধিক জ্ঞান না থাকায়, কার্য্যতঃ তাহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীকানাইলালকে বরাত দিলেন। কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন আমরা মনুর বংশ। মনুর বংশ মনুষ্য মাত্রেই। এই বিবেচনায় আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি এই উত্তরের সারবার্ত্তা বুঝিতে অক্ষম। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন; আমি পূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে এককালে বিস্মৃত হইয়াছি। আমরাও ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায়, একখানি তালিকা বাহির করিয়া যাহা লিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মীমাংসা দূরে প্রত্যুত সন্দেহ ঘনীভূত হইল। কানাইলাল প্রভুর মতের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই মাত্র প্রভেদ—দক্ষ হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষের নাম বিশ্বেশ্বর। এবং মহাদেবের পুত্রের নাম 'শিরো'। তৎপরে অরবিন্দ হইতে যাহা লিখাইয়া দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। পাঠক মহোদয় বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে আর বুঝাইবার আবশ্যক হইবেনা।

সমীকরণ সভার কুলীন

কাশ্যপ গোত্রে—

- মহাদেব
  - মহী
  - চহল
    - আভো
    - অলংকার
    - লৌকক
      - উষাপতি
      - শুচ
      - অরবিন্দ
        - আইত
          - ত্যাকর
            - (বঙ্গভূষণ) মনো
              - গোবিন্দ
                - মধু
                  - তেকাই
                    - রাঘব
              - ভুযো
                - চন্দ্র
                  - তপন
                    - * কমলাক্ষ
                - শ্রীকর
                  - শ্রীবর
                    - মুকুন্দ
            - বিভো
              - নৃসিংহ
                - বামন
                  - লম্বোদর
                    - বাণী
                      - শ্রীরাম
                        - † হরি
  - সভ্য
  - সামন্ত
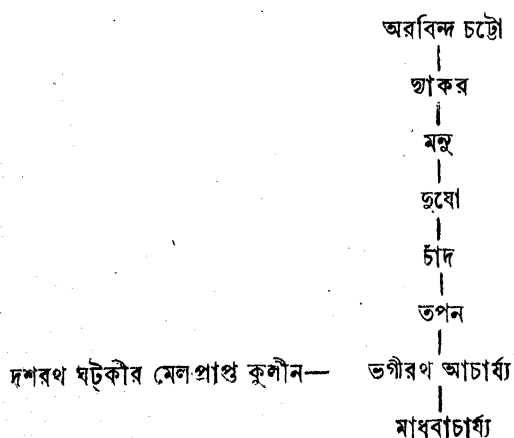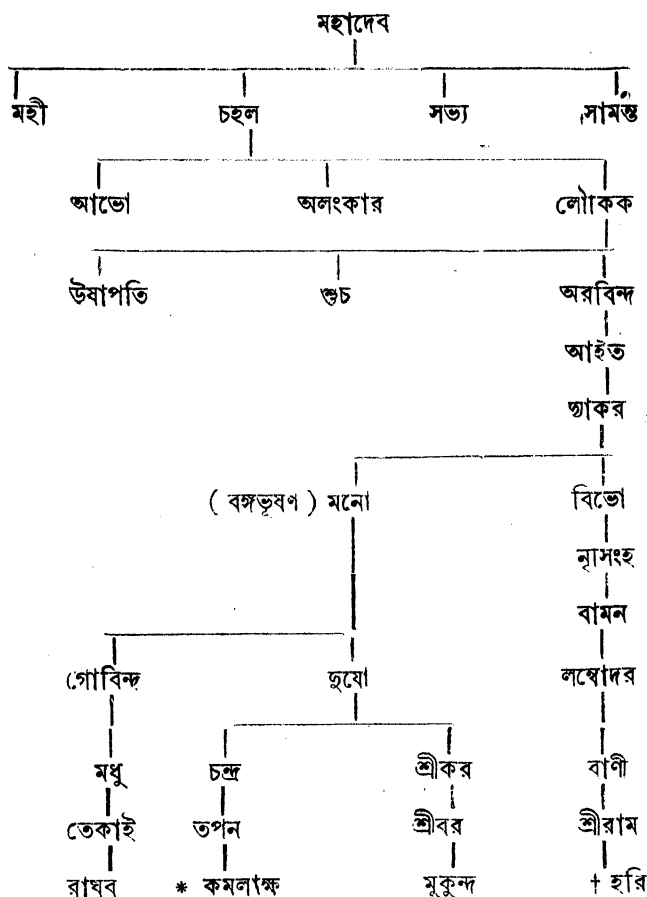
বীতরাগের ধারা পর্য্যায়ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া ভগীরথ নাম পাইলাম না, বা মাধবাচার্য্যের নামও পাইলাম না। ইহাতে সন্দেহ বৃদ্ধি হইল সুতরাং মূল গ্রন্থের নামানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ প্রভুর দ্বারস্থ হইতে হইল। আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ প্রভু তখন কি ভাবে ছিলেন জানিনা। জিজ্ঞাসা মাত্রে ক্রোধে তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রত্যুত্তরে (মীমাংসা দূরে থাকুক) "আপনার

* এই কমলাক্ষই দশরথ ঘট্‌কীর পাল্‌টী কেহ কেহ কমলাকান্ত বলিয়া ডাকিতেন।

† ইনিই হরি মজুমদারীর প্রকৃতি।

যাহা ইচ্ছা লিখুন আমি পরে প্রতিবাদ করিব।” এই উত্তর দিয়া তুন্দিল হইয়া বসিলেন। এমন কি আমরা বসিতেও স্থান পাইলাম না। এই প্রকার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কিন্তু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহাতে যতই অপমানিত বা লাঞ্ছিত হই না কেন; কোনরূপে সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বরং বিশেষ উদ্যমের সহিত পুস্তক সকল পাঠ করিতে লাগিলাম। চট্ট বংশে তপনের পুত্র ভগীরথ কেহ নাই। তবে কমলাক্ষকে কেহ কেহ কমলাকান্ত বলিয়া ডাকিত, এই ব্যক্তিই দশরথ ঘটকীর পালটী ছিলেন। এই মাত্র জ্ঞাত হইলাম। তাহার নিদর্শন উল্লিখিত বংশলতায় দ্রষ্টব্য। ইহাতে মহাদেব হইতে ঠাকরের উভয় পুত্রের বংশাবলী প্রদত্ত হইতেছে।

চট্টো মনোমথ বা মনোসুতাঃ—ডুযো, গোবিন্দ, জিয়ো, গদো, ব্যুঢ়ো, সুযো, বলো। ডুযো সুতাঃ—চাঁদ, শ্রীকণ্ঠ, নিত্যানন্দ, সোম, শ্রীমান, মাধব—দৈত্যারি, বনমালী, নবাই। চাঁদ সুতাঃ—তপন, গোপী ও ভাস্কর। তপন সুতাঃ—আচার্য্য-শিরোমণি, কমল নয়ন, ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস, রাম, কৃষ্ণাই ও গঙ্গাদাস। হরিদাস সুতৌ—জগন্নাথ ও গৌরীনাথ। জগন্নাথ সুতাঃ—রামনাথ, রূপনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, কামদেব। গৌরীনাথ সুতাঃ—রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণদেব, মহেশ, অন্য মাতৃক—শিবরাম ও বিশ্বনাথ* ॥ অন্য মাতৃক—শ্রীনাথ, ও শ্রীপতি। এই শ্রীনাথ ঘটকাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। (উক্ত গৌরীনাথেন স্বহস্তেন ব্রহ্মবধঃ কৃতঃ)॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন “বিশ্বনাথোঽপি চরমো অর্থাৎ আর পুত্র নাই। উক্ত শ্রীনাথ ও শ্রীপতি-অন্য পত্নীর গর্ভজাত হইলেও মহাবংশাবলী তাহাদিগকে কুলীন মধ্যে গ্রহণ করেন নাই তাহার কারণ আছে। তবে যদি কোন প্রমাণ সহকৃত কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন তবে মাধবকে গৌরীদাসের ঔরস পুত্র স্থানে বসাইতে পারি। এতাবতা নানা কারণে চট্টবংশে মাধবের

---

* ইতি কুলপঞ্জিকা, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ কুলরত্নস্য

স্থানাভাব দেখিয়া পরদিবস প্রাতে বৃদ্ধ অন্নদাপ্রসাদ ঘটক কুলরত্নের সহিত পরামর্শ করায় তিনি আমাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, আপনি উত্তম কুলীনের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন। উহারা বারেন্দ্র শ্রেণী ও কাপ্ তাহাও কুলীন নহে। আপনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ঘটকের নিকট অনুসন্ধান করুন কুলচি পাইবেন। যদি গৌরীদাসের বংশ দেখিতে চাহেন তবে দেখুন। এই বলিয়া তিনি তাহার অতি পুরাতন কুলপঞ্জিকা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে লিখিত আছে—তপন সুত হরিদাস, তৎসুত গৌরীদাস (স্বহস্তে ব্রহ্মবধ কৃত) তৎসুতাঃ রামচন্দ্র কৃষ্ণদেব—মহেশ—শিবরাম ও বিশ্বেশ্বর॥ ইহার মধ্যে ভগীরথ বা মাধব কেহই নাই দেখিয়া, অন্যান্য পুস্তকে ঐরূপ পাঠই দেখিলাম *। পুনশ্চ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘটককে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বারেন্দ্র শ্রেণী বলিলেন। তত্রাচ এই সমস্ত গুরুতর বিষয় বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন মীমাংসা করা অনুচিত বিবেচনায় পুনশ্চ সাং সিমুলিয়া নিবাসী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করাতে উক্ত গোস্বামী প্রভু আমাকে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট প্রেরণ করিলেন। নগেন্দ্র বাবুর নিকট আমি প্রায় এক সপ্তাহ-কাল যাতায়াত করিয়া মাধব বা ভগীরথকে চট্ট বংশের মধ্যে খুজিয়া পাইলাম না। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন আপনি অকারণ পরিশ্রম করিতেছেন। ভগীরথ বা মাধব চট্টবংশে নাই। তবে যদি গঙ্গার বিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। তবে মৎপ্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। আপনি তাহা পাঠ করিলে সমস্ত ভ্রম দূর হইবে।

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম।
মাধবাচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান॥
রাঢ়িতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন্।
রাঢ়ি ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান্॥

---

* ঐ পুস্তকের নকল পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

রাঢ়িতে বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক ॥

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)

বৈষ্ণব কবি পরম ভাগবত শ্রীলনিত্যানন্দ দাসের এই নিবন্ধ পাঠ করিয়া আমার সন্দেহ ও চিন্তা দূর হইল। তাহার পর অপর অপর গ্রন্থপাঠে প্রকৃত বিষয় অবগত হইলাম। মাধবাচার্য্য যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং রাঢ়ি ও বারেন্দ্র সংযোগ যে স্পর্দ্ধার বিষয় নহে ইহাও পরিস্ফুট হইয়াছে। এবং অদ্যাবধি দেশাচার বিরুদ্ধ হেতু উভয় সমাজ মধ্যে অনাদৃত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া রহিয়াছে। যদিচ পূর্ব্বকালে কখন কখন এইরূপ আদান প্রদান দেখা যায়। ইহা যে অযশস্কর সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। দেখা যায় শাণ্ডিল্য গোত্রে গয়ঘড় অনন্তের বংশজাত রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ভুবন, মধুসূদন ব্রহ্মচারীর কন্যা বিবাহে নিন্দিত ও নিষ্কুল। কেহ কেহ বলে মধু বারেন্দ্র ও হড় চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ ॥

পুনশ্চ দেখুন সাগরদিয়া রঘুরামের পুত্র (বিষ্ণুঠাকুরের দৌহিত্র) গুরুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহে নিন্দিত ও নিষ্কুল। এই দুইটি দেখাইলাম রাঢ়ি ও বারেন্দ্র সংযোগের ফল প্রত্যক্ষ করুন। ইহারা উভয়ে শ্রেষ্ঠ কুলীন হইয়াও নিন্দার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ কুলশাস্ত্রের অবৈধ সংযোগ আরও আছে।

নিত্যানন্দ কুলীন নহেন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের এরূপ আদান প্রদান অসম্ভব নহে। কথায় বলে "রতনেই রতন চেনে।" বোধ হয় মাধবকে তিনি সমপন্থী বলিয়া চিনিয়াছিলেন। হইতে পারে তিনি মাধবের অমানুষী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপন বুদ্ধিবৃত্তি স্থির রাখিতে পারেন নাই, বা কার্য্য ও সময় গতিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। প্রত্যুত মাধবাচার্য্য যে মহাভাবের অধিকারী ছিলেন এবং মাধবের ভক্তিবলে মোহিত হইয়াই তাহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তির ও অভাব নাই—

তথাহি রত্নাকরে—

প্রেমানন্দময় বন্দ্য আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হইলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

মর্য্যাদা ও লৌকিক আচার এরূপ স্থলে স্থান ভ্রষ্ট হইবার আশ্চর্য্য কি ? ফলতঃ মাধবাচার্য্য সৎকুলোদ্ভব ও সৎকুলে প্রতিপালিত তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীনিত্যানন্দ তাহার তপস্যা ও সদ্‌গুণে বিমোহিত হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তথাহি প্রেমবিলাসে—

নিত্যানন্দ শিষ্য নিতাই বিনা নাহি জানে।
সদাই করয়ে তেঁই নিতাই পদধ্যানে ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধবাচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যা দান ॥
বিবাহ করিল মাধব গুরুর আজ্ঞাতে।
গুরু আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে ॥
ঈশ্বরের মহিমা কিছু বুঝা নাহি যায়।
অঘট্য ঘটন হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥

কিন্তু নিত্যানন্দের বংশধরগণ তদবধি আর সাহসী হয়েন নাই। দেখুন শ্রীবীরচন্দ্রের তিন কন্যা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। প্রথমা ভুবনমোহিনীকে ফুং মুং পার্ব্বতীনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থমন্য। ইনি ফুলিয়া মেলের প্রধান কুলীন ছিলেন।

তথাহি—

পার্ব্বতী রামের সুত রাম সুত কার।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার ॥ (কল্পতরু)

তাই কুলাচার্য্যগণ কারিকা লিখিয়াছেন।—

"রাঘবেন্দ্র কাশী বিষ্ণু কুলে কল্পতরু।
চরে গেল গোপীনাথ বীরে গেল পারু ॥"

পার্ব্বতীনাথের পুত্র রামদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কিম্বা ভুবনমোহিনী প্রভু সন্তান বলিয়া

খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া কন্যা নবদুর্গা ৺শ্রীক্ষেত্র-ধামে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া মর্য্যাদা প্রাপ্ত। ইনি যোগেশ্বরের পুত্র জানকী নাথের বংশধর। তৃতীয়া কন্যা নবগৌরীকে ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়কে সম্প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত। ইনি মহাদেবের বংশে হরির পুত্র কামদেবের প্রপৌত্র (খড়দহ মেল) প্রায় ৪০০ বৎসর গত কিন্তু নিত্যানন্দের বংশধরগণ আর কখন গঙ্গাবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নহেন। বরং অবস্থা বিশেষে বংশজ ভাবাপন্ন জামাতা স্বীকার করিয়া সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। তত্রাচ জিরাট বা কলিকাতা নিবাসী গঙ্গাবংশের সহিত পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। অধুনা তিন চারি ঘর গোস্বামী সন্তান অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ গঙ্গাবংশে কন্যাদান করিয়াছেন মাত্র।

এতাবতা প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছি; গৌরীদাস চট্টবংশের কুলীন ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। গৌরীদাসের নামান্তর ভগীরথ আচার্য্য। কাশ্যপ গোত্রে বীতরাগের ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঐ গৌরীদাসের এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম বিশ্বেশ্বর আচার্য্য। তিনি কাশ্যপ গোত্রে মৈত্র গাঁঞি ছিলেন। ঐ বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন সেইজন্য আচার্য্য উপাধি ধারণ করিতেন। ঐ বিশ্বেশ্বর মৈত্রের পত্নীর নাম মহালক্ষ্মী ও গৌরী দাসের পত্নী জয়দুর্গা। উভয়ে সখিত্ব হেতু অত্যন্ত প্রণয় ছিল। কালক্রমে মহালক্ষ্মী রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহার একমাত্র পুত্র মাধবকে জয়দুর্গার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দিদি ? এই পুত্রটি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। ইহাকে তোমার তৃতীয় পুত্র স্থানীয় বিবেচনা করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে মাধবকে পালন করিও। তুমি স্বীকার করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিতে পারিব। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত

দরিদ্র ছিলেন। জয়দুর্গা আপনার প্রিয়সখীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া আশ্বাস বাক্যে ঐ পুত্রটি প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। + তৎপরে মহালক্ষ্মী ও কালধর্ম্মে পতিত হইলেন। বিশ্বেশ্বর মৈত্র কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

এদিকে জয়দুর্গা মাধবকে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অধীতবিদ্য মাধব যৌবনে পদার্পণ করিলে পর; নিত্যানন্দের প্রিয়ছাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দের কন্যা বয়স্থা থাকায় উপযুক্ত পাত্রাভাবে নিত্যানন্দ মাধবের করে গঙ্গাকে সমর্পণান্তর মহাপ্রস্থানে প্রয়ান করিলেন।

ফলতঃ মাধবাচার্য্য গৌরীদাসের ঔরস পুত্র নহেন পালক মাত্র। এই নিমিত্ত অপর অপর গোস্বামিগণের আদান প্রদান দেদীপ্যমান্। কিন্তু মাধবাচার্য্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাই নাই। আমি মিথ্যা প্রবাদের অনুসরণ করিয়া এতাদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছি।

কুলশাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় গৌরীদাসের তিন বিবাহ ছিল। তাহার মধ্যে জয়দুর্গা তৃতীয়া। তাহার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। প্রথম শ্রীনাথ দ্বিতীয় শ্রীপতি উক্ত শ্রীনাথ ঘটকাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার মাতা জয়দুর্গা মাধবকে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। চট্টবংশের সহিত মাধবের এই মাত্র সম্পর্ক। এতদিন অনুসন্ধানের ফলে আমি অদ্য আহ্লাদের সহিত মাধবাচার্য্যের বংশবল্লী লিখিতে সক্ষম হইলাম। বিংশবিলাস ২১৩ পৃষ্ঠা।

তথাচ রত্নাকরে—

বৃন্দাবন হইতে আসিলেন জাহ্নবাঈশ্বরী।
রহিলেন কত দিন আসি শ্রীখেতরী॥
তাঁর সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য।
গান বাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য॥

+ কিন্তু একমাত্র পুত্রহেতু পোষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে একমাত্র পুত্র, দান অসিদ্ধ হয় আবার তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণী।

মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত পরম কুলীন॥

(১৮৫ পৃষ্ঠা)

অপিচ—

দেবীদাস আর মাধবাচার্য্য কীর্ত্তনীয়ার সহিত খোল বাজাইতেন—

দেবী দাস মাধব আচার্য্য মৃদঙ্গ বাজায়॥
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ দাস করতাল বায়॥

(নিত্যান দাস)

কোন কোন গোস্বামী প্রভু অধুনা কুলীন সন্তানকে সমাদর করিতেন না। তাহাদের মনোগতভাব যে, নিত্যানন্দ যে স্থলে কন্যাদান করিয়া গিয়াছেন তাহাদের সহিত আদান প্রদান বিধেয়। বোধ হয় তাহারা জ্ঞাত ছিলেন না যে। কি অবস্থায় তাহাকে বিপদ-গ্রস্ত হইয়া কন্যাদান করিতে হইয়াছিল। যথার্থ কথায় সে সময় কোন কুলীন সন্তান তাঁহার কন্যা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। তখন নিত্যানন্দ সন্দিগ্ধ বটব্যাল বলিয়া সমাজে খ্যাত। এই অবস্থায় তিনি কুলনাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহার পর পার্ব্বতী নাথকে ধরিয়া কিরূপ টানাটানি তাহাও পাঠকবৃন্দ দেখিয়াছেন। যখন শ্রীরামচন্দ্র সভাস্থ হইয়া দেবীবর হইতে পূর্ব্ব-মর্য্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন পার্ব্বতীর কুলরক্ষা হইল। এবং বীরচন্দ্রের অপর কন্যাদ্বয় কুলীনে দান করিতে সক্ষম হইলেন।

গোস্বামী প্রভুগণ বিবেচনা করিবেন; যদি কুলীন সন্তানগণ আমাদের কন্যাগ্রহণ না করিতেন, এবং আমরাও যদি পূর্ব্বমর্য্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত না হইতাম তাহা হইলে আমরা সমাজে বর্ণব্রাহ্মণ হইতেও নীচ ও অধম শ্রেণীভুক্ত হইতাম্। এবং যেরূপে শ্রীনিত্যানন্দ কন্যাদান করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকেও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে হইত সন্দেহ নাই।

প্রভু বলিয়া কেহ গুরুস্থানীয় স্বীকার করিতেন না। যদি শূদ্রের

পর্য্যন্ত গোস্বামী উপাধি আছে। এবং তাহাদের শিষ্য ও বিস্তর আছে। কিন্তু উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান তাহাদের শিষ্য দেখা যায় না। ইহা কেবল শ্রীনিত্যানন্দ বংশে ছিল ও আছে। কেবল জাতিগত মর্য্যাদাই ইহার প্রকৃত কারণ মাত্র। সুতরাং আমরা কুলীন সন্তানদিগের সহিত এতাবৎ কাল আদান প্রদানে যশস্বী॥ তাহার কিছু পরিচয় দিলাম পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন॥

রামচন্দ্র ও রুক্মিণীকান্ত গোস্বামীর সমসাময়িক আদান প্রদানের একদেশ।

(১) ভরদ্বাজ গোত্রে রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র কিংকর। খড়দহ নিবাসী রুক্মিনী কান্ত গোস্বামীর কন্যা গ্রহণ॥

(২) ঐ গোত্রে—কামদেবের বংশে চাঁদের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বর, রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ॥

(৩) ঐ গোত্রে মধুসূদনের বংশে দয়ারাম, কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীর কন্যা বিবাহ।

(৪) ঐ গোত্রে বলরামের পুত্র ভৃগুরামের বংশে বিশ্বনাথ, কলিকাতা নিবাসী অদ্বৈত চরণ গোস্বামীর কন্যা বিবাহ।

(৫) ঐ গোত্রে সুসেনের পৌত্র রত্নেশ্বরের বংশে পরমানন্দ, খড়দহে নেত্রচ্ছব গোস্বামীর কন্যা বিবাহ।

(৬) ঐ গোত্রে সুসেনের পৌত্র রমণের বংশে দেবীচরণের দ্বিতীয় পুত্র জয়কৃষ্ণ, মোং খড়দহ রাধামোহন গোস্বামীর কন্যা বিবাহ।

(৭) ভরদ্বাজ গোত্রে রামাচার্য্যের পঞ্চমপুত্র। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র। পার্ব্বতী নাথ ঠাকুর, বীরভদ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ। প্রথম ভুরকুণ্ডা নিবাসী ঘোষ কানুরায়ের কন্যা বিবাহ। রামদাসকে কন্যা প্রদান হেতু অত্র বীরভদ্রী প্রাপ্ত।

(৮) ঐ গোত্রে বানেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে বীরভদ্র গোস্বামীর (দ্বিতীয়া) কন্যা বিবাহ। অত্র বীরভদ্রী। পশ্চাৎ সোণামুখী গ্রামনিবাসী রামগোপাল বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহে ভঙ্গ।

(৯) ঐ গোত্রে পুরাইয়ের চতুর্থপুত্র ষষ্ঠীদাস বীরভদ্রের (তৃতীয়া) কন্যা বিবাহ। অত্র বীরভদ্রী।১৮৮।১৯৭।১৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

আর কত দেখাইব এইরূপ আদান প্রদান নিত্যানন্দ বংশে অতি সুলভ। পূর্ব্বে গোস্বামীগণ কুলীন সন্তানকে কন্যাদান করিয়া জামাতা সহ আপন বাটীতে প্রতিপালন করিতেন। অবশেষে দৌহিত্রাদি হইলে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। আমাদের চারিমেলে আদান প্রদান রহিয়াছে, সেই কারণ আমরা সিদ্ধশ্রোত্রিয় বিধায়ে গোষ্ঠীপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছি। আপাততঃ অর্থাভাব প্রযুক্ত ঐশ্বর্য্যের লোভে প্রলুব্ধ হইয়া প্রায়শঃ করনীয় ঘর অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু যাহাদের সম্মান বোধ আছে তাহারা অদ্যাবধি কুলকার্য্য ত্যাগ করেন নাই। ইদানীং পূজ্য পাদ ৺দীননাথ গোস্বামী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৌরবান্বিত।

আর একটী আবদারের কথা মনে পড়িল। আমার পিতামহ ঠাকুর ৺নিত্যগোপাল গোস্বামী, তাহার জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী কিশোরীর বিবাহ ৺তিলক রাম পাকড়াসীর দৌহিত্র ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির করেন। সোণার অলঙ্কার ও রূপার দান শয্যা, ও বরাভরণ ছাড়া ৪০০৲ টাকা পণ ধার্য্য করিয়া ছিলেন। ঈশানচন্দ্র বিষ্ণুঠাকুরের বংশ সম্ভূত এবং স্বভাবে ছিলেন। যখন কন্যা সম্প্রদান হেতু মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে। এমন সময় ঈশানচন্দ্রের মাতা বাধা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে। আমার ঈশানের কল্যাণে ৺কালী ঘাটে সোণার মুণ্ডমালা বিবাহের মানসিক আছে। তাহা আমি পূর্ব্বে বিস্মরণ হইয়াছি। এক্ষণে মুণ্ডমালা না পাইলে আমি কন্যা সম্প্রদান করিতে দিব না।

পিতামহ ঠাকুর কি করেন। যথোচিত অনুনয় বিনয়ের পর ১২০০৲ টাকা ঐ মালার মূল্য স্থির করিয়া, টাকা বুঝাইয়া দিয়া, তৎপরে সম্প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত ঈশানচন্দ্রের এক দৌহিত্র মাত্র অবশিষ্ট। তাহার ঠিকানা ৪ নং হালদারলেন বহুবাজার।

কথিত আছে একদিবস বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নে আহারান্তে পিতামহ নিত্যগোপাল গোস্বামী আরাম করিয়া তামাকু টানিতে ছিলেন। বহুবাজার নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস শীলের পিতা ধার্ম্মিক ও গুরুভক্ত ৺কাশীনাথ তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত। এমন সময় একব্রাহ্মণ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলেন। কাশীবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটি ডাবও সন্দেশ আনাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া আমার পিতামহের সহিত পরস্পর কথা বার্ত্তায় বিগতক্লম হইলে। তাহাকে আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কারণ নিম্‌তাগ্রাম তাহার বাসস্থান বহুদূর; ব্রাহ্মণ স্বপাকে স্বীকৃত হইয়া গঙ্গাস্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে চুল্লির উপর অন্ন পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ঠাকুরের এক দৌহিত্র তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্মণ তামাকু টানিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ বালকটির পরিচয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়। পিতামহ দৌহিত্র বলিয়া জ্ঞাত করিলেন। তখনকার সেকেলে বোকা ছেলেরা আর কিছু শিক্ষা করুক বা না করুক আত্মপরিচয় শিক্ষা করিত। বালক বলিল আমরা বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান (স্বভাব) হরিনাথের বংশধর। ব্রাহ্মণ হুক্কা রাখিয়া অন্নের স্থালি রাস্তায় নিক্ষেপ করিল, আমার পিতামহ ভীত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলে, ব্রাহ্মণ আপন দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, হাঁড়ি চড়ান আমার অন্যায় হইয়াছে। আপনারা কি শুদ্ধ শ্রোত্রিয়? আর পৃথক্ পাকের প্রয়োজন নাই, আপনার কন্যাকে কিঞ্চিৎ অন্ন দিতে বলুন। তাহা হইলেই আমার জাতি রক্ষা হইবে। আমার পিতামহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ বলিল, বিষ্ণুরবংশে রামসুন্দরের তিন পুত্র। প্রথম বৃন্দাবন, দ্বিতীয় কাশীনাথ, তৃতীয় হরিনাথ। এই হরিনাথের বংশে আপনার দৌহিত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমি কাশীনাথের বংশ সম্ভূত। সতরাং উহার খুল্লতাত। ঐ বালক ও স্বভাব আমিও স্বভাব। নিম্‌তা গ্রামেই আমি বিবাহ করিয়াছি এবং সেই খানেই যাইতেছি। পিতামহ জ্ঞাত হইয়া

প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাহাকে ভোজন করাইয়া যথাযোগ্য সন্মানের সহিত বিদায় করিলেন। ইহাই গৌরব, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় এই জন্য গৌরবান্বিত।

কাশ্যপ গোত্রে মৈত্র গাঞি।
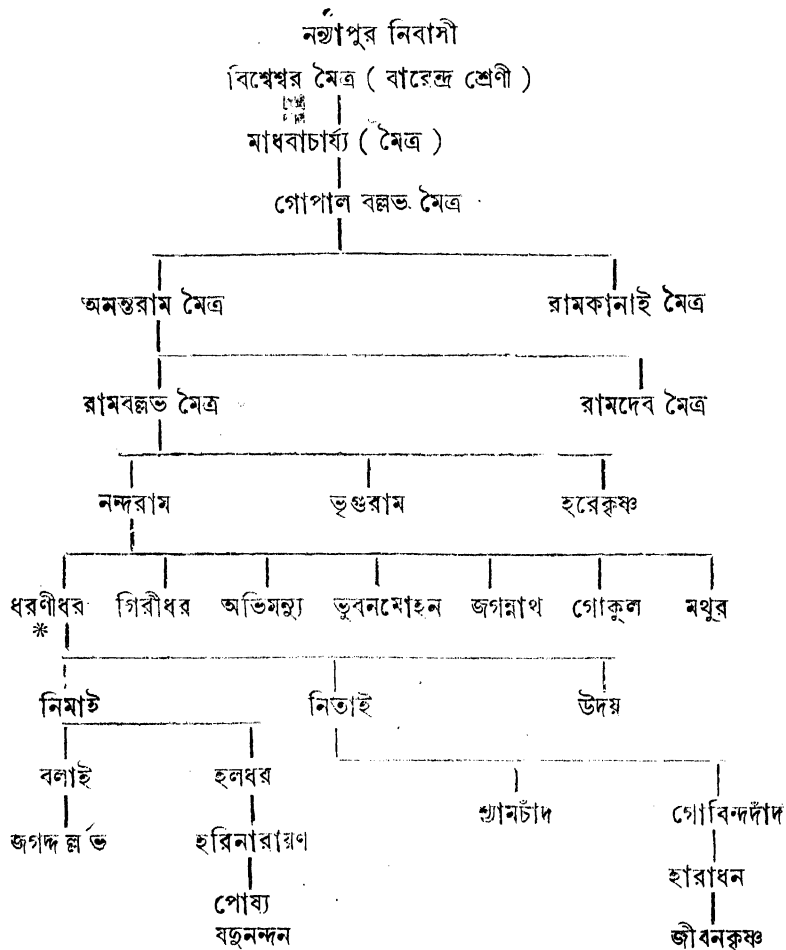
* এই মহাপুরুষ আসিয়া জীরাট হইতে প্রথম কলিকাতায় বাস করেন। এক্ষণে সাং পাথরিয়া ঘাটা।
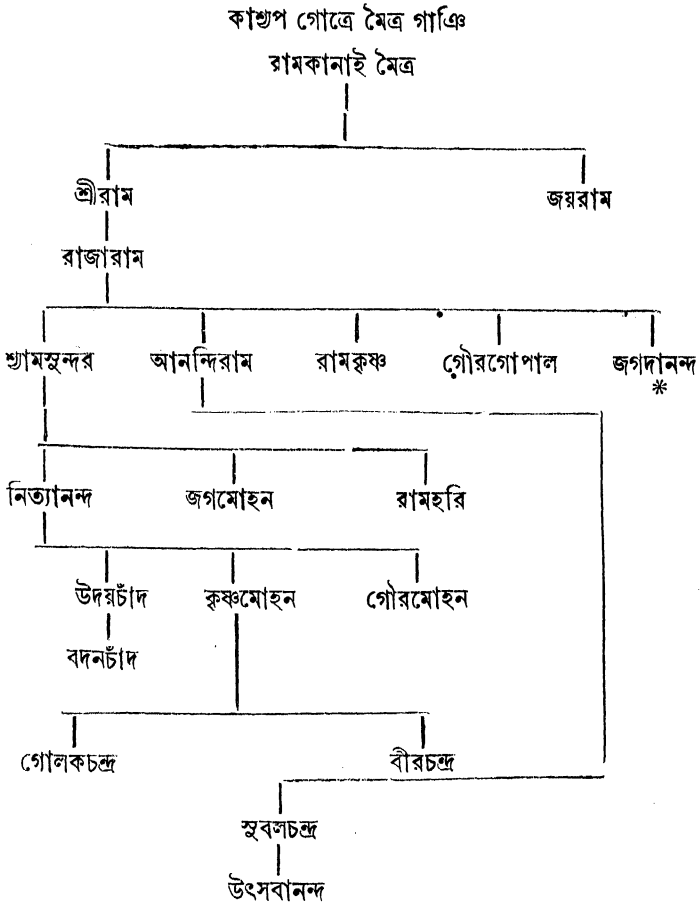
আমি গঙ্গাবংশের এক দেশ মাত্র দেখাইলাম। অপরাপর অংশ মোং জিরাটে অনুসন্ধান না করিলে জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। আমি বৃদ্ধাবস্থায় শারীরিক অসুস্থ এবং অক্ষম। অতএব পাঠক মহোদয় আমাকে দয়া পরবশ মার্জ্জনা করিবেন। এই পুস্তক সন ১৩১২ সালের আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠীতে আরম্ভ করিয়া ২০ সাল অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দশমীতে শেষ করিলাম। পাড়িভাবস্থায় আর অনুসন্ধানের ক্ষমতা নাই। কেবল সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তক হইতে এই বংশলতা অঙ্কিত করিলাম মাত্র। বোধ হয় ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব হইবে না।

---

* এই মাহাত্মার শ্রীমদ্ভাগবতে যথার্থ বিদ্যা ছিল। অদ্যাবধি আমরা ঐরূপ ভাগবতের পণ্ডিত দেখি নাই বলিলেও বলা যায়, অর্থাৎ সুপণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থাপিত সেবা বিভাগের বিশেষ বিবরণ।

শ্রীনিত্যানন্দের ঊর্দ্ধ ২০, পর্য্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ঘোরতর তান্ত্রিক থাকিলেও চন্দ্রকেতু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাহারই প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমদেব। যে সময়ে নিত্যানন্দ খড়দহে বাস আরম্ভ করেন, সেই সময় বঙ্কিমদেবকে খড়দহে আনয়ন করেন। শ্রীঅনন্তদেব ঐ বিগ্রহের সঙ্গেই ছিলেন। ত্রিপুরা সুন্দরীদেবী চন্দ্রকেতুর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ আনয়ন করেন। সুতরাং তিনদেবতাই বীরচন্দ্র উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। যে সময় বীরচন্দ্র শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন; সে সময় গোপীজন বল্লভ ও রামকৃষ্ণকে বঙ্কিমদেব দান করিলেন *। সেই দান সূত্রে উক্ত গোস্বামিদ্বয় বঙ্কিমদেবকে প্রাপ্ত হয়েন; উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত নহেন। ৺গুরুগোবিন্দ গোস্বামী যে সময় পালা বিভাগ করিয়া দণ্ড পলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। সে সময় সমস্ত গোস্বামীগণ উপস্থিতে পূর্ব্ব বিভক্ত দণ্ডপল অনুযায়ী পালা বিভাগ করা হইয়াছিল। বংশাবলী অনুযায়ী করা হয় নাই। সে সময়ে বংশাবলী অনুযায়ী নির্ণয় করিতে চেষ্টাও করেন নাই। দুরূহ প্রযুক্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেই কারণ বংশাবলী অনুসারে দেখিলে নির্ভুল বোধ হয় না। অধুনা তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। বহুতর দৌহিত্রে সেবার অংশ গত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ খরিদ বিক্রয়ের দ্বারা দখলিকার আছেন। ইহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। বোধ হয় বিস্তর পরিশ্রমে হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে উক্তরূপ বিভক্ত অংশ ৺কেশবকৃষ্ণ গোস্বামী (বিরাট ভোগ উপলক্ষে) যাহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহাই প্রদর্শিত হইল। ভ্রম প্রমাদ জন্য আমি দায়ী নহি। তবে এই মাত্র দেখাযায় যাহাদের

---

* পূর্ব্বে ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি।

অতি সামান্য অংশ তাহাদের অংশের অঙ্ক বসান হয় নাই। কেবল তারিখ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে ১ তারিখ ভগবিভাগানুসারে কাহারও একমাস অন্তর আছে, অংশনামা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সেবা বিভাগ।

৺গুরুগোবিন্দ গোস্বামীর দ্বারা (সন১২০৫ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক) বিভক্ত এবং শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী দিগের অনুমোদিত।

শ্রীমন্নিত্যানন্দের ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র ও শ্রীঅনন্তদেব শীলা এবং বঙ্কিমদেব বিগ্রহ। শ্রীবীর চন্দ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধার শ্যামসুন্দর যুগল মূর্ত্তি।

সেবাধিকারিগণ	সেবার অংশ	প্রতি মাসিক রোজ
৺রামচন্দ্র প্রভু	১৲	৩০ রোজ
রামদেব গোস্বামী	।০	৭॥ রোজ
কৃষ্ণদেব গোস্বামী	।০	৭॥ রোজ
বিষ্ণুদেব গোস্বামী	।০	৭॥ রোজ
রাধামাধব গোস্বামী	।০	৭॥ রোজ

সর্ব্ব সাকিম খড়দহ।

ললিত মোহন গোস্বামী	/১০	প্রতি মাহার ১লা হইতে ৪ঠা রোজ।
কেশবকৃষ্ণ গোস্বামী	/৫	
গোবিনচাঁদ গোস্বামী	/০	

সর্ব্ব সাকিম বটতলা।

কানাইলাল গোস্বামীর দৌহিত্রদ্বয় দীননাথ ও চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরলাল গোস্বামীর দৌহিত্র	মোট ১৵৬॥	প্রতিমাহার ৫ই রোজ হইতে ৮ই রোজ।

সেবাধিকারিগণ	সেবার অংশ	প্রতি মাসিক রোজ।
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		উক্ত ৮ই রোজ এক মাস কুমারটুলি ও পর মাসে কাঁটা পুষ্করিণির গোস্বামীগণ পাইয়া থাকেন। এই মাত্র বিশেষ।
অমৃতলাল গোস্বামী		
রাধানাথ গোস্বামী		
রাজকৃষ্ণ গোস্বামী		
ভোলানাথ গোস্বামী		
শিবচন্দ্র গোস্বামী		
গোবর্দ্ধন গোস্বামী		
ভুবনমোহনের দৌহিত্র		
রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়		
সর্ব্ব সাকিম কুমারটুলি।		
ঈশ্বরচাঁদ গোস্বামী	১৵ ৬৷৷ =	৫ই হইতে ৮ রোজ
নবকৃষ্ণ গোস্বামী		
দীননাথ গোস্বামী		
ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী		
বিহারীলাল গোস্বামী		
কমলকৃষ্ণ গোস্বামী		
রাখালচাঁদ গোস্বামী		
রাধাবল্লভ গোস্বামী		
সর্ব্ব সাকিম কুমারটুলি।		
রাধিকামোহন	।০	৫ই হইতে ৮ই রোজ মধ্যে।
বলভদ্র গোস্বামী	।০	
হীরালাল মুখোপাধ্যায়		
৺মনমোহিনী দেবীর পুত্র		
ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৵৬৷৷	
সর্ব্ব সাকিম কাঁটাপুষ্করিণী।		

সেবাধিকারিগণ	সেবার অংশ	প্রতি মাসিক রোজ
৺লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (১)		
বীরচন্দ্র গোস্বামী		
শ্যামলাল গোস্বামী		
রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় (২)		
দীননাথ গোস্বামী		
স্বরূপচাঁদ গোস্বামী		
শিবকৃষ্ণ গোস্বামী		
ভরতচন্দ্র গোস্বামী		
শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী		প্রতি মাহায় ৯ই রোজ
প্রসন্ন ময়ী দেবীর পুত্র		
মহাদেব চট্টোপাধ্যায়		
ক্ষীরোদ বিহারী গোস্বামী		
প্রতাপচাঁদ গোস্বামী		
উদয়চাঁদ গোস্বামী		
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী		
বিপিন বিহারী গোস্বামী		
হলধর গোস্বামী		
গোবিন্দচাঁদ গোস্বামী		

(১) সাং টালা (২) সাং খড়দহ (৩) সাং শোভাবাজার, সর্ব্বসাকিম বাগবাজার

সেবাধিকারিগণ	সেবার অংশ	প্রতি মাসিক রোজ
সুরেন্দ্র মোহন গোস্বামী		
দীননাথ গোস্বামী		
জগত্তারিণী দেবী	৵০	প্রতি মাহার ১০ই রোজ মাত্র।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন গোস্বামী	৵০	
মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী	৵০	
গোপীমোহন গোস্বামী	৵০	

সেবাধিকারিগণ	সেবার অংশ	প্রতি মাসিক রোজ
উপেন্দ্র মোহন গোস্বামী	৵০	মাহার ১০ই রোজ মধ্যে।
প্রসন্ন মোহন গোস্বামী	৵০	
মোহিনীমোহন গোস্বামী	৵০	
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী	৵০	
সর্ব্বসাকিম খড়দহ		
জগদীশ্বর গোস্বামীর পুত্র		প্রতি মাহার ১১ই রোজ মাত্র।
অটল বিহারী গোস্বামী		
নীলমাধব গোস্বামী		
শ্যামচাঁদ গোস্বামী		
কৃষ্ণলাল গোস্বামী দীং		
কিশোরলাল গোস্বামী		
পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী		
নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী		
ক্ষেত্রচাঁদ গোস্বামী		
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী *		
বিহারীলাল গোস্বামী		
রাধামাধব গোস্বামী		
সর্ব্বসাকিম খড়দহ		
রাজকৃষ্ণ গোস্বামী	।৵০	প্রতি মাহায় ১২ই রোজ
নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী (১)	।৵০	
ক্ষেত্রমোহন গঙ্গো (২)	/০	
৺গোরাচাঁদ গোস্বামীর ওয়ারিসগণ	)১০	
বিহারীচাঁদ গোস্বামী (৩)	/১০	

(১) সাং বেনেটোলা, (২) সাং চুচুড়া (৩) সাং শোভাবাজার।

* উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর দরুণ ১১ই ও ১৩ রোজের সেবা পিরালি বংশোদ্ভব শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আদালতের ডিক্রি অনুসারে প্রাপ্ত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার অনুযায়ী তিনি পাইতে পারেন না এবং কখন ইহার দখলও নাই এবং ছিল না।

সেবাধিকারিগণ।	সেবার অংশ	প্রতিমাসিক রোজ
জগদীশ্বর গোস্বামীর পুত্র		
অটলবিহারী গোস্বামী		
নীলমাধব গোস্বামী		
শ্যামচাঁদ গোস্বামী		
কৃষ্ণলাল গোস্বামী		
কিশোরলাল গোস্বামী		১৩ই রোজ মাত্র।
পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী		
নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী		
ক্ষেত্রচাঁদ গোস্বামী		
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়		
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী	।০	

সর্ব্বসাকিম খড়দহ

সেবাধিকারিগণ।	সেবার অংশ	প্রতিমাসিক রোজ
নীলমাধব গোস্বামী	/১০	
গোরাচাঁদ গোস্বামীর ওয়ারিস্‌গণ(১)	/১০	
৺জগন্নাথ গোস্বামীর ওয়ারিসের নিকট খরিদা সেবা		
সুরেন্দ্রমোহন গেস্বামী		১৩ই রোজ
দীননাথ গোস্বামীও জগত্তারিণী দেবী		
শিবেন্দ্রমোহন গোস্বামী		
ভবেন্দ্রমোহন গোস্বামী	/০	
রাখালরাজ গঙ্গো (১)	/০	
স্বরূপচাঁদ গোস্বামীর ৫পুত্র (৩)	৶০	

(১) সাং ঢুলিপাড়া (২) সাং বেনেটোলা (৩) সাং পাথুরিয়াঘাট। এবং খড়দহ।

সেবাধিকারিগণ	সেবারঅংশ	প্রতি মাসিক রোজ
নিতাইকিশোর গোস্বামী		
কুঞ্জকিশোর গোস্বামী		
রাজকিশোর গোস্বামী	মোট ৭রোজ	১৪ই হইতে প্রতিমাহার ২০শে রোজ
বিনোদকিশোর গোস্বামী		
যুগলকিশোর গোস্বামী (১)		
মহেন্দ্রলাল গোস্বামী		
মাণিকচাঁদ গোস্বামী		
বলাইচাঁদ গোস্বামী		
নিতাইচাঁদ গোস্বামী (২)		

(১) সর্ব্বসাকিম খড়দহ। (২) সর্ব্বসাকিম সিমুলিয়া।

৺পঞ্চানন গোস্বামী		প্রতি মাহার ২১ শে রোজহইতে ২৩ রোজ
শ্যামলাল গোস্বামী দীং	১॥০	
হলধর গোস্বামী	৸০	
চন্দ্রমোহন গোস্বামী	৸০	

সর্ব্বসাকিম আহিরী টোলা।

প্রাণবল্লভ গোস্বামী	॥০	প্রতি মাহার ২৪শে রোজ মোট ১রোজ
দ্বারকানাথ গোস্বামী		
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী		
অমৃতলাল গোস্বামী	॥০	

সর্ব্বসাকিম আহিরী টোলা।

রাধিকামোহন গোস্বামী	॥০	প্রতিমাহার ২৫শে রোজ।
বলভদ্র গোস্বামী	॥০	

সর্ব্বসাকিম্ কাঁটাপুষ্করিণী।

সেবাধিকারিগণ	সেবারঅংশ	প্রতি মাসিক রোজ
সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী রাজেন্দ্রমোহন গোস্বামীর অংশ খরিদ করেন।	১	প্রতি মাহার ২৬ হইতে সংক্রান্তি বুতুনির সেবা সহিত—
দীননাথ গোস্বামী শিবেন্দ্র ও ভবেন্দ্রমোহনের অংশ খরিদ করেন।	১	
দীননাথ গোস্বামী	১	
৺যোগেন্দ্র গোস্বামীর কন্যা শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবী	১	

সর্ব্বসাকিম খড়দহ।

নিত্যানন্দ ও কনক মোহন গোস্বামী দিগর		প্রতিমাহার কমি বেসি হইলে ইহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সাকিম বুতুনী জেলা ঢাকা।

রাধাকান্ত গোস্বামীর পুত্র ব্রজমোহন তৎপুত্র গোষ্ঠবিহারী। রাধারমণ নিঃসন্তান হেতু ঐ অংশ ব্রজমোহন প্রাপ্ত হয়েন। রাধা নন্দন গোস্বামী, রাধানাথ গোস্বামীর দৌহিত্র নসীরাম মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রমোহন গোস্বামীকে বিক্রয় করেন। রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর অংশ প্রাপ্ত হয় মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোট ১ রোজ—

লোহার সিন্দুকের মকর্দ্দমা।

৺যদুলাল মল্লিকের পরামর্শে ও উদ্যোগে এবং সাহায্যে শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দরজীউর লোহার সিন্দুকের মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছিল। তাহার আমূল বৃত্তান্ত এই—পূর্ব্বে ছোটতরফ ৺মদনমোহন গোস্বামী ও তাহার বংশধরগণ ৺শ্যামসুন্দর জীউর সর্ব্ব শরিখের সেবা পূজা পর্ব্ব সকল নির্ব্বাহ করিতেন, এবং ঐ ঠাকুরের উপসত্বও সমস্ত গ্রহণ করিতেন। অপরাপর শরিখগণ কলিকাতাবাসী হেতু এই বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপে শরিখগণ প্রায় ৯০ বৎসরকাল বেদখল ছিলেন; কিন্তু রাসপর্ব্বের সময় শরিখদিগের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিতেন। ইদানী তাহাও করিতেন না। এই প্রকারে শরিখ সকল যাত্রীদলভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামীর বংশধরগণ একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সেবা পূজা চালাইতেছিলেন। একদিবস আমার ৺পিতামহ ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে কথান্তর হয়, সেইজন্য আমার পিতা ৺গুরুগোবিন্দ গোস্বামী ইহার প্রতিকার হেতু ৺যদুলাল মল্লিকের সহিত পরামর্শ করিলেও, সে সময় তাহার কোনরূপ প্রতিকার হয় নাই। পরে ইহার প্রতিকার হেতু মল্লিক বাবু বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাতে প্রথমে ৺যদুলাল মল্লিক উকিল সহ ও আমরা লোহার সিন্দুকের চাবি প্রার্থনা করিলে, রাজেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র মোহন গোস্বামী চাবি দেখাইয়া বলেন, "আমি চাবি দিব না যাহার ক্ষমতা থাকে তিনি লউন।" সেক্ষেত্রে আমরা ফৌজদারী কার্য্যবিধির অনুগত না হইয়া সিন্দুকের মোকর্দ্দমা রুজু করিলাম। এবং তাহার বিচারে মান্যবর প্রিন্সেফ ও ওকিনালি সাহেবের নিকট ১৮৮২ সালের ৫ই মে তারিখের ফয়সালার দ্বারা নিষ্পত্তির বলে এই ক্ষতিপূরণের জন্য ৺রাজেন্দ্রমোহন গোস্বামীর বিরুদ্ধে ৪৭১০৲ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হই। ঐ বিগ্রহের অলঙ্কারাদির নিতাইকিশোর যেরূপ তালিকা দাখিল

করিয়াছিল তাহা হাইকোর্ট (কৃত্রিম হওয়ায়) বিশ্বাস করেন না। নিম্ন আদালতের অনুমতিক্রমে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া রূপার খড়াই দুইটি ও আর্‌সলার নাদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ক্ষতিপূরণার্থ নিতাই কিশোরের তালিকা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, রাজেন্দ্র স্বয়ং অলঙ্কারাদির মূল্য যাহা স্বীকার করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রী হইল। বাদিগণ খরচা পাইবেন এবং বিনোদ ও যুগলকিশোর নাবালকহেতু রেস্পণ্ডেণ্টের খরচা আপিলেণ্ট দিবেন।

উক্ত বিগ্রহের সেবাইৎ সম্বন্ধে সবর্ডিনেট জজের রায়—প্রতিবাদিগণ ৫নং হইতে ১১ নম্বর পর্য্যন্ত ও নিতাইকিশোর ইহারা বিগ্রহের রিসিভার হইয়া সেবা চালাইবেন; এবং আপন আপন স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু রাজেন্দ্র ইহার মধ্যে থাকিবে না। হাইকোর্ট তাহা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। হাইকোর্টের হুকুমমতে নিতাই এই কার্য্যের অনুপযুক্ত। অতএব নিতাই ব্যতীত অন্যান্য রিসিভার অদ্য হইতে তিন মাস কালের জন্য বিগ্রহের ভার লইবেন। পরে অধিকাংশের মতানুসারে একজন লোক নিযুক্ত হইবে।

রাসযাত্রার মকর্দ্দমা।

হাইকোর্টের মান্যবর জজ আর, এস, কানিংহেম্ ও মান্যবর এ, টি, মেকলীন সাহেবের ১৮৮৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখের ফয়সালা ১৮৮১ সালের ১১৫৪নং মকর্দ্দমা।

রাজেন্দ্র ও শিবেন্দ্র মোহন গোস্বামী দীং রেস্পণ্ডেণ্ট।

এই মোকদ্দমার বাদিগণ দুই জনের নামে নালিস করে তাহাদের একজন বর্ত্তমান আপিলেণ্ট, সে বাদিগণের সহিত এজমালীতে পর্ব্বাদি ব্যাপারে স্বার্থপ্রাপ্ত হইত। এই ব্যাপারে এই মোকর্দ্দমার মূল কারণ

উপস্থিত করিয়াছে যে—বাদিগণ কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর উত্তরাধিকারী, তাহারাই তাহাদের কুলদেবতার কোন কোন পর্ব্বাদি নির্ব্বাহ করে। ঐ ব্যাপারে যাহা কিছু প্রাপ্য তাহাতেই তাহাদিগের নিগূঢ় সত্ত্ব। সেই সত্ত্বে প্রতিবাদিগণ বে-আইনিরূপে হস্তক্ষেপ করিয়া বিগ্রহ দখল করিয়াছে; এবং বাদিদিগের সত্ত্বানুসারে বাদিগণকে কার্য্য করিতে বিবাদীরা বাধা দিতেছে। এই কারণ ইন্‌জংসান প্রার্থনা করিয়া ঐ বাবদে ১১০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ জন্য দাবী দিয়াছিল।

হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের হুকুম রদ করিয়া বিবেচনা করেন যে, বাদিগণ যে মকর্দ্দমাতে আদালত অবলম্বন করিয়াছিল, সে মকর্দ্দমা তাহারা সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। অতএব হাইকোর্টের বিচারে নিম্ন উভয় আদালতের ডিক্রী রদ হইয়াছে। এবং রেস্পণ্ডেণ্টগণ তিন আদালতের খরচার দায়িক হইয়াছে।

৺শ্যামসুন্দর জিউ জেলে।

পর বৎসর অর্থাৎ ৺শ্যামসুন্দরের মকর্দ্দমা রুজুর পরে সন ১২৮৮ সালের ৯ অগ্রহায়ণ ৺রাসযাত্রার দিবস প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতির পর মন্দির বন্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ একটী দশ সের আন্দাজ ওজনের তালাদ্বারা ৺রাজেন্দ্রমোহন গোস্বামীও বন্ধ করিলেন। অন্য অন্য অংশীদারগণ কি করেন জেলাকোর্টের হুকুমে তালা খোলাইবার দরখাস্ত করিলেন। সেই হুকুম বারাসাতে বেলা ৫॥ টা আন্দাজের সময় উপস্থিত হয়, সে সময় হাকিম এজলাস্ বরখাস্ত করিয়া চেম্বারে ছিলেন। তিনি উপযুক্ত সময় না থাকায় বেলা ৬ টার সময় রাজেন্দ্র মোহনকে চাবি খুলিয়া সেবা করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে রাজেন্দ্র স্বীকার না করায় পুলিসের সাহায্যে সন্ধ্যার সময় তালা ভাঙ্গিবার হুকুম দেন। ৺শ্যামসুন্দরেরও জেল মুক্ত হইল এবং সেবা পূজার ব্যবস্থা হইল। ইহাই ভক্তবৃন্দের অচলা ভক্তির পরিচয়।

শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশ

কনোজাগত
ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী—১
আদি বরাহ ২
বৈনতেয় ৩
সুবুদ্ধি ৪
বিবুধেশ ৫
গুহ ৬
গঙ্গাধর ৭
সুহাস ৮
শকুনি (গয়ঘড়) ৯
মহেশ্বর বন্দ্যো (কুলীন) ১০
মহাদেব ১১
তিকু ১২
নেঙ্গুড়ি ১৩

নেঙ্গুড়ির পুত্র: গাঙ্গ, সোম, সিধু, লথাই, ১৪ মিহীর *

১৫ ভাস্কর
১৬ পুষ্কর
১৭ সৃষ্টিধর
১৮ মালাধর
১৯ বৃষকেতু
২০ চন্দ্রকেতু
২১ নকড়ি ওঝা
২২ মুকুন্দ ওঝা (বা হাড়াই পণ্ডিত)
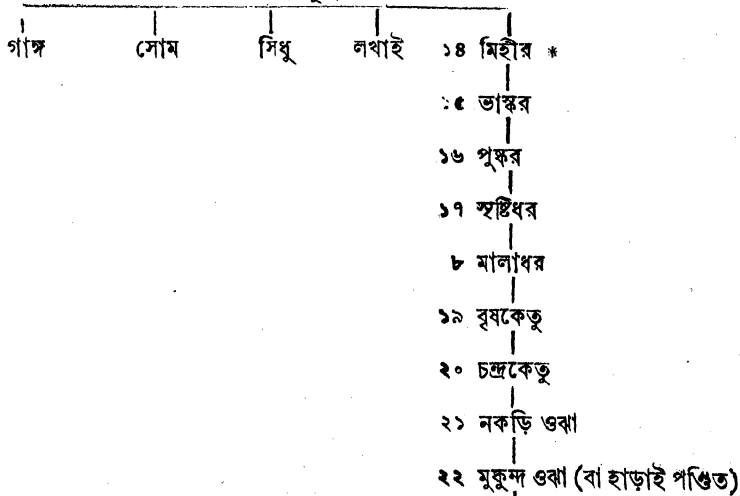
মুকুন্দ ওঝার পুত্র: (চিদানন্দ বা) নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী।

(১ম পর্য্যায়)

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥

- শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।
  - শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী।
    - শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী।
      - রামদেব
        - রামানন্দ
          - রামগোবিন্দ
            - ঘনশ্যাম
              - নিমানন্দ
                - * (পোষ্য সময়পুর হইতে) ব্রজমোহন
                  - প্রাণকৃষ্ণ
                    - নবকৃষ্ণ
                      - গোবর্দ্ধন
                      - গোবিন্চাঁদ
                    - কেশবকৃষ্ণ
                      - চুনিলাল (নিঃ সঃ)
                      - তিনকড়ি (নিঃ সঃ)
                      - নিবারণ (নিঃ সঃ)
                      - গোকুল (নিঃ সঃ)
                      - গোষ্ঠ (নিঃ সঃ)
                  - গোপালকৃষ্ণ
                    - মাধবকৃষ্ণ (নিঃ সঃ)
                    - বেণীমাধব
                      - মহীতমোহন (নিঃ সঃ)
                      - ললিতমোহন
              - শ্যামকিশোর (নিঃ সঃ)
              - রঘুনন্দন
              - বিষ্ণুদেব (নিঃ সঃ)
          - রঘুনাথ
      - কৃষ্ণদেব
      - বিষ্ণুদেব
      - রাধামাধব

শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী।

সংকর্ষণস্থ যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়ী নামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোদ্ভূৎ চৈতন্যা ভিন্ন বিগ্রহঃ॥

(৬ষ্ঠ পর্য্যায়)

(৬ পঃ)

- রঘুনন্দন গোস্বামী
  - ব্রজদুলাল
  - রাধাকিশোর
    - জগদানন্দ (নিঃ সঃ)
    - গৌরমোহন
      - নিত্যানন্দ
        - রাজকৃষ্ণ
          - ভোলানাথ
          - শিবকৃষ্ণ
        - রাধাকৃষ্ণ
          - গোপালকৃষ্ণ
          - তিনকড়ি
            - রামচন্দ্র
    - গোকুলচাঁদ
      - ফকিরচাঁদ
        - চুনিলাল (নিঃ সঃ)
        - রূপলাল (নিঃ সঃ)
        - গোবর্দ্ধন
          - পোষ্য যুগল
    - ভুবনমোহন
      - পোষ্য মুরারীমোহন
    - শ্যামমোহন
      - রসিকলাল
        - কিশোরীলাল
          - অমৃতলাল
            - পোষ্যলতা আনন্দলাল
              - রাধিকা
              - পটল
      - হরলাল
        - ক্ষেত্রমোহন (নিঃ সঃ)
      - কানাইলাল
        - নন্দলাল (নিঃ সঃ)
        - মতিলাল
          - দেবেন্দ্রলাল (নিঃ সঃ)
        - মহেন্দ্রলাল (নিঃ সঃ)
      - কৃষ্ণলাল (নিঃ সঃ)
  - বৃন্দাবন
    - পোষ্য বিশ্বম্ভর
      - মোহনচাদ
        - শ্রীনাথ (নিঃ সঃ)
      - মদনমোহন
        - প্রাণকৃষ্ণ (নিঃ সঃ)
      - গোপীমোহন (নিঃ সঃ)
      - ব্রজমোহন (নিঃ সঃ)

নিত্যানন্দাদ্বৈতমেক তত্ত্বং নিত্যালংকৃত ব্রহ্মসূত্রং।
নিত্যৈর্ভক্তৈ র্নিত্যধাম্না ভক্তি দেব্যা ভক্তং নিত্যো ধাম্নি নিত্যং ভজাম॥

(৭ম পর্য্যায়)
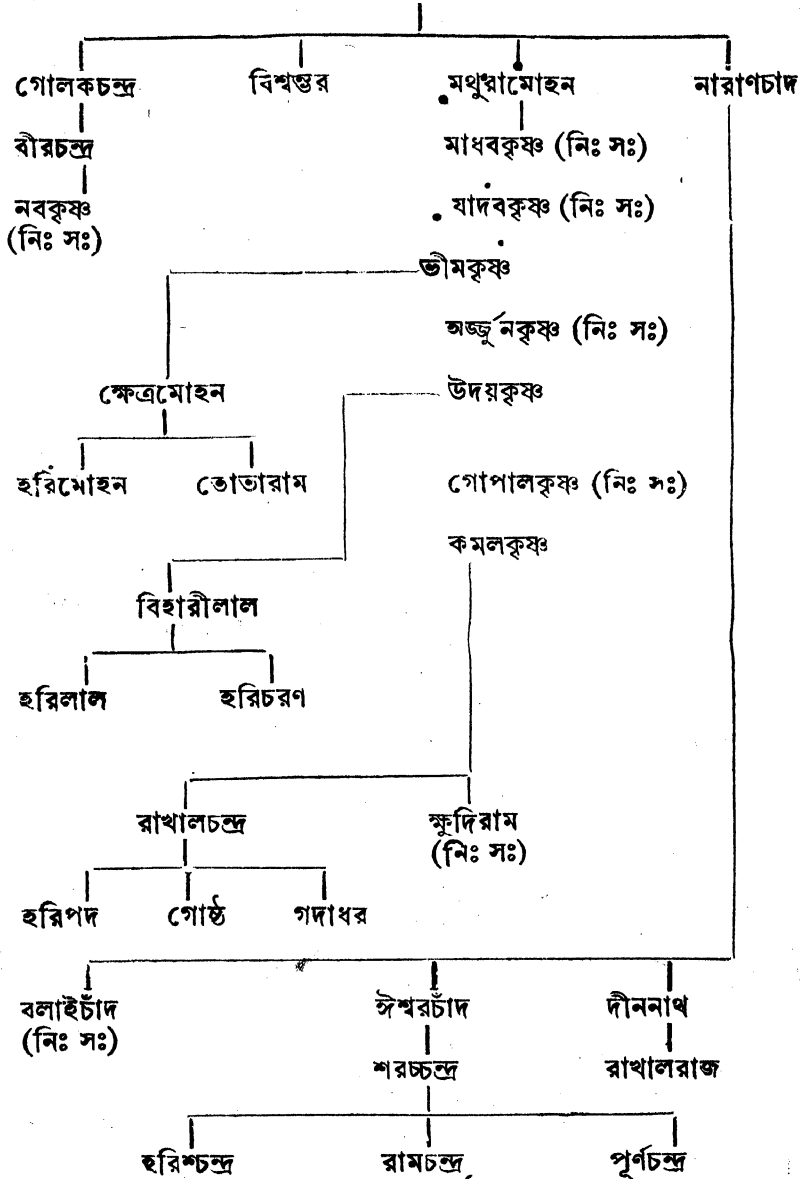
(সাং কুমারটুলি)

অদ্বৈতাঙ্ঘ্রি যুগংবন্দে মূর্ত্তিমান্ যঃ কৃপাশ্রয়ম্।
যৎ প্রসাদাৎ পামরোঽপি হরেকৃষ্ণেতি গায়তি ॥

(৪র্থ পর্য্যায়)
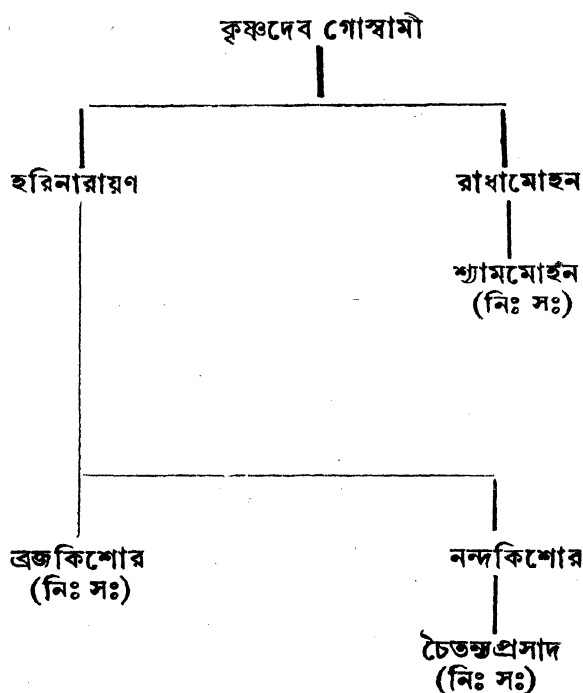
সাং উদ্ধারণপুর

(৪র্থ পর্য্যায়ঃ)

বিষ্ণুদেব গোস্বামী (নিঃসঃ)

সংকর্ষণঃ কারণ তোয়শায়ী গর্ভোদশায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাং সকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামং শরণং মমাস্তু ॥

(৪র্থ পর্য্যায়)
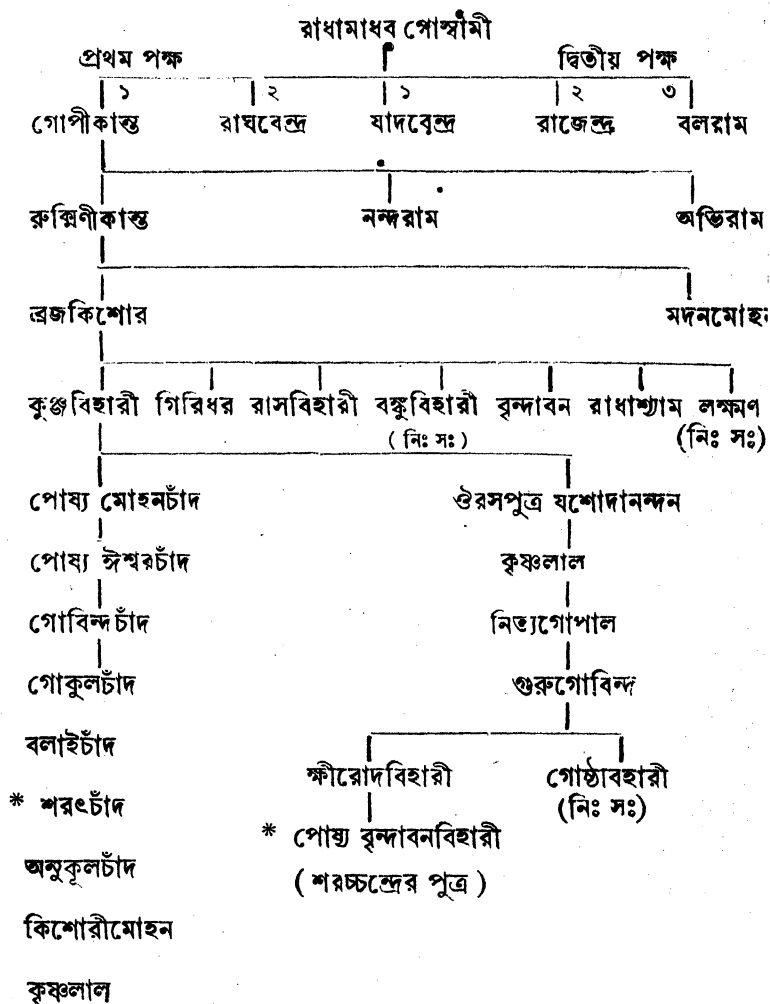
(সাং শোভাবাজার)   (সাং বাগবাজার)

মায়াতীতে ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সংকর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।

(৮ম পর্য্যায়)

সাং বাগবাজার

মায়াভর্ত্তাজাণ্ড সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি মধ্যে
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদি দেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

(৮ম পর্য্যায়)

সাং [illegible] সিঁথি   সাং টালা   সাং বাগবাজার ও   সাং খড়দহ

(৮ম পর্য্যায়)

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোশায়ী যন্নাভ্যজ্ঞং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে।
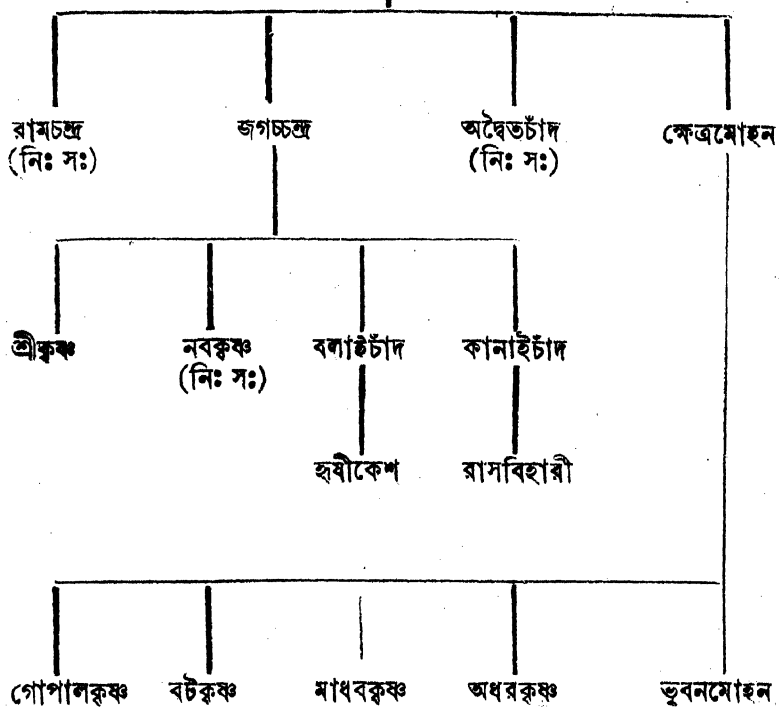
সাং বাগবাজার।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
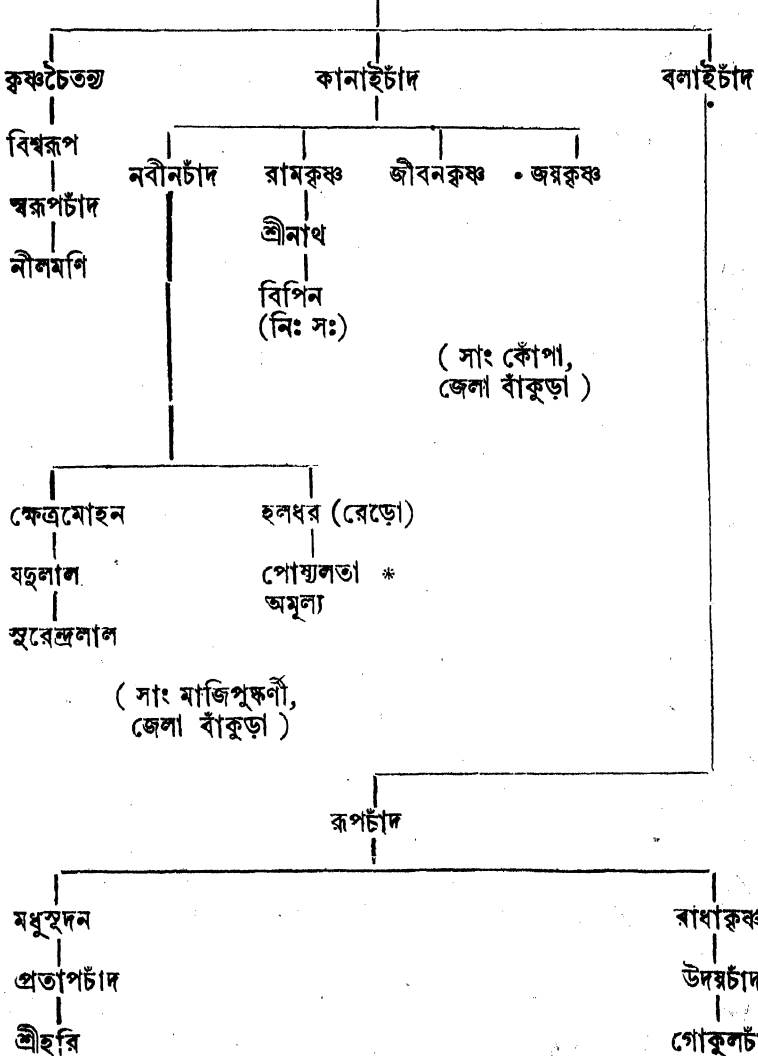
(৮ম পর্য্যায়)

(সাং বাগবাজার)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।

(৭ম পর্য্যায়)

সাং খড়দহ।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥

(৮ম পর্য্যায়ঃ)

ভুবনমোহন গোস্বামী

কিশোরীমোহন

মুরলীমোহন

রসিকমোহন

মণিমোহন (নিঃ সঃ)

প্যারিমোহন

যাদবমোহন (নিঃ সঃ)

নরেন্দ্রমোহন

শৌরীন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ)

হিতেন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ)

জিতেন্দ্রমোহন

মহেন্দ্রমোহন

হীরেন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ)

জীবেন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ)

নন্দমোহন

চন্দ্রমোহন (নিঃ সঃ)

ললিতমোহন

পোষ্য *
গোপীমোহন (নিঃ সঃ)

নিত্যানন্দমোহন (নিঃ সঃ)
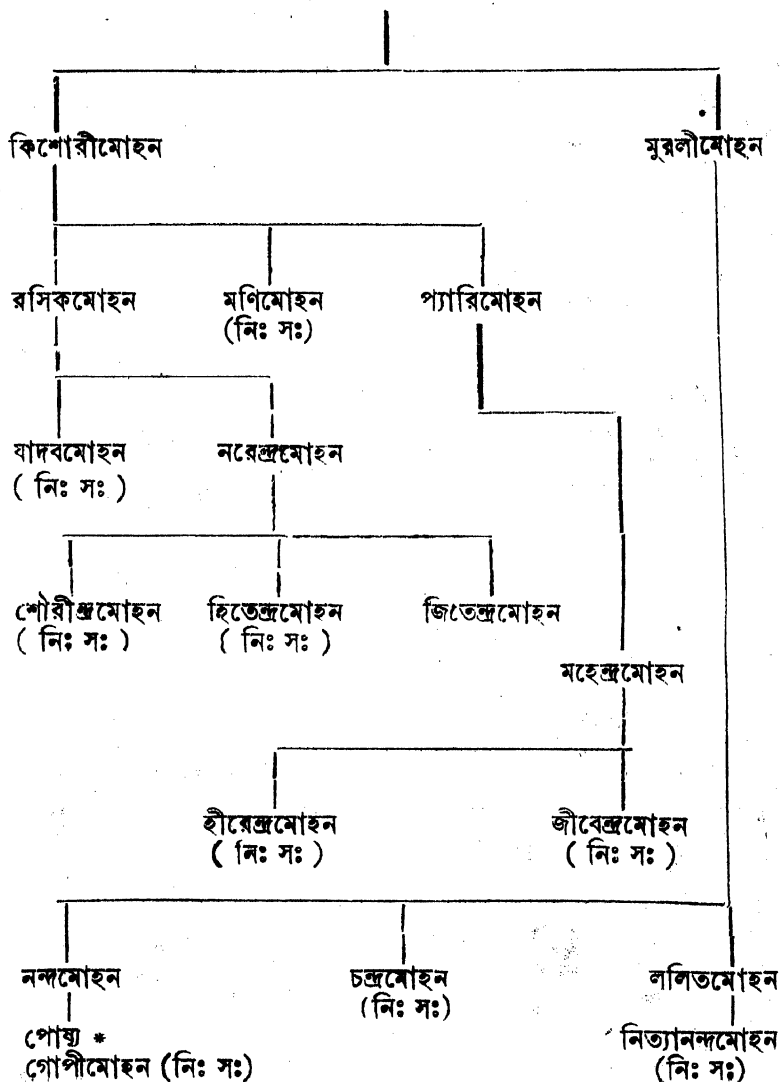
সাং খড়দহ।

নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীং।
শ্রীজাহ্নবেশ্বরীং বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীম্॥

(৮ম পর্য্যায়)
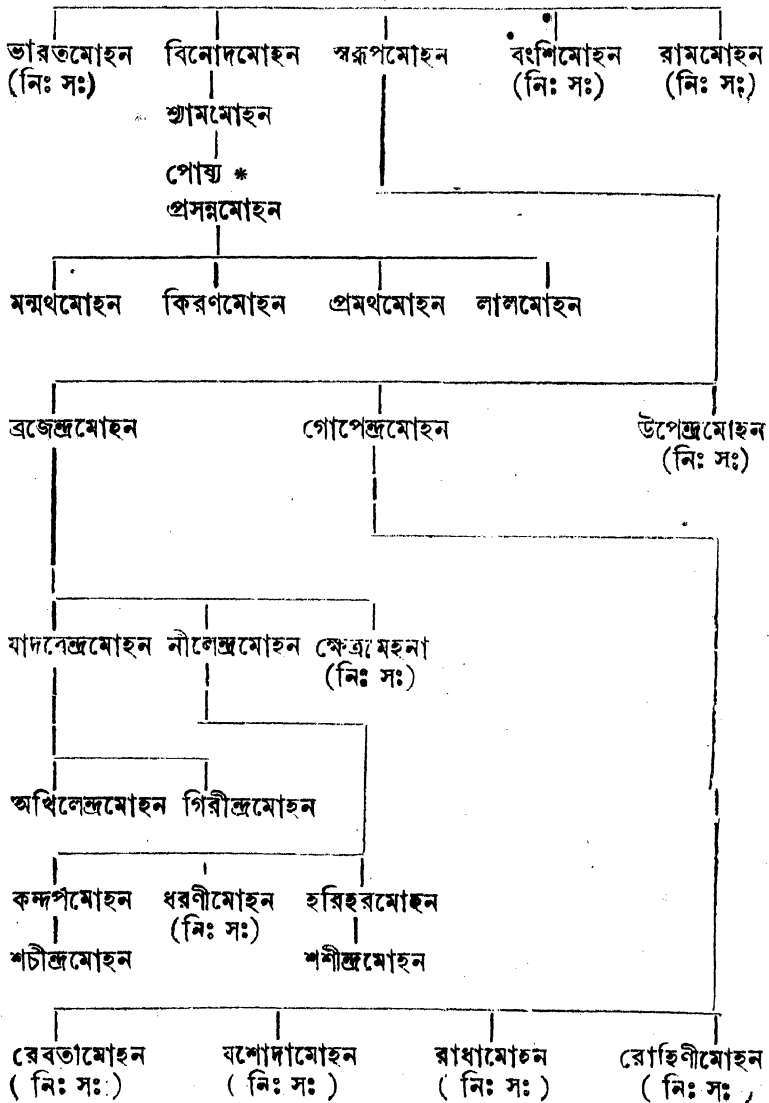
সাং খড়দহ।

অয়েভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রযতি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি।

(৮ম পর্য্যায়)
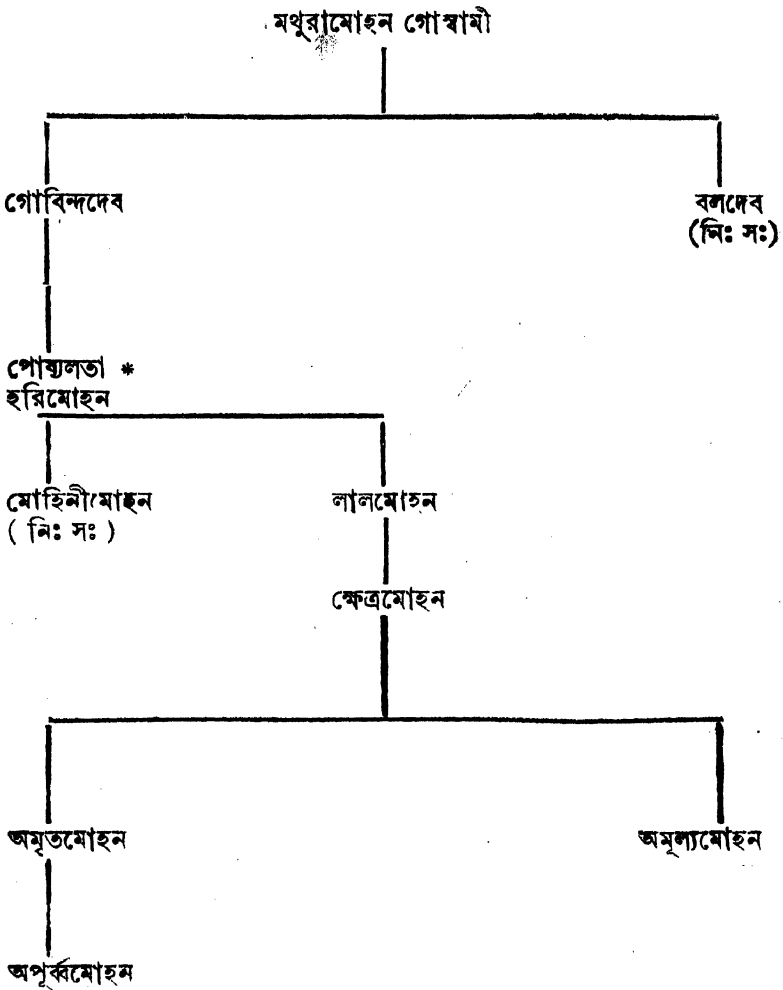
সাং খড়দহ।

সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাৎ দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপে বিভুঃ স্মৃতঃ॥

(৬ষ্ঠ পর্য্যায়)
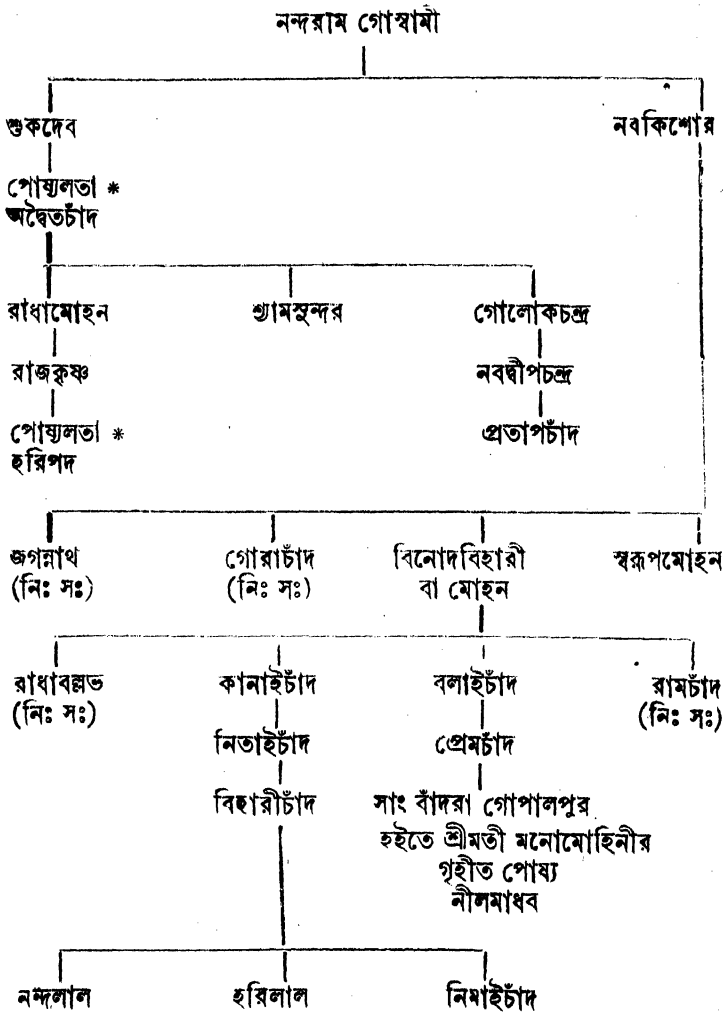
সাং বেণেটোলা, সাং বালাখানা, সাং চুলিপাড়া।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতং পূর্ণ-চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥

(১২শ পর্য্যায়)
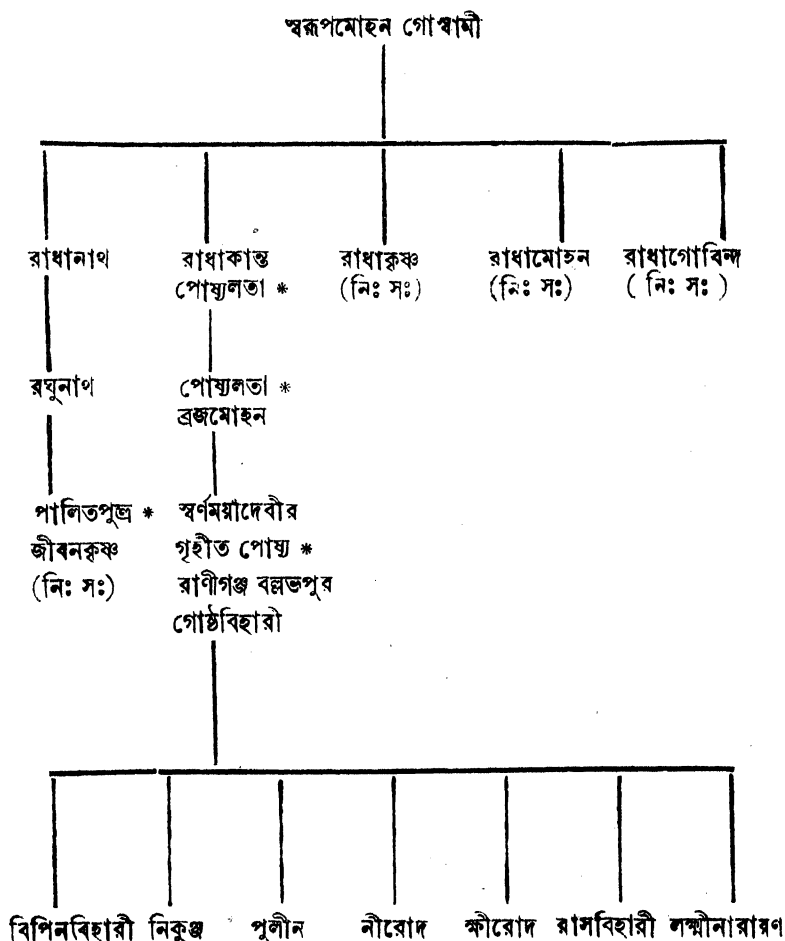
সাং পাথরিয়াঘাটা।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়া ॥

(৬ষ্ঠ পর্য্যায়ঃ)
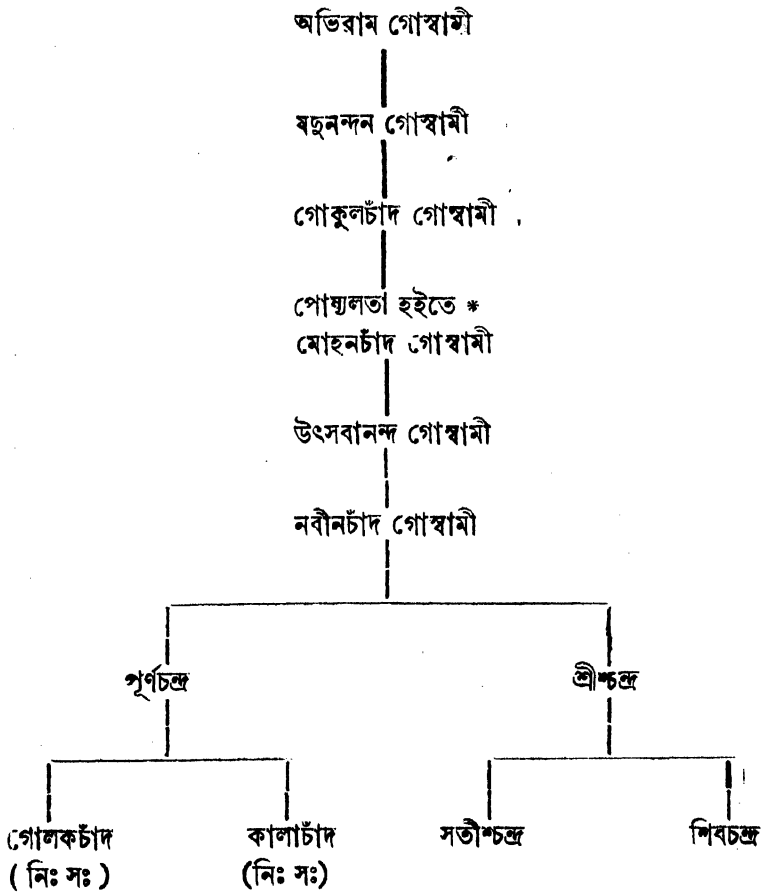
(ইহার পোষ্য এক, ঔরস পাঁচ।)

সাং খড়দহ।

অপ্রেক্ষৈকগতির্নিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভুঃ।
যদিচ্ছয়া পামরোঽপি উত্তমশ্লোকমীয়তে
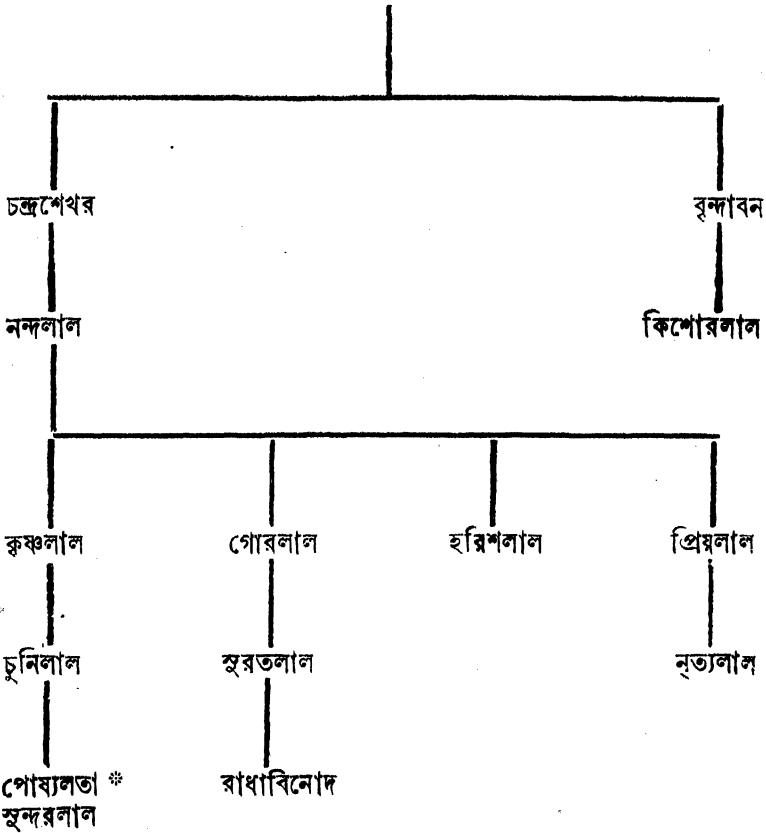
(৯ম পর্য্যায়)

সাং খড়দহ।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

(৯ম পর্য্যায়)
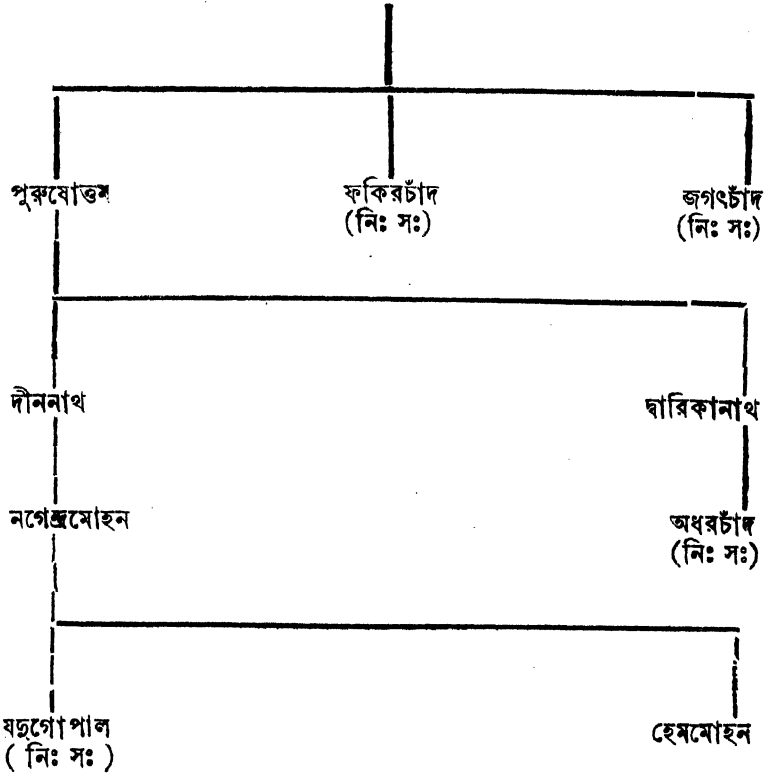
সাং খড়দহ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
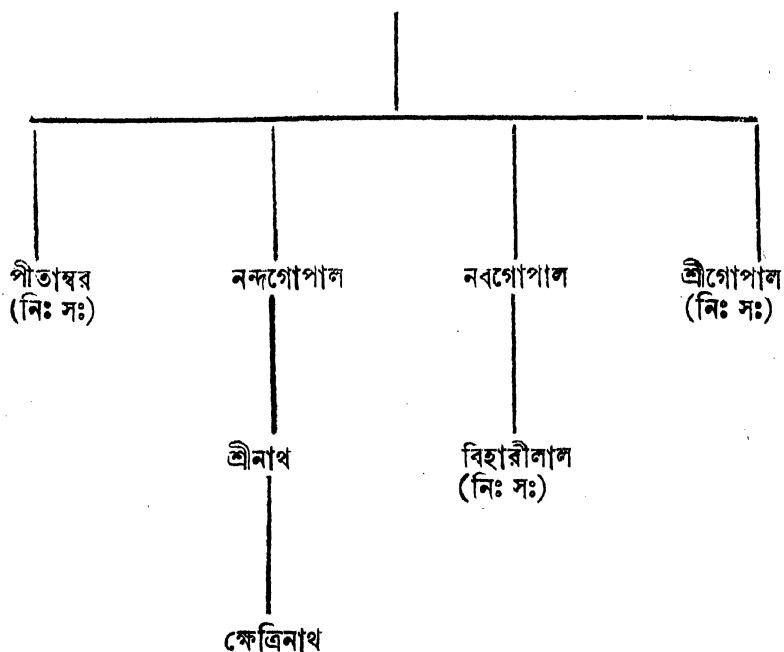
(৯ম পর্য্যায়)

সাং খড়দহ।

তৃতীয় ঔরস পুত্র
কানাইচাঁদ গোস্বামী
(নিঃ সঃ)

উদ্যৎসুধাকরনিভং পরিমুক্তকেশং কৌপীনপর্কটপটা ধৃতমধ্যভাগং।
নৃত্যস্তমুদ্যতকরাভিনয়েন নিত্যানন্দং ভজে সততসদ্বয়গানমত্তং॥

(৯ম পর্য্যায়)

সাং খড়দহ।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্‌ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

(৫ম পর্য্যায়)

(১০ম পর্য্যায়)

প্রাতঃসোমকরারুণৈর্বন্দীকৃতস্ববিগ্রহং।
প্রেমভক্ত্যাখ্যভূস্থাপ্য সুঞ্চারিতজগত্রয়ং॥

সাং খড়দহ।

১০ম পর্য্যায়।

স এব কৃষ্ণো ভগবান্ দ্বিতীয়দেহমাপ্নুয়াৎ।
মহাসংকর্ষণনাম সর্ব্বশক্তিসমৃদ্ধিমান্॥

(সাং কাটমার বাগান, বালাখানা।)

৺রামকিশোর।

রাম কিশোর গোস্বামী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে তাঁহার বংশাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং পাঠকবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন না। সেই জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস প্রদত্ত হইল। রামকিশোরের পিতা পিতামহাদির নাম ধাম ও কুলমর্য্যাদা এপর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। একদা আমি ও শ্রীযুক্ত অখিলেন্দ্র মোহন গোস্বামী আমরা উভয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকিশোর গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। উক্ত প্রভুপাদ প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম যে। ৺লালবিহারী গোস্বামী রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম পক্ষে হলধর ও নবচৈতন্য এই দুইপুত্র জন্মে। কিছুদিন পরে উক্ত রামকিশোরের প্রথম পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কাল কবলিত হওয়ায়, রামকিশোর নির্ব্বংশ হয়েন। এই দুর্ঘটনার পর রামকিশোর কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র নবচৈতন্যকে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণচন্দ্র পোষ্য দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মাতা গোস্বামিনী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র পিতার বংশরক্ষা হেতু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতে তিন পুত্র জন্মে। প্রথম গোলকচন্দ্র দ্বিতীয় অদ্বৈতচাঁদ তৃতীয় পিতাম্বর। উক্ত গোলকচন্দ্রকে পিতার বংশরক্ষা হেতু পোষ্য দিলেন। অপর দুইপুত্র সিমুলিয়া মোকামে স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে খড়দহে রাখিতে পারেন নাই। ঐ সিমুলিয়া মোকামেই রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ মোকামেই স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছি। কিন্তু ৺রাজকিশোর গোস্বামী প্রভু রামকিশোরের পিতা পিতামহাদির নাম বাসস্থান বা কুলমর্য্যাদা কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। রামকিশোরের বংশানুক্রমে ৺শ্যামসুন্দরের সেবার অংশ পর্য্যন্ত নাই। যদি কেহ ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া থাকেন, আমাকে জ্ঞাত করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করিবার ইচ্ছারহিল। পুনশ্চ শ্রীযুক্ত যাদব কিশোর গোস্বামীর নিকট কএক দিবস যাতায়াত করি। যদি কোন লিখিত কাগজ পত্র তাহার নিকট প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আশ্বস্ত হইয়াও আশা ফলবতী হয় নাই।

ইতি গ্রন্থকারস্য।

নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দস্বরূপকম্।
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃতভূতলম্॥

(১০ম পর্য্যায়)

দ্বিতীয় পক্ষের
দ্বিতীয়
অদ্বৈতচাঁদ গোস্বামী

- লোকনাথ
  - দেবনাথ (নিঃ সঃ)
  - ত্রৈলক্ষনাথ
    - * পোষ্য † মাণিকচাঁদ
- হরনাথ
  - মহেন্দ্রনাথ
    - গোকুলচাঁদ
    - অতুলকৃষ্ণ
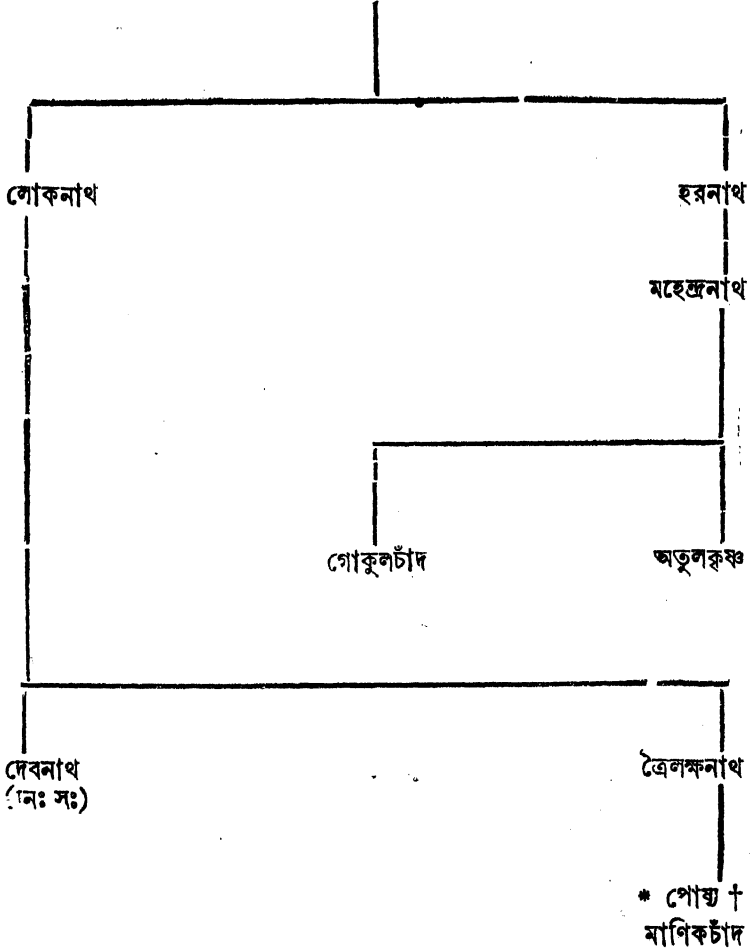
(† উক্ত পোষ্য মাণিকচাঁদ শ্রীমহেন্দ্রনাথের ঔরস পুত্র।)

সাং সিমুলিয়া।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদম্।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেণ প্রকটীভূত ভূতলম্॥
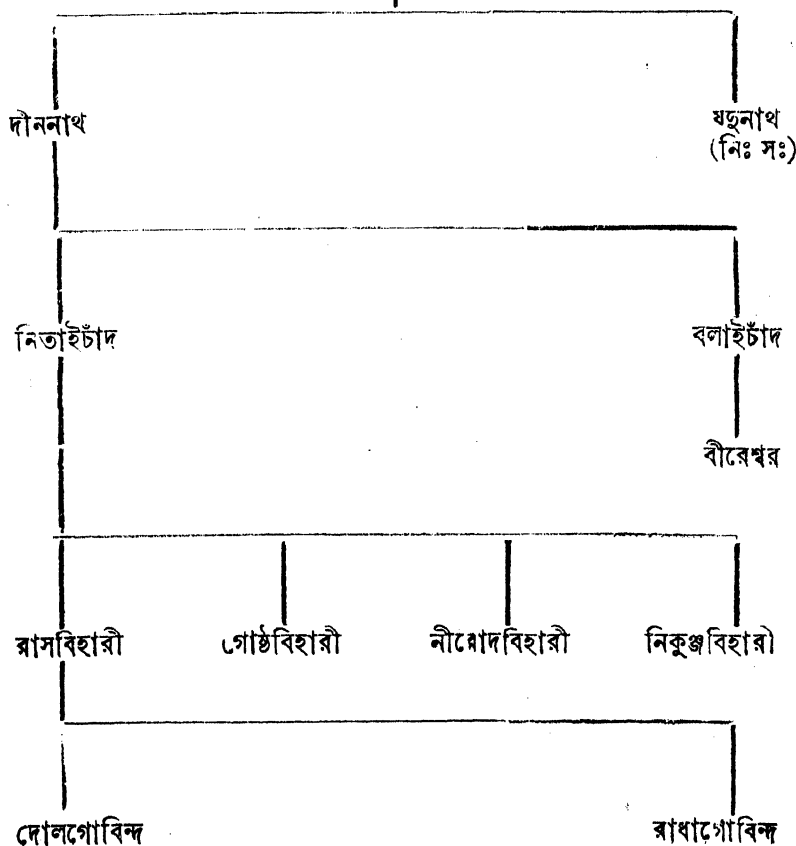
(১০ম পর্য্যায়)

সাং সিমুলিয়া।

নিত্যানন্দ বংশবল্লী।

গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপাণীং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥
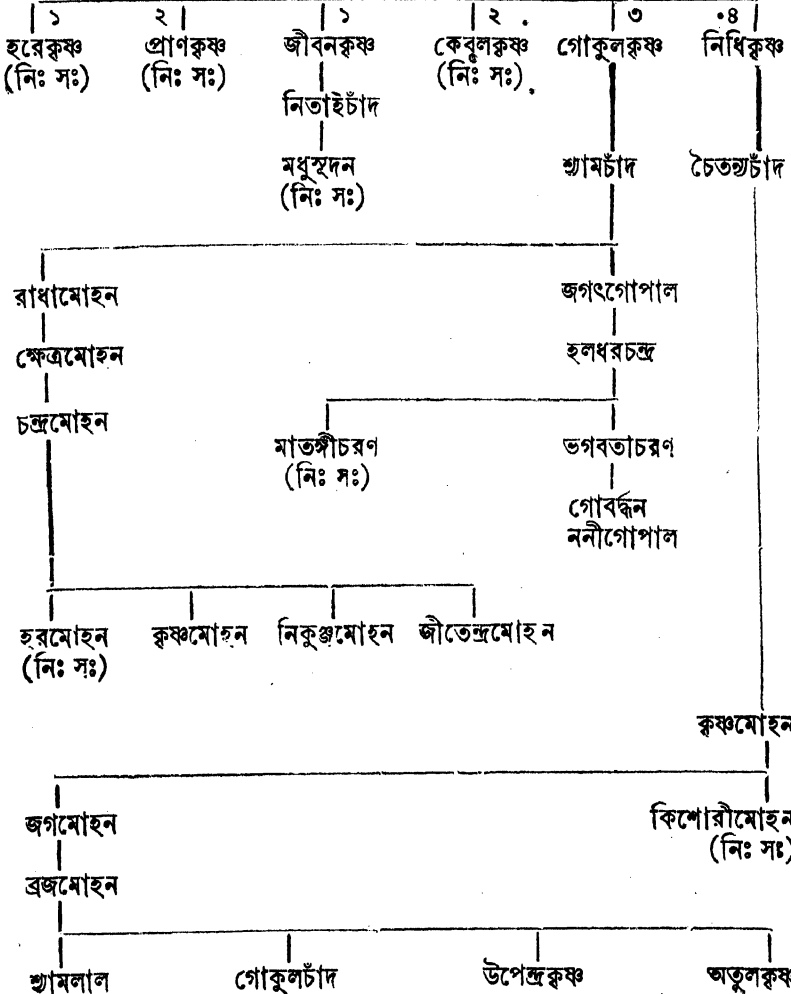
অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥
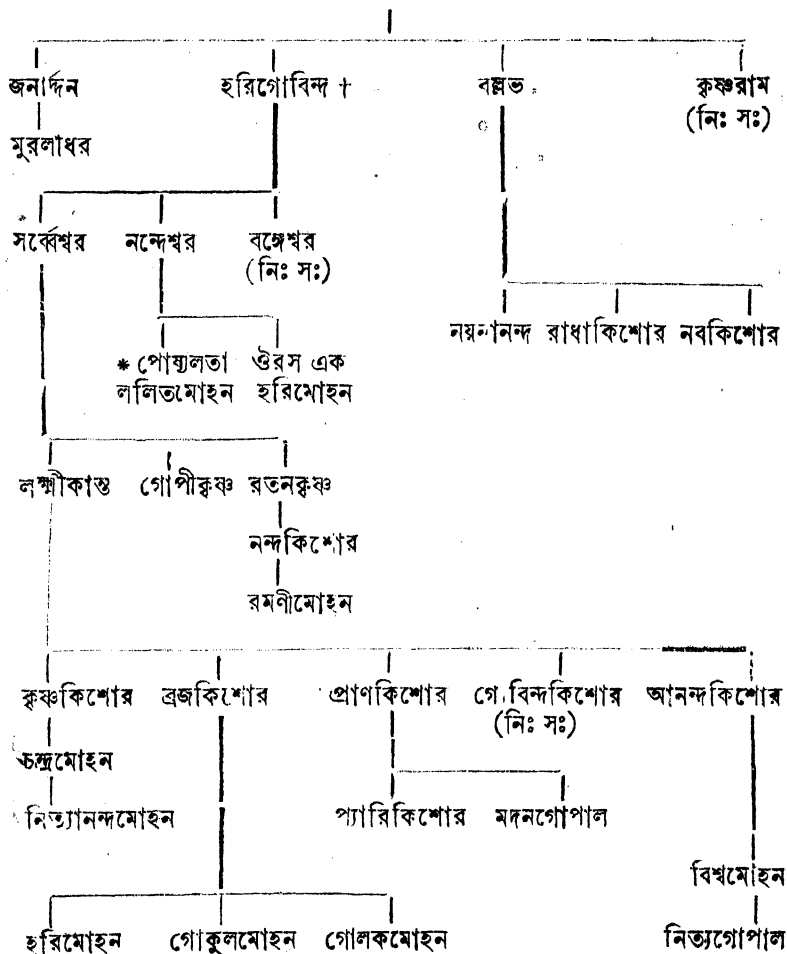
সাং বুতুনি, জেলা ঢাকা, মহকুমা মাণিকগঞ্জ।

পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্রদারাদিসংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥

(৫ম পর্য্যায়)

বলরাম গোস্বামী
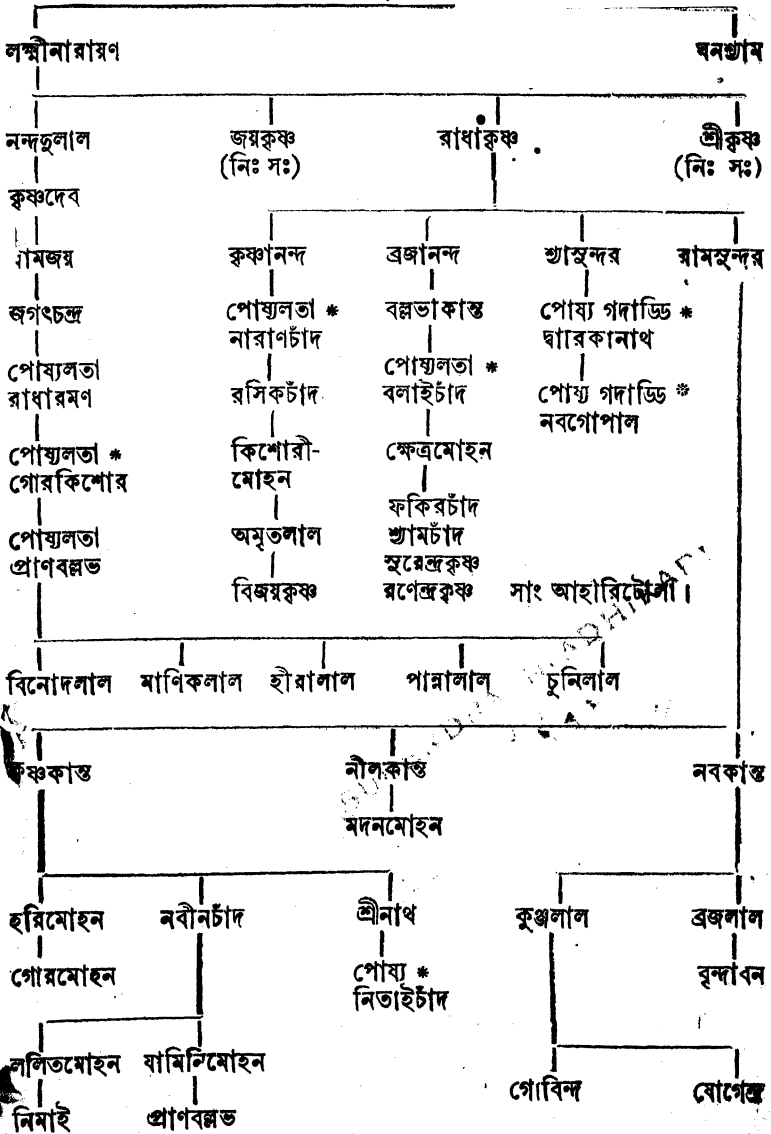
স এব কৃষ্ণো ভগবান্ দ্বিতীয়দেহমাপ্নুয়াৎ।
মহাসংকর্ষণনাম সর্ব্বশক্তিসমৃদ্ধিমান্॥

(৬ষ্ঠ পর্য্যায়)
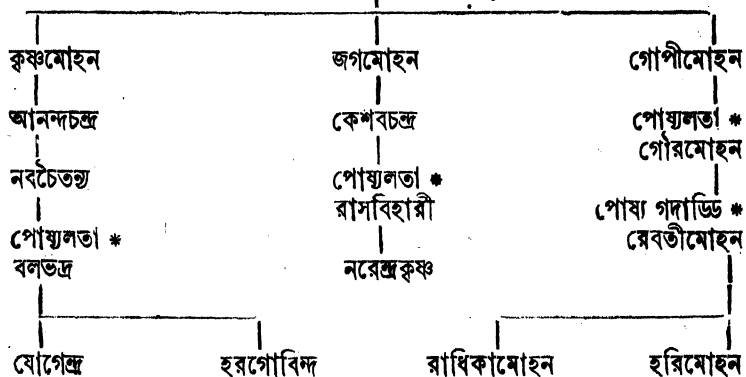
সাং কাটাপুকুর। সাং টালা।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
বংশবল্লী
সমাপ্তা।

মালীপাড়া গোস্বামী সমাজ।

ইহাও জাহ্নবার কীর্ত্তি। চট্টবংশের কুলীন অরবিন্দ চট্টো। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোহর, তৎপুত্র কন্দর্প, তস্য কনিষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীবর শতানন্দ খ্যাত। এই যষ্ঠীবর তাহার পিতার নিকট "বুড়োমা" দক্ষিণা কালীর যন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন। যাহা অদ্যাবধি ৺মদন গোপাল জিউর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তস্য মধ্যম পুত্র খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য। তস্য পুত্র রঘুনাথ আচার্য্য।

তথাহি।

পণ্ডিতো জগদীশশ্চ যজ্ঞপত্নী মম প্রিয়া।
আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জ মমভক্তো মমাংশ ভাক্॥
(অনন্ত সংহিতায়াং

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহ করেন নিমন্ত্রণ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয় বিমুখ আর্য্য বৈরাগ্য প্রধান॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তার ছোট ভাই
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তার ঠাঁই॥

অপিচ

বঙ্গদেশে এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইল শুনাইতে॥
ভগবান্ আচার্য্যসনে তার পরিচয়।
তারে মিলি তার ঘরে করিল আলয়॥

উক্ত ভগবান্ আচার্য্য বিকলাঙ্গ ছিলেন, সুতরাং কুলশাস্ত্রানুসারে তাহার কুলমর্য্যাদা ছিলনা। গোস্বামী মালীপাড়ায় ৺মধুসূদন ঘটকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মালীপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করিলেন।

উক্ত শতানন্দের পুত্র খঞ্জ ভগবান্ ও গোপাল কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লয়েন। খঞ্জভগবানের পুত্র রঘুনাথ আচার্য্য মোং খেতরীর মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবা মাতা গোস্বামিনীর কৃপায় মহান্ত পরিগণিত হইয়া, মহান্ত পর্য্যায়ের আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণ বশতঃ ইহারা গুরুস্থানীয় হইয়া বহুনীচজাতি পর্য্যন্ত শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য অতি বিরল, শ্রীনিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের নীচ জাতি শিষ্য ছিল না। ইহারা উভয়ে কখন নীচ জাতীয় শিষ্য করেন নাই। তাহারা জাতিভেদ তুচ্ছ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অনুসারে অকাতরে হরিনাম ও হরিভক্তি প্রদান করিতেন; কিন্তু মন্ত্র দিতেন না। এক্ষণে আমাদের ঐরূপ আচার বা শিক্ষা নাই। উদরজ্বালা ও প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া ঐসকল আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল কার্য্যেই তৎপর হইতে হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ বংশে চাকুরী বা কৃষি বাণিজ্য ফলপ্রদ হয় না। কাজে কাজেই এই সকল হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজনীয় না হইলেও একটী পুরাতন ইতিহাস স্মরণ হইল, পাঠকবৃন্দ আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার ব্যবহারের কিছু নমুনা পাইবেন।

পূর্ব্বকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধস্তন পঞ্চম পর্য্যায়ে শ্রীল সন্তোষ গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীল কেবল কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু। একদিবস উষাকালে কেবল কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ধনমদে গর্ব্বিত এক তন্তুবায় দীক্ষা গ্রহণ হেতু কেবলকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে সেই স্থানেই উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে এরূপ অনুরোধ করিতেন, কেবলকৃষ্ণ প্রভু মৃত্তিকাশৌচ করিতেছেন, সেই জন্য বিরক্ত হইয়া ঐ তন্তুবায়কে বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ" তুই আবার এমন সময় কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলি? আমি শূদ্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করি না, ও করিব না, কেন আমাকে সকল সময় বিরক্ত কর? এইরূপ বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখান করিলে, তন্তুবায় সহাস্য বদনে সাষ্টাঙ্গ